গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-১ (সিইআইপি-১)

পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP)

প্যাকেজ-১

(পোল্ডার নং-৩২, ৩৩, ৩৫/১ এবং ৩৫/৩)

জানুয়ারী-২০১৭

সার-সংক্ষেপ

E. ১ প্রকল্প পরিচিতি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) উপকূলীয় বাঁধ ব্যবস্থাপনার (সিইএস) কৌশলগত উন্নয়নের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনীত প্রভাব মোকাবেলার জন্য উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় প্রথম ধাপে উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প, ফেজ-১ (সিইআইপি-১) হাতে নেয়। বাংলাদেশে উপকূলীয় এলাকায় মোট পোল্ডার সংখ্যা ১৩৯টি, তন্মধ্যে ১৭টি পোল্ডারকে উক্ত প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। উল্লেখিত স্থানগুলোতে বাঁধ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; তীব্র ঘূর্ণিঝড় ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করবে। এই প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ-১ এ ৪টি পোল্ডার; খুলনা (পোল্ডার নং-৩২ ও ৩৩) ও বাগেরহাট (পোল্ডার নং-৩৫/১ ও ৩৫/৩) এর ডিজাইন অন্তর্ভুক্ত করে এর কাঠামোগত বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্যাকেজ-১ এ ২০১.৭৮৮ কিলোমিটার (কি.মি.) বাঁধ রয়েছে যার মধ্যে ১৬৩.৬৪৮ কি.মি.বেড়ি বাঁধ রি-সেকশনিং, ৩০.১৩৫ কি.মি. বিকল্প বাঁধ নির্মাণ এবং ৭.৭০৯ কি.মি. ফরোয়ার্ড বাঁধ নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও ৪০টি নিষ্কাশন স্লুইস, ৪২টি ফ্লাশিং স্লুইস নির্মাণ, বিদ্যমান ৩০টি ফ্লাশিং স্লুইস ও ২টি নিষ্কাশন স্লুইস মেরামত করা হবে। উক্ত প্রকল্পের অধীনে ১টি ক্যানেল ক্লোজার এবং ৫টি ফ্লাশিং স্লুইস ভেঙ্গে ফেলা হবে। প্যাকেজ-১ এর অন্তর্ভুক্ত চারটি পোল্ডারেই ১৭৫.২১ কি.মি. ড্রেনেজ চ্যানেল পুনঃখনন করা হবে, ১০.৯২ কি.মি. তীর সংরক্ষণ ও ২২.৯৫ কি.মি.বাঁধের ঢাল সুরক্ষা কাজ সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পে আওতায় প্যাকেজ-১ এর কার্যবিবরণী টেবিল- ১ এ প্রদত্ত হলোঃ

ছক ১: পোল্ডার অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যবিবরণী

কার্যাবলী	একক	পোল্ডার-৩২	পোল্ডার-৩৩	পোল্ডার-৩৫/১	পোল্ডার-৩৫/৩	মোট
বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য	কি.মি.	৪৯.০৬৮	৪৯.৫০০	৬৩.২২০	৪০.০০০	২০১.৭৮৮
বেড়ি বাঁধ রি-সেকশনিং	কি.মি.	৩৪.৫৪৭	৪৪.৬৩৮	৫২.৩১৩	৩২.১৫	১৬৩.৬৪৮
বিকল্প বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	১৫.১০৬	৪.৭৯	২.৩৮৯	৭.৮৫	৩০.১৩৫
ফরোয়ার্ড বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	০	০	৭.৭০৯	০	৭.৭০৯
নতুন বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	০	০	০	০	০
নিষ্কাশন স্লুইস নির্মাণ	সংখ্যা	৮	১৩	১৫	৪	৪০
ফ্লাশিং স্লুইস নির্মাণ	সংখ্যা	২	১২	১৭	১১	৪২
ফ্লাশিং স্লুইস মেরামত	সংখ্যা	২১	৫	৩	১	৩০
ভেঙ্গে ফেলা ফ্লাশিং স্লুইস	সংখ্যা	০	২	৩	০	৫
নিস্কাশন খাল পুনঃখনন	কি.মি.	১৭.৫	৬৩.২১	৭০.৫	২৪	১৭৫.২১
তীর সংরক্ষণ কাজ	কি.মি.	৪.৫	১.৬২	১.৭	৩.১	১০.৯৫
বাঁধের ঢাল সুরক্ষা	কি.মি.	৩.৩	৬	১২.৭৫	০.৯	২২.৯৫
ক্যানেল ক্লোজার নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	০	০	১
নিষ্কাশন স্লুইস মেরামত	সংখ্যা	০	০	২	০	২

E. ২. ভূমি অধিগ্রহণ এবং স্থানচ্যুতি

চারটি পোল্ডারে রি-সেকশনিং এবং পুরানো বাঁধ ও নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ কাজে ১২৩.৫৪ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে, যার বেশির ভাগই ব্যক্তিগত জমি। প্রকল্প বাস্তবায়নে ৫৪৫৩ স্বত্বাধিকারীর ভৌত বাস্তুচ্যুতি ও অর্থনৈতিক স্থানচ্যুতি ঘটবে; যার মধ্যে ৩,১৬৩ জন বসতবাড়ী, ১,৬০২ জন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ২৯১ জন বাসস্থান-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উভয়ই, ১৫ জন শুধুমাত্র গাছ বাবদ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এবং ১৫৪ জনের সেকেন্ডারী অবকাঠামো বিনষ্ট হবে। পাঁচটি (৫) শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসহ মোট ২২৮টি অবকাঠামো (সিপিআর) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনে বিশ্ব

ব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সম্পর্কিত নীতি (ওপি ৪.১২) প্রকল্পে প্রয়োগ করা হয়েছে। যদিও উপকূলীয় অঞ্চলে কিছু সংখ্যক আদিবাসী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বসবাস করে কিন্তু তাদের কেউই নির্বাচিত ৪টি পোল্ডারের মধ্যে অবস্থান করেন না তাই আদিবাসীদের উপর বিশ্ব ব্যাংক নীতি (ওপি ৪.১০) প্রযোজ্য হবে না। পোল্ডার অনুযায়ী অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন প্রভাব টেবিল- ২ এ দেয়া হলঃ

ছক ২: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রভাবসমূহ

ক্ষতির ধরণ	একক	পোল্ডার-৩২	পোল্ডার-৩৩	পোল্ডার-৩৫/১	পোল্ডার-৩৫/৩	মোট
ভূমি অধিগ্রহণ	হেক্টর	৫০.৬৫	১২.৮৭	৩৫.০০	২৫.০১	১২৩.৫৩
ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ী	পরিবার	১০৫৫	৮৮৯	১০৬৩	১৫৬	৩১৬৩
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	পরিবার	৩৮৮	৪৯৫	৫৭০	১৪৯	১৬০২
বসতবাড়ী ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি	পরিবার	৭৫	১২৬	৮১	০৯	২৯১
সেকেন্ডারী অবকাঠামোর ক্ষতি	পরিবার	১৪	২৯	১০১	১০	১৫৪
গাছ-পালার ক্ষতি	পরিবার	০০	০১	১৪	০০	১৫
মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা	পরিবার	**১৫৩২**	**১৫৪০**	**১৮২৯**	**৩২৪**	**৫২২৫**
সাধারণ সম্পদের অবকাঠামো (সিপিএস)	সংখ্যা	৩৬	৮৮	৬১	৩৮	২২৩
অন্যান্য প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	০০	০৫	০০	০০	০৫
মোট একক/সংখ্যা (ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও সাধারণ সদস্য)	সংখ্যা	**১৫৬৮**	**১৬৩৩**	**১৮৯০**	**৩৬২**	**৫৪৫৩**

E. ৩: পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP):

প্রকল্প ডিজাইনগুলোর মধ্যে পুরানো বাঁধ ব্যতিরেকে নদীমুখী ফরোয়ার্ড বাঁধ নির্মাণসহ সেকশন অনুযায়ী বাঁধের উচ্চতা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে যাতে করে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে জনসংখ্যার স্থানচ্যুতি কমিয়ে আনা যায়। মার্চ-২০১৫ থেকে মে- ২০১৫ পর্যন্ত সময়কালে, জরিপ ও আর্থ-সামাজিক সমীক্ষার (Socio-economic Survey-) মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ ও জনগণের বাস্তচ্যুতির ফলে সৃষ্ট প্রভাবসমূহ শনাক্ত করা হয়েছে। ২০১৫ সালে ৪টি পোল্ডারেই জেলা প্রশাসক (ডিসি) এর অফিস এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক যৌথ জরিপ (Joint Verification Survey-JVS) পরিচালিত হয়। ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জাতীয় আইন[১], সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংকের নীতি (ওপি ৪.১২) এবং উল্লেখিত প্রকল্পের সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন নীতি কাঠামো (Social Management Resettlement Policy Framework-SMRPF) অনুযায়ী পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (Resettlement Aciton Plan-RAP) হালনাগাদ করণে উক্ত জরিপের ফলাফল ব্যবহার করা হয়েছে। পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে নীতি বাস্তবায়ন, প্রভাব বিশ্লেষণ, প্রশমন ব্যবস্থা, বাজেট, এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রূপরেখা প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা ইস্যুগুলো পর্যালোচনার জন্য পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনাটি বিশ্ব ব্যাংকে জমা দেয়া হয়েছিল এবং ব্যাংক থেকে অনুমোদন পাওয়ার পরে স্থানীয়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে জরিপ এবং ক্ষতির তালিকার তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে আবার পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনাটি হালনাগাদ করা হয়েছে এবং এ কাজের জন্য ব্যাংক থেকে পুনরায় নতুন করে কোন অনুমোদনের প্রয়োজন হয়নি।

E. ৪: কমিউনিটির সাথে আলোচনা এবং কৌশল প্রণয়ন:

প্রকল্প এলাকার জনগণের সাথে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে মত বিনিময়, আলাপ-আলোচনা তিনটি পর্যায়ে সম্পন্ন করা হয়; প্রথম: সিইআইপি-১ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অধীনে সামাজিক মূল্যায়নের সময়; দ্বিতীয়: প্রকল্পের ডিটেইল্ড ডিজাইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের উপর আর্থ-সামাজিক জরিপ চলাকালীন সময়ে এবং তৃতীয়: ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা হালনাগাদ করণের সময়। সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সম্প্রদায়ের সাথে দল ভিত্তিক আলোচনা সভা এবং ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন মতামত চাওয়া হয়েছিল এবং তা পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ)

[১]স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২(১৯৯৪ পর্যন্ত সংশোধনীসহ, ১৯৮২ এর অধ্যাদেশ)

প্রস্তুতিতে বিবেচনা করা হয়েছে। এই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালীন সময়ে আলোচনা প্রক্রিয়া বিশেষ করে নির্দিষ্ট দল ভিত্তিক সভা এবং ফোকাস গ্রুপ (Focus Group Discussion-FGD) আলোচনা চলমান থাকবে। স্থানীয় জনগণকে পানি ব্যবস্থাপনা; প্রকল্প বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা হবে। র‍্যাপ বাস্তবায়ন কালে স্থানীয় সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে অভিযোগ নিরসন কমিটি (Grevience Redress Committee-GRC), সম্পত্তির হিসাব ও মূল্য নিরূপণ কমিটি (Property Assesment Valuation Committee-PAVC) ও ভৌত রিলোকেশন সহায়তা কমিটি (Physical Relocation Assistance Committee-PRAC) গঠন করা হবে।

E. ৫: পুনর্বাসন সংক্রান্ত পুস্তিকা, লিফলেট ও অন্যান্য যোগাযোগের উপকরণ ইতোমধ্যে স্থানীয় ভাষাতে (বাংলা) প্রকাশিত হয়েছে এবং অক্টোবর-২০১৫ এর মাঝামাঝি সময় থেকে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (PAPs) এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ শুরু হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি), উপজেলা অফিস, এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের অফিসে (FOs) এই উপকরণগুলো পাওয়া যাবে। এছাড়া আরও যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা (১) ক্ষতিপূরণের নীতিমালা ও অর্থ প্রদান, পুনর্বাসন পরিকল্পনা, সময়সূচী, পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্তদের অবগত রাখা, এবং (২) প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণও তাদের স্থানান্তর এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত করণ নিশ্চিত করা।

E. ৬: আইন ও নীতিমালা কাঠামো: প্রকল্পের জন্য ১৯৮২ সালের বাংলাদেশ ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ (অধ্যাদেশ-২) অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ক্ষতিপূরণ প্রদানে দায়িত্ববান। যেহেতু ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ বিশ্বব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন (ওপি ৪.১২) অনুসারে সীমাবদ্ধ থাকায় উহা উত্তরণের জন্য প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতি অধ্যাদেশ ও ওপি ৪.১২ অনুসরণ করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণে স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ (The Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance-(ARIPO-1982) প্যাকেজ-১ এর পোল্ডারের জন্য প্রযোজ্য হবে, এবং ওপি ৪.১২ ভিত্তিতে বাস্তবায়ন প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাপাউবোর অনুরূপ অন্যান্য পুনর্বাসন প্রকল্প এবং বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) অন্যান্য সংস্থার অবকাঠামো পুনর্বাসন অভিজ্ঞতা থেকে প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতিমালায় উপকৃত হবে।

E. ৭: নির্মাণ কাজ শুরুর আগে বাপাউবো ডিসি অফিসের মাধ্যমে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে। তবে ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ মূলত: এড়িয়ে বা যথাসম্ভব কমিয়ে উচ্ছেদকরণ ন্যূনতম রাখা হয়েছে। প্রকল্পটি আদিবাসীদের মালিকানাধীন কোনো জমি অধিগ্রহণ বা তাদের জীবিকা ও সাংস্কৃতিক সম্পদের উপর প্রভাব ফেলেনি। কোথাও অনিবার্য প্রতিকূল প্রভাব পাওয়া গেলে, বাপাউবো নির্বিশেষে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন খরচে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ দেবে। স্থানচ্যুত পরিবারসহ অবৈধ স্কোয়াটারস/উথুলীদের রিলোকেশন ও জীবিকা পুনর্বহালে সহায়তা করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত জন অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ এবং বিকল্প গ্রহণে সহায়তা করা হবে।

E. ৮: স্বত্বাধিকারীর প্রাপ্যতা. জমির মালিক এবং জমির উপর স্থাপিত সকল অবকাঠামোর মালিকগণ আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন। প্রকল্প কারণে সরকারি ও বেসরকারি জমি ব্যবহারকারী বৈধ ব্যক্তিবর্গ এবং যে সকল ব্যক্তিগণ তাদের জীবিকা হারাচ্ছে তারা পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার অধীনে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবেন। তবে এই ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা কাট-অফ-ডেটস দ্বারা নির্ধারিত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জরিপের তারিখ এবং ডিসি কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রথম প্রজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ যথাক্রমে সামাজিক এবং বৈধভাবে চিহ্নিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য কাট-অফ-ডেটস হিসেবে বিবেচ্য হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ তাদের ধন-সম্পত্তি/সম্পদ, আয়ের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, রিলোকেশন সহায়তা ও জীবিকা পুনর্বহালের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন। সম্ভাব্য সকল ক্ষয়-ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তির প্রাপ্যসমূহ এই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় নিম্নরূপে গৃহীত হয়েছেঃ

১. জমির ক্ষয়-ক্ষতি (কৃষি, বাণিজ্যিক, বসতভিটা, মৎস্য, পুকুর এবং অন্যান্য)

১. আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (Compensation Under Law-CUL), যাতে অন্তর্ভুক্ত ৫০% প্রিমিয়ামসহ বর্তমান বাজার মূল্য অথবা প্রতিস্থাপন মূল্য (Replacement Cost-RC) (এ দুয়ের যেটা বেশি), যদি আইনানুগ ক্ষতিপূরণ, প্রতিস্থাপন মূল্যের চেয়ে কম হয় তাহলে বাকিটুকু বাপাউবো কর্তৃক পরিশোধ করা হবে।

২. যারা ২০% এর বেশি উৎপাদনশীল জমি হারাচ্ছেন তাদের আয়ের ক্ষতির ক্ষেত্রে, প্রতি শতাংশ জমির জন্য ১০০০ টাকা হারে অর্ন্তবর্তীকালীন ভাতা (Transition Allowance-TA) দেয়া হবে।

২. বসবাসের জন্য ব্যবহৃত বসত ভিটা এবং বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত অবকাঠামোর ক্ষয়-ক্ষতি

১. বৈধ মালিকগণ

ক. আইনানুগ ক্ষতিপূরণ, যাতে অন্তর্ভুক্ত ৫০% প্রিমিয়ামসহ বর্তমান বাজার মূল্য অথবা প্রতিস্থাপন মূল্য (যেটা বেশি)।

খ. ঘর নির্মাণ ভাতা (House Construction Grant-HCG) অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০%।

গ. অসহায় মহিলা প্রধান পরিবারবর্গ প্রতিটি ঘর/পরিবার বাবদ ৫০০০ টাকা করে এককালীন বিশেষ অর্থ সহায়তা পাবেন।

ঘ. সকল ঘর-বাড়ি/ অবকাঠামোর মালিকগণ তাদের অবকাঠামোর উপকরণগুলো নিয়ে যেতে পারবেন।

২. স্কোয়াটার/অবৈধভাবে বসবাসকারী

ক. পিএভিসি কর্তৃক অবকাঠামোর প্রতিস্থাপনমূল্য (Replacement Cost-RC) নির্ধারিত হবে।

খ. ঘর-বাড়ি স্থানান্তর (House Transfer Grant-HTG) অনুদান, প্রতিস্থাপন খরচের ৫% এবং বাড়ি-ঘর নির্মাণ (House Construction Grant-HCG) অনুদান, অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন খরচের ১০%।

গ. খুঁটির উপর অস্থায়ী অবকাঠামো স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন অনুদান, অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন (Structure Transfer Grant-STG) মূল্যের ৫%।

ঘ. ভূমি অথবা বসত-বাড়ি ক্ষতিগ্রস্তের ক্ষেত্রে বসতভিটা উন্নয়নমূলক অনুদান (House Development Allowance-HDA) ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর প্রতি বর্গ ফুট হিসাবে ৫০ টাকা।

ঙ. ঝুঁকিপূর্ণ ও মহিলা প্রধান পরিবারবর্গ প্রতিটি ঘর/পরিবার বাবদ ৫০০০ টাকা করে এককালীন বিশেষ অর্থ সহায়তা পাবেন।

চ. সকল ঘর-বাড়ি/অবকাঠামোর মালিকগণ তাদের অবকাঠামোর উপকরণগুলো সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

ভাড়াটিয়া: ভাড়াটিয়াদের আগাম নোটিশ দেওয়া হবে এবং বিকল্প বাসস্থান খোঁজার জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে এবং পণ্য ও জিনিসপত্র রিলোকেশন জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% দেয়া হবে।

৩. বনজ এবং ফলজ বৃক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি

১. নিম্নলিখিত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবেঃ

ক. নিট বর্তমান মূল্য বা

খ. বর্তমান বয়স, আয়ু, উৎদনশীলতা এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বর্তমান বাজারদর

২. পাবলিক / বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) স্পন্সর কর্মসূচির আওতায় জন্মানো গাছের ক্ষতিপূরণ অংশীদারদের সাথে ভাগ করা হবে।

৩. মালিকগণকে গাছ এবং ফল রাখতে বা কেটে ফেলতে অনুমতি দেয়া হবে।

৪. দন্ডায়মান ফসল এবং মৎস্য সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি

১. দন্ডায়মান ফসল কাটার জন্য সময়মত আগাম নোটিশ দেয়া হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তবে কর্তনকৃত পুরো ফসলের মূল্য চাষীকে (মালিক বা বর্গা চাষী) দেয়া হবে।

২. ক্ষতিগ্রস্ত পুকুর বা ঘের এর মালিকগণকে বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী মৎসের ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। অন্যথায়, ভাড়াটেদের মৎস্যের জন্য প্রাপ্যযোগ্য করা হবে। মৎস্য চাষীদেরকে মাছ উত্তোলনের জন্য অনুমতি দেয়া হবে।

৫. স্থানচ্যুত হওয়ার ফলে ব্যবসায়িক ক্ষয়-ক্ষতি

১. সম্পূর্ণরূপে বাস্তুচ্যুত ব্যবসা-বাণিজ্য প্রাঙ্গনের ক্ষেত্রে ৪৫ দিনের আয় সমতুল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়া হবে।

২. প্রকৃতপক্ষে ব্যবসা কতদিন বন্ধ থাকবে বা ৪৫ দিনের অনধিক কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য কতদিন সময় লাগবে সেই হিসেবে উথুলী/অবৈধ ভোগদখলকারী ব্যবসায়ীগণ অস্থায়ী রিলোকেশন ক্ষতিপূরণ পাবেন।

৩. আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা মালিকগণ তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মেরামত/পুনরুদ্ধার এবং পুনরায় চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কালে ক্ষতিপূরণ, তবে তা ৪৫ দিনের বেশী নয়।

৪. ক্ষতিগ্রস্ত বেসরকারী/ব্যক্তিগত জমির মালিকগণ, তীরে অবস্থানরত উথুলী/ অবৈধভাবে বসবাসকারীগণ এবং ভাড়া জনিত আয় হারানোর জন্য মালিককে তিন মাসের ভাড়ার সমতুল্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

৬. আয়ের সাময়িক ক্ষতি (বাণিজ্যিক ও শিল্প কারখানার শ্রমিক)

১. ব্যবসা-বাণিজ্য খাতের ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীগণ তাদের কর্মসংস্থলের আয় থেকে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অনুদান (GTL) পাবেন।

২. আয়ের সাময়িক ক্ষতিপূরণ হিসেবে বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী, দৈনিক মজুরি হারে ৯০ দিনের সমতুল্য মজুরি পাবেন যা PAVC দ্বারা নির্ধারিত।

৩. শিশু শ্রমিক যদি ব্যবসায় সাময়িকভাবে নিয়োজিত হয় তবে ক্ষতিপূরণ পাবে না।

৭. লীজ, বর্গাচাষী, বন্দকী বা খাস জমির ক্ষেত্রে

১. অধিকার বঞ্চিত হলে, অধিকারীগণকে আইনি চুক্তির মাধ্যমে জেলা প্রশাসক কর্তৃক আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CUL) প্রদান করা হবে।

২. মৌখিক চুক্তির অধীনে চুক্তি অনুযায়ী ডিসি থেকে CUL প্রাপ্তির রশিদের উপর বৈধ মালিকদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ ভাগ করে দেয়া হবে।

৩. আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CUL) যদি প্রতিস্থাপন মূল্য (Replacement Cost-RC) এর চেয়ে কম হয় তাহলে বৈধ মালিকগণ বাপাউবো থেকে top- up পাবেন, তবে উল্লেখ থাকে যে-

- যদি সমস্ত বকেয়া পরিশোধিত হয়।
- যদি না হয়ে থাকে, তবে বকেয়া পরিশোধযোগ্য প্রমান রেখে দেওয়ার পর যা বাকি থাকবে তা বৈধ মালিকগণ পাবেন। বাপাউবো কর্তৃক প্রদেয় অর্থের চেয়ে যদি দায়-দেনা বেশি হয় তবে মালিকগণ সমপরিমাণ পরিশোধ করবেন।

৮. কায়েমি/অর্পিত অনাবাসিক সম্পত্তি/ জমিতে অধিগমন সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি

১. কৃষি জমিঃ এ বছরে বা তার পূর্বের বছরে জমিতে উৎপাদিত ফসলের মোট মূল্যের তিনগুন পরিমাণ মূল্য।

২. বসত ভিটাঃ ক) যদি জমির একাংশ অধিগৃহিত হয় তবে অবশিষ্টাংশে সে বসবাস করতে পারবে এবং বসতবাড়ী স্থানান্তর (HTG), বসতবাড়ী নির্মাণ (HCG) অনুদানের মাধ্যমে বসতভিটা রিলোকেশন সহায়তা করা হবে।

খ) জমি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং বাড়ি-ঘর অন্যত্র রিলোকেশন প্রয়োজন হলে তাদের মাসিক ১০০০ টাকা হারে ৬ মাসের বাসা ভাড়া দেয়া হবে তবে লীজ ব্যতীত।

E. ৯: স্থানান্তর এবং জীবিকা পুনরুদ্ধারের কৌশল: প্রকল্পের প্রভাবে ৩,০৯৯ টি আবাসিক পরিবার, ১,০৪০টি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং ২৯৭টি আবাসিক তথা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত হবে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নে ২২৩টি জন-সাধারণ অবকাঠামো এবং ১৪৩টি সেকেন্ডারীঅবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রকল্পের দ্বারা বাঁধের উপর বসবাসকারী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের (PAHs) বেশির ভাগই স্কোয়াটার এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের স্থানান্তর একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত স্কোয়াটার সংক্রান্ত জরিপ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধে বসবাসকারী (settlers) ৪৬% ভূমিহীন এবং পুনর্বাসিত হবার জন্য ৪৮% এর ভিটি ভূমি আছে। জরিপ এবং আলোচনা সভায় এটা বোঝা গেছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ বসবাসকারীগণ (settlers) পোল্ডারের ভেতরে একক বা দলগতভাবে নিজেদের জমিতে বা ক্রয়কৃত জমিতে স্বেচ্ছায় স্থানান্তরিত হতে পারবে। ভূমিহীন স্কোয়াটারদের (বাঁধে বসবাসকারীগণ যাদের নিজস্ব ভিটেমাটির জন্য অন্যত্র কোন উপযুক্ত জমি নেই) ক্ষতিপূরণ দ্বারা ক্রয়কৃত জমিতে দলবদ্ধভাবে স্থানান্তরিত হবার জন্য মনোনীত হতে পারে। চারটি পোল্ডারে বাস্তবায়ন পর্যায়ে (এপ্রিল-মে, ২০১৬) বাস্তুচ্যুত মানুষের সঙ্গে তাদের স্থানান্তর সংক্রান্ত একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখনও কিছু সংখ্যক স্কোয়াটার আছে যারা ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে তাদের নিজস্ব জমি পেতে সক্ষম হবে না। তাই প্রকল্প দলগত অথবা পৃথকভাবে স্থায়ী রিলোকেশন এর জন্য বিকল্প

জমি সন্ধানের আগে, স্ব-স্থানান্তর, গ্রুপ স্থানান্তর এবং অস্থায়ী রিলোকেশন কৌশল অবলম্বন করছে। প্রকল্প স্থলে যেখানে ন্যুনতম ৩০ জন স্কোয়াটার দলগতভাবে স্থানান্তরিত হবে এবং প্রকল্প হতে সেখানে নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হবে। বাস্তুচ্যুতদের স্বতন্ত্রভাবে বা দলগত স্ব-রিলোকেশন এর জন্য উৎসাহিত করা হয় কিন্তু বাঁধ নির্মাণের পর তাদের বাঁধের কোথাও আর ফিরে আসার অনুমতি দেওয়া হবে না। তাই সাময়িক স্থানান্তরকে স্থায়ী রিলোকেশন এর মধ্যবর্তী স্তর হিসেবে গণ্য করা হবে।

E. ১০: ফোকাস গ্রুপ আলোচনা-সভার প্রতিক্রিয়া থেকে এটা জানা যায় যে, স্কোয়াটার সহ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে তাদের নিকটবর্তী স্থানে স্থানান্তর করা হবে; অতএব, আশা করা যায় তাদের জীবন-জীবিকাতে কোন স্থায়ী/বিরূপ প্রভাব পড়বে না। যা হোক, তাদের জীবিকার কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার পূর্বে তারা অস্থায়ী কর্মদিবস এবং আয় ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার কারণে তারা ভাতা পাবেন। দরিদ্র এবং মহিলা প্রধান পরিবার, বয়স্ক প্রধান এবং প্রতিবন্ধী প্রধান পরিবারসহ ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে স্থানান্তরকালে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যথাযথ সহায়তা দেয়া হবে। জীবিকা হারানো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পুনর্বাসনের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আয়ের পুনরুদ্ধার এবং জীবিকা পুনর্গঠন কর্মসূচি (দক্ষতা প্রশিক্ষণ সহ আর্থিক উৎসের সহিত বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা প্রদান) পরিকল্পনা কার্যকর করা হবে।

E. ১১: প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা: বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (MoWR) প্রকল্পটির সার্বিক দায়িত্ব বাস্তবায়ন করবে। সামগ্রিক দিক নির্দেশনা, নীতি পরামর্শ এবং প্রকল্প কার্যক্রম সমন্বয় ও আন্তঃসংস্থা বিষয়ের জন্য একটি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে। প্রকল্পটি পানি সম্পদ মন্ত্রণালায়ের অধীনে বাপাউবো দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাপাউবো; প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ) ঢাকা এবং খুলনা, বাগেরহাট ও পটুয়াখালীতে প্রতিষ্ঠিত তিনটি ফিল্ড অফিস (FOs) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রকল্পটির কার্যনির্বাহ এবং বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ।

E. ১২: প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (পিএমইউ), অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদমর্যাদায় একজন কর্মকর্তা প্রকল্প পরিচালক (পিডি) পিএমইউ এর প্রধান হবেন এবং তিনি মহাপরিচালক (ডিজি) বরাবর সরাসরি রিপোর্ট করবেন। পিএমইউ এর একটি সামাজিক, পরিবেশ যোগাযোগকারী ইউনিট (Social, Enviroment Communication Unit-SECU) আছে, তাদের জনবল সদর দপ্তর এবং তিনটি মাঠ পর্যায়ের অফিস খুলনায়, বাগেরহাটে এবং পটুয়াখালীতে রয়েছে। প্রকল্প দ্বারা নিয়োগকৃত একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসেবে মাঠ পর্যায়ে অফিস (FO) পরিচালনা করেন। SECU একটি অভিজ্ঞ এবং খ্যাতনামা এনজিওর সহায়তায় সোস্যাল মবিলাইজেশন এবং পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর গঠনে সহায়তা করবে। ডিজাইন এবং তত্ত্বাবধানে পরামর্শক, অভিজ্ঞ পেশাদার এবং সহায়ক কর্মীদের পৃথক দলের (বাস্তবায়নকারী এনজিও আকারে) অংশগ্রহণের মাধ্যমে RAP বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমটি পরিচালনা করবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ডিজাইন এবং তত্ত্বাবধায়ক পরামর্শকের (DCS) সহায়তায় এনজিওর কর্মকান্ড সরাসরি তত্ত্বাবধায়ন করবে। একটি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) পরামর্শক RAP বাস্তবায়নের তত্ত্বাবধায়নে সহায়তা প্রদান করবে। সামাজিক নিরাপত্তা সহ প্রকল্পের সার্বিক দেখাশোনার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি স্বতন্ত্র প্যানেল (POE) পিএমইউ কে সহায়তা প্রদান করবে।

E. ১৩: অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া (GRM): প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন বিষয় সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ দাখিল এবং তা নিরসন করার অধিকার আছে মর্মে জনসমাবেশ, তথা পুস্তিকা বিতরণ ও আলোচনার মাধ্যমে অবহিত করা হবে। বাপাউবো, বাস্তবায়নকারী এনজিও, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (LGI) এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন থেকে প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দ্বারা গঠিত অভিযোগের নিরসন কমিটির (Greivance Redress Committee-GRC) পূর্ণ প্রতিনিধিত্বে অভিযোগ নিরসন করা হবে। প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন এনজিওর সহায়তায় তাদের অভিযোগসমূহ অভিযোগ নিরসন কমিটির কাছে উপস্থাপন করবে। অভিযোগ নিরসন কমিটি ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহায়তা, রিলোকেশন ও জীবিকার পূন:রুদ্ধার সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করবে। অভিযোগ দায়ের হবার তারিখ হইতে দুই সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে। পোল্ডারের আওতায় প্রতিটি ইউনিয়নে অভিযোগ নিরসন কমিটি গঠিত হবে এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক (বাপাউবোর নির্বাহী প্রকৌশলী) কমিটির আহ্বায়ক হবেন।

E. ১৪: খরচের প্রাক্কলন ও বাজেট: র‍্যাপ বাস্তবায়নের জন্য মোট ব্যয় ১৬৮৭.৪০ মিলিয়ন টাকা, যা ২১.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতূল্য। র‍্যাপ বাজেটে সম্পদ ও পুনর্বাসন সহায়তার জন্য ক্ষতিপূরণ, বাস্তবায়নকারী সংস্থার পরিচালন/ব্যয় এবং র‍্যাপ বাস্তবায়নের জন্য স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মোট আনুমানিক বাজেট ছক-৩ দেখানো হল:

ছক ৩: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বাজেট (মিলিয়ন টাকা)

ক্ষতির ধরণ	পোল্ডার নং-৩২	পোল্ডার নং-৩৩	পোল্ডার নং-৩৫/১	পোল্ডার নং-৩৫/৩	মোট
ভূমির ক্ষতিপূরণ	৭১.৬৬	৩৪.৭২	৯২.০২	৬৫.৬০	২৬৪.০০
অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ	২১২.৭৯	২৭৬.৪২	৩৫৮.৮৭	৫৫.৯২	৯০৪.০০
গাছের ক্ষতিপূরণ	১৭.৯৪	২৫.১৪	৬৭.৮০	২০.১২	১৩১.০০
মৎস্য স্টোকের ক্ষতিপূরণ	০.৯১	০.২০	০.৬৪	০.২৫	২.০০
অন্যান্য পুনর্বাসন সহায়তা	**৫৭.১৩**	**৬১.৯৬**	**৭৭.৩০**	**১৪.৬১**	**২১১.০০**
নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের সংস্থার কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	**২.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**২.০০**
পুনর্বাসন সাইট উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধা প্রদান	**২০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**	**২০.০০**
উপ-মোট	**৩৮২.৪৩**	**৩৯৮.৪৪**	**৫৯৬.৬৩**	**১৫৬.৫০**	**১৫৩৪.০০**
উপ-মোট এর উপর কন্টিজেন্সি (১০%)	**৩৮.২৪**	**৩৯.৮৪**	**৫৯.৬৬**	**১৫.৬৫**	**১৫৩.৪০**
সর্বমোট	**৪২০.৬৭**	**৪৩৮.২৯**	**৬৫৬.২৯**	**১৭২.১৫**	**১৬৮৭.৪০**
শতকরা হার	**২৪.৯৩**	**২৫.৯৭**	**৩৮.৯০**	**১০.২০**	**১০০.০০**

E. ১.১৫: মনিটরিং ও মূল্যায়ন: পিএমইউ এর অধীনস্ত SECU, FOs এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় RAP বাস্তবায়নকালে অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। RAP বাস্তবায়ন গাইডলাইন DCS কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে যা পিডি (সিইআইপি-১ এর প্রকল্প পরিচালক) কর্তৃক গৃহীত। DCS এর ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞগণ প্রাক প্রকল্পে গাইডলাইন অনুযায়ী RAP বাস্তবায়ন তদারকি এবং পরিদর্শণের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জীবণমান ও জীবিকা পুন:রূদ্ধারের ক্ষমতা নির্ধারণ করবে। পরিশেষে, RAP বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যায় পর্যালোচনার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড দ্বারা একটি বহিরাগত পর্যবেক্ষণ সংস্থা নিযুক্ত করা হয়েছে ।

Contents

সার-সংক্ষেপ ..... **i**

ছক সমূহ ঃ ..... **xi**

চিত্র সমূহ ..... **xii**

শব্দকোষ ..... **xiii**

আদ্যক্ষর এবং সংক্ষিপ্ত শব্দসমূহ ..... **xvi**

অধ্যায় ১ সূচনা **১**

১.১ প্রকল্প পটভূমি ১

১.২ প্রকল্প কার্যক্রম এবং প্রভাবিত এলাকাসমূহ ৩

(১) পোল্ডার-৩২ ..... ৪

(২) পোল্ডার-৩৩ ..... ৬

(৩) পোল্ডার-৩৫/১ ..... ৮

(৪) পোল্ডার-৩৫/৩ ..... ১০

১.৩ ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন পরিধি ১২

১.৪ পুনর্বাসন প্রশমন করণ ১৩

১.৫ পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা ১৪

১.৫.১ উদ্দেশ্য ১৪

১.৫.২ কর্মপদ্ধতি (Methodology) ১৪

১.৫.৩ পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা এর কাঠামো ১৫

১.৫.৪ র‍্যাপ হালনাগাদকরণ ১৫

অধ্যায়-২ আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী **১৬**

২.১ নারী-পুরুষ ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা ১৬

২.২ বয়স ও লিঙ্গ ভেদে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বিন্যাস ১৬

২.৩ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ধর্ম ১৭

২.৪ বয়স ও লিঙ্গ ভেদে পরিবার প্রধানের বিন্যাস ১৮

২.৫ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অবস্থা (৫ বছরের উপরে) ১৮

২.৬ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয়ের স্তর ১৯

২.৭ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বৈবাহিক অবস্থা (১৮+) ২০

২.৮ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকর্মসংস্থান (১৫ বছরের উপরে) ২০

অধ্যায় ৩ প্রকল্পের প্রভাব এবং ঝুঁকি **২২**

৩.১ প্রকল্প প্রভাবিত পরিবার এবং ব্যক্তি ২২

৩.১.১ আইনগত ক্ষতিগ্রস্ত প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি ২৩

৩.১.২ ক্ষতিগ্রস্ত অবৈধ প্রাপ্যযোগ্য নন- টাইটেল হোল্ডার ব্যক্তি ২৩

৩.১.৩ ক্ষতিগ্রস্ত ইজারা/বর্গা গ্রহীতা ২৪

৩.১.৪ অর্পিত এবং অনাবাসী ভূমি মালিক ২৪

৩.২ ভূমি এবং অন্যান্য ভৌত সম্পদের উপর প্রকল্পের প্রভাব ২৪

৩.২.১ ভূমি ২৪

৩.২.২ ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো ২৫
৩.২.৩ স্থানান্তর এবং অ-স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো ২৭
৩.২.৪ গাছ ও উদ্ভিদ প্রজাতি ২৮
৩.২.৫ আয় ও কর্মসংস্থান ২৮
৩.৩ অন্যান্য প্রভাব এবং দুর্বলতা ৩০
৩.৩.১ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর প্রভাব ৩০
৩.৩.২ ছাত্রদের ওপর প্রভাব ৩০
৩.৩.৩ নারী এবং ঝুঁকিপূর্ণ দলের উপর প্রভাব ৩০
৩.৪ কমিউনিটি অবকাঠামোর উপর প্রভাব ৩১
অধ্যায় ৪ জনগণের সাথে মতবিনিময় ও প্রকল্প অবহিতকরণ ৩৩
৪.১ অবহিতকরণ এবং আলোচনা প্রক্রিয়া ৩৩
৪.২ কমিউনিটি পরামর্শের ফলাফল ৩৩
৪.৩ বাস্তবায়ন পর্যায়ে জনমত বিনিময় পরিকল্পনা ৩৫
অধ্যায় ৫ আইনি, নীতিমালা কাঠামো এবং প্রাপ্যতা ৩৬
৫.১ আইনি কাঠামো ৩৬
৫.২ অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনে বিশ্ব ব্যাংকের অপারেশন পলিসি (ওপি ৪.১২) ৩৬
৫.৩ সামাজিক সেফগার্ড নীতিমালা মেনে চলা ৩৭
৫.৪ প্রকল্পের সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন নীতি ৩৮
৫.৪.১ নীতিমালা ৩৮
৫.৪.২ প্রভাব প্রশমন নীতি ৩৯
৫.৪.৩ ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা ৪০
৫.৪.৪ ক্ষতিপূরণের মূলনীতি ও মান ৪০
৫.৪.৫ নিদিষ্ট কাট-অফ-ডেট ৪২
৫.৫ যোগ্যতা ও এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স ৪৩
৫.৫.১ যোগ্যতা নির্ণায়ক ৪৩
৫.৫.২ ক্ষতিপূরণ এবং এনটাইটেলমেন্ট ৪৩
৫.৬ ক্ষতিপূরণ পরিশোধ ৫৪
অধ্যায় ৬ রিলোকেশন ও জীবিকা পুনঃরূদ্ধার ৫৫
৬.১ রিলোকেশন ক্ষেত্রসমূহ ৫৫
৬.২ বাঁধে বসবাসকারী জনগণ ও ভূমিহীনতা ৫৬
৬.৩ প্রকল্পে প্রতিস্থাপনের/স্থানান্তরের কৌশল ৫৬
৬.৩.১ স্বেচ্ছায় প্রতিস্থাপন/স্থানান্তর ৫৭
৬.৩.২ দলগত প্রতিষ্ঠাপন ৫৭
৬.৩.৩ অস্থায়ী প্রতিষ্ঠাপন ৫৭
৬.৩.৪ সাধারণ অবকাঠামো স্থানান্তর ৫৭
৬.৪ আয় ও জীবিকা পুনঃরূদ্ধার কৌশল ৫৮
অধ্যায় ৭ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ৬১
৭.১ প্রকল্প নির্বাহী সংস্থা ৬১
৭.২ প্রকল্প পরিচালনা কমিটি (পিএসসি) ৬১

৭.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ) ৬১
৭.৪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ৬৩
৭.৫ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন ৬৩
৭.৭ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ৬৩
৭.৯ জেলা প্রশাসক ৬৪
৭.১০ অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা সঙ্ঘ ৬৫
৭.১১ অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়াসমূহ ৬৭
৭.১২ RAP বাস্তবায়ন তফসিল ৭১
অধ্যায় ৮ বাজেট এবং অর্থায়ন উৎস ৭৪
৮.১ বাজেট এবং অর্থায়ন পরিকল্পনা ৭৪
৮.২ জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বাজেট ৭৪
৮.৩ ক্ষতিপূরণের জন্য ইউনিট খরচ ধার্যকরণ ৭৫
৮.৩.১ ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের সংক্ষিপ্ত বাজেট ৭৮
৮.৪ বাজেটের অনুমোদন ৮৩
৮.৫ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাপনা ও তহবিল প্রবাহ ৮৩
অধ্যায় ৯ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ৮৪
৯.১ সুপারভিশন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ৮৪
৯.২ অভ্যন্তরীন পরিবীক্ষণ ৮৪
৯.৩ কমপ্লাইন্স মনিটরিং ৮৬
৯.৪ মনিটরিং যাচাই বাছাইকরন ৮৬
অ্যানেক্স ঃ ১ বাপাউবোর কাজ এবং দায়িত্বসূমহ ৮৭
অ্যানেক্স -২: দ্বিবার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন ৮৯
অ্যানেক্স -৩: স্বতন্ত্র মনিটর এর জন্য খসড়া কর্মপরিধি ৯০
অ্যানেক্স - ৪ ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের এবং বাস্তবায়ন সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব ৯২
অ্যানেক্স ৫: ভূমি অধিগ্রহণ মনিটরিং এবং প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৯৮
অ্যানেক্স -৬: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির স্ব-স্থানান্তর (Self Relocation) এর ঘোষণাপত্র ১০০
অ্যানেক্স -৭: জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন এর বিস্তারিত বাজেট ১০১

ছকসমূহঃ

ছক ১: পোল্ডার অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যবিবরণী i
ছক ২: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রভাবসমূহ ii
ছক ৩: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বাজেট (মিলিয়ন টাকা) vii
ছক ৪: প্রকল্পের আওতাভূক্ত পোল্ডারসমূহ (প্যাকেজ-১) ৩
ছক ৫: পোল্ডার-৩২ এর আওতায় কার্যক্রম সমূহ ৪
ছক ৬: পোল্ডার-৩৩ এর কার্যবিবরণী ৬
ছক ৭: পোল্ডার-৩৫/১ এর কার্যবিবরণী ৮
ছক ৮: পোল্ডার-৩৫/৩ এর কার্যবিবরণী ১০
ছক ৯: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রভাবসমূহ ১২
ছক ১০: ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার বৈবাহিক অবস্থা (১৮ বছর এবং তার উপরে) ২০
ছক ১১: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাজের ধরন ২১
ছক ১২: প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং ব্যক্তিবর্গ ২২
ছক ১৩: আইনগত ক্ষতিগ্রস্ত টাইটেল হোল্ডার ২৩
ছক ১৪: ক্ষতিগ্রস্ত অবৈধ (নন- টাইটেল) হোল্ডার ব্যক্তি ২৩
ছক ১৫: ক্ষতিগ্রস্ত ইজারা/বর্গা গ্রহীতা ২৪
ছক ১৬: পোল্ডার কর্তৃক অধিগ্রহণ জন্য জমির বিতরণ ২৫
ছক ১৭: ব্যক্তিগত জমির উপর ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক অবকাঠামো (বর্গফুটে) ২৫
ছক ১৮: সরকারী জমির উপর ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক অবকাঠামো (বর্গফুটে) ২৬
ছক ১৯: ক্ষতিগ্রস্ত সেকেন্ডারি অবকাঠামো ২৬
ছক ২০: স্থানান্তর এবং অ-স্থানান্তর যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো ২৭
ছক ২১: অধিগৃহীত ক্ষতিগ্রস্ত গাছের সংখ্যা/পরিমাণ ২৮
ছক ২২: ব্যবসায় আয় হারানো (ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা) ২৯
ছক ২৩: পরিবার ও ব্যক্তি যারা ভাড়ার আয় হারাবেন ২৯
ছক ২৪: ক্ষতিগ্রস্ত নিয়োজিত জনসংখ্যা ৩০
ছক ২৫: ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি সম্পত্তির অবকাঠামো ৩১
ছক ২৬: মিটিং এর আলোচ্য বিষয়বস্তু ৩৪
ছক ২৭: প্রতিষ্ঠাপন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী খানাসদস্য এবং দোকান এর সংখ্যা ৫৫
ছক ২৮: জীবিকা পুনঃরুদ্ধারের সুযোগ/ক্ষেত্রগুলো ৫৯
ছক ২৯: পূনর্বাসন প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক দায়দায়িত্বঃ ৬৫
ছক ৩০: অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপঃ ৬৮
ছক ৩১: পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সূচি ৭২
ছক ৩২: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাস বাজেট (মিলিয়ন টাকা) ৭৪
ছক ৩৩: পোল্ডার অনুযায়ী ভূমি প্রতিস্থাপন খরচ ৭৫
ছক ৩৪: পোল্ডার অনুযায়ী অবকাঠামো প্রতিস্থাপন খরচ ৭৬
ছক ৩৫: পোল্ডার অনুযায়ী গাছের দাম ৭৭
ছক ৩৬: জমির জন্য ক্ষতিপূরণ বাজেট ৭৮
ছক ৩৭: ধরণ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর বাজেট নিম্নরূপ ৭৯
ছক ৩৮: ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মোট বাজেট ৭৯
ছক ৩৯: আনুমানিক মাছ চাষের ক্ষতিপূরণ বাজেট ৮০
ছক ৪০: বিভিন্ন ধরণের ক্ষতির জন্য পুনর্বাসন সুবিধা ৮১
ছক ৪১: র‍্যাপ বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত সহযোগী খরচ ৮২
ছক ৪২: পরিবীক্ষণের কার্যকারীনির্দেশক সূমহ ৮৫

চিত্রসমূহঃ

চিত্র ১: বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার পোল্ডারসমূহ (১৩৯) ২
চিত্র ২: উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প (সিইআইপি-১) এর আওতাধীন পোল্ডার ৩
চিত্র ৩: পোল্ডার ভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা ১৬
চিত্র ৪: বয়স ও লিঙ্গ ভেদে পরিবার প্রধানদের বিন্যাস ১৭
চিত্র ৫: ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার ধর্ম ১৮
চিত্র ৬: পরিবার প্রধানের বয়স ও লিঙ্গ ভেদে পরিবার বিন্যাসকরন ১৮
চিত্র ৭: ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের শিক্ষাস্তর ১৯
চিত্র ৮: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয় ২০
চিত্র ৯: প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন ৬২
চিত্র ১০: অভিযোগ নিরসন প্রবাহ প্রক্রিয়া ৭০

শব্দকোষ

১. ক্ষতিপূরণ (Compensation): ক্ষতিপূরণ হল প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদেরকে অধিকৃত সম্পদ এর জন্য প্রদেয় অর্থ যা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন অধ্যাদেশ ১৯৮২ দ্বারা পরিচালিত এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় (RAP) অন্তর্ভুক্ত।

২. আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CUL): আইনানুগ ক্ষতিপূরণ বলতে অধিগ্রহণকৃত ভূমি ও অন্যান্য যেমন- গাছ, বাড়ি ইত্যাদি সম্পদকে মূল্যায়ন করা বোঝায়। বিভিন্ন সরকারী সংস্থা হতে সংগৃহীত ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ এর পদ্ধতি অনুযায়ী জেলা প্রশাসক কর্তৃক আইনানুগভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

৩. কনসালটেশন ফ্রেমওয়ার্ক (Consultation Framework): সামগ্রিক প্রকল্প এবং এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে কার পরামর্শ নিতে হবে এবং প্রকল্প চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের করণীয় এবং প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানতে প্রকল্প প্রস্তুতকারক দলকে নির্দেশনা প্রদান করতে কনসালটেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করা হয়।

৪. কাট-অফ-ডেটস (Cut-off dates): কোন বিশেষ এলাকায় (মৌজা/গ্রাম) প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ এবং ক্ষতিগ্রস্তের সম্মুখীন তাদের সম্পদসমূহ যে তারিখগুলোতে গণনা করা হয়েছে। সম্পদ যেমন বাড়ি/অবকাঠামো এবং অন্যান্য সম্পদ যেগুলো কাট অফ ডেটের পরে তৈরি করেছে এবং ঐ সব ব্যক্তি যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বলে দাবি করে তারা ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা পাবার অযোগ্য। আইনি ৩ ধারা নোটিশ যদি গণনার পূর্বেই দেওয়া হয় তবে ব্যক্তিগত জমির ক্ষেত্রে তা বিবেচনা করা হবে না। ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুযায়ী যেহেতু ৩ ধারা নোটিশ জারির পর অধিগ্রহণকৃত জমিতে কোন পরিবর্তন আনা যাবে না তাই এরূপ অবস্থায় উক্ত নোটিশ জারির দিনগুলোকে কাট-অফ-**ডেটস** হিসেবে ধরা হয়। উক্ত প্রকল্পে, জরিপের তারিখ হচ্ছে ১৫ ই মার্চ ২০১৫, যা পোল্ডার ৩২ এবং ৩৩ এর স্কোয়ার্টারদের জন্য কাট-অফ-**ডেটস**, এবং ৩৫/১ও ৩৫/৩ নং পোল্ডারে ২২ মার্চ ২০১৫ এ জরিপের কাজ করা হয় যা উক্ত পোল্ডারের কাট-অফ-**ডেটস**।

৫. এনক্রোচার (Encroacher): পরিবার/ব্যক্তিবর্গ যারা কোন অনুমোদন ছাড়াই সরকারী জমিতে অবৈধভাবে দখল করে আছে তাদেরকে এনক্রোচার (Encroacher) বলে থাকে।

৬. প্রাপ্যতা (Entitlement): ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের বিপরীতে এই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় প্রণীত (যেমন: কর্তনকৃত গাছ, উদ্ধারযোগ্য অবকাঠামোর উপাদানসমূহ ইত্যাদি) প্রশমন ব্যবস্থা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ও বাপাউবো কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ ও জীবন জীবিকার ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান।

৭. পরিবার (Households): একটি পরিবার হলো কতগুলো ব্যক্তির একটি দল যারা একত্রে বসবাস করে একই আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং একই খানায় অন্তর্ভুক্ত।

৮. জীবিকা পুনঃরূদ্ধার (Livelihood Restoration): প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জীবনযাত্রার মান পুনঃরূদ্ধার করতে তাদের অধিগ্রহণ পূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে কমপক্ষে তাদের আয়সহ জীবিকা পুনঃস্থাপন।

৯. অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন (Involuntary Resettlement): রাষ্ট্রের উন্নয়নকল্পে আইনানুগভাবে প্রকল্পের প্রয়োজনের তাগিদে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানকে তদস্থানে অথবা অন্যত্র সরানো এবং তাদের জীবন যাত্রার মান স্থানান্তরিত বা নতুন স্থানে পুনঃস্থাপন করা।

১০. খাস জমি (Khas Land): খাস জমি হলো সরকারী জমি সর্বশেষ সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুসারে যেগুলো কোন ব্যক্তি/স্বত্বার নামে রেকর্ড করা নেই। একটি জেলাতে জেলা প্রশাসক সকল খাস জমির দায়িত্বে থাকেন।

১১. খাই-খালাসি বন্দোবস্ত (Khai-Khalashi Right): এটি হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অন্যের জমি ব্যবহারের অধিকার যেখানে জমির মালিককে ঋণ দিয়ে ঐ সময়ের মধ্যে জমিতে উৎপাদন করে এটি পূরণ করা হয়। ইজারাদার জমি চাষ করে অথবা অন্য কোন কৃষকের কাছে বন্দবোস্ত দেয়। যদিও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকায় বন্ধক হয় কিন্তু কোন সুদ দিতে হয় না।

১২. এনজিও (NGO): বেসরকারি সংস্থাগুলো (এনজিও) হলো সমাজকল্যাণ বিভাগ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বিভাগের সঙ্গে বা জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সঙ্গে বাংলাদেশে নিবন্ধিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। বিশ্বব্যাংক এর সংজ্ঞা (বিশ্ব ব্যাংক **অডি** ১৪.৭০) অনুযায়ী দুর্ভোগ প্রশমনে, দরিদ্রদের প্রয়োজন/চাহিদা মেটাতে, পরিবেশ রক্ষায়, মৌলিক সামাজিক সেবা প্রদান বা

সমষ্টিগত উন্নয়নে এনজিও তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে। বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক এনজিও এবং সংস্থা আছে, যাদের ব্যাংক গাইডলাইন (বিশ্ব ব্যাংক ওপি ৪.১২) অনুযায়ী সামাজিক সমীক্ষা এবং অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে।

১৩. অংশগ্রহণ/মত-বিনিময় সভা (Participation/Consultation): মুখোমুখি ধারাবাহিক দ্বিপথ যোগাযোগ প্রক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত যা প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য,পরিধি এবং প্রকল্প সুবিধাভোগীদের উপর সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন এবং নীতি নির্ধারক প্রকল্প ডিজাইন নিয়ে তাদের ফিডব্যাক, প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা পদ্ধতি ছাড়াও সকল উন্নয়ন প্রকল্পে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে কাজ করে, যেমন: জনসংযোগ, তথ্য প্রচার এবং দ্বন্দ্ব সমাধান।

১৪. ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ (Physical Cultural Resources): অস্থাবর বা স্থাবর বস্তু, সাইট, অবকাঠামো, অবকাঠামোর দল এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং ভূ-দৃশ্য হিসাবে সংজ্ঞায়িত যার প্রাত্নতাত্ত্বিক, জীবাশ্মিক, ঐতিহাসিক, স্থাপত্য, ধর্মীয়, নান্দনিক, বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক তাৎপর্য আছে। ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ শহুরে বা গ্রামীণ পরিবেশে, মাটির নিচে বা উপরে অথবা পানির নিচে অবস্থিত হতে পারে। ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ, মূল্যবান বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক তথ্য উৎস হিসেবে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সম্পদ হিসেবে, এবং মানুষের সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সাংস্কৃতিক আগ্রহ স্থানীয়, প্রাদেশিক বা জাতীয় পর্যায়ে বা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে হতে পারে।

১৫. প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ/পরিবারবর্গ (Project-Affected Person/Household): প্রকল্পের আওতাধীন ব্যক্তি যাদের জীবিকা এবং জীবনমান ভূমি অধিগ্রহণ, বাড়ি এবং অন্যান্য সম্পদ, আয়ের উৎস হ্রাস এবং এ রকম নানা কারণে বিরূপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৬. পুনর্বাসন (Rehabilation): জীবন মানের উন্নতি যার মধ্যে রয়েছে বা কমপক্ষে পুনরায় আয় রোজগারের ব্যবস্থা করা অন্তত পূর্ববর্তী জীবনমান পুনঃপ্রতিষ্ঠা যেমন: আয় নির্মাণের ক্ষমতা, বাস্তব স্থানান্তর, সামাজিক সমর্থন, অর্থনৈতিক নেটওর্য়াক পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

১৭. প্রতিষ্ঠাপন (Relocation): প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অন্যত্র গমন এবং স্থান ও রিলোকেশন মাত্রার উপর ভিত্তি করে তাদের বসবাস, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, জমি, বিদ্যালয় এবং অন্যান্য সামাজিক এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদানসহ পুনঃস্থাপন।

১৮. প্রতিস্থাপন খরচ (Replacement Cost): বিশ্ব ব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত ওপি ৪.১২ এর নীতি অনুযায়ী "প্রতিস্থাপন খরচ" হল সম্পদের মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি যা হারানো সম্পদ এর প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারণে সহায়ক এবং লেনদেনের খরচ পূরণে যথেষ্ট। এই পদ্ধতি প্রয়োগকালে অবকাঠামো ও সম্পদের অবচয় বিবেচনায় নেয়া হয় না। লোকসান যা আর্থিক মূল্যমানে ক্ষতিপূরণ করা যায় না (সরকারী সেবা, গ্রাহক, এবং সরবরাহকারীদের যেমন প্রবেশাধিকার; বা মাছ ধরা, গোচারণ, বা বনাঞ্চল) সেক্ষেত্রে সমতূল্য ও সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সম্পদ ও আয়ের সুযোগ স্থাপনে প্রচেষ্টা চালানো হয়। যেখানে স্থানীয় আইন পূর্ণ প্রতিস্থাপন খরচ ক্ষতিপূরণের মান পুরোপুরি পূরণ করতে পারেনা, সেক্ষেত্রে উক্ত আইনের অধীনে প্রতিস্থাপন মূল্যমান বজায় রাখতে অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

১৯. স্কোয়াটার (Squatter): যেসব ব্যক্তি/পরিবার সরকার বা সংশিষ্ট সংস্থার কোন বৈধ অনুমোদন ছাড়া সরকারী জমি ভোগ করছে তাদেরকে স্কোয়াটার বলে। ঐ সব ব্যক্তি নদী ভাঙ্গন, সাইক্লোন অথবা ভূমিহীন হয়ে আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে স্থানান্তরিত হয়েছেন। এই প্রকল্পে অনেক স্কোয়াটারদের পোল্ডারের ভেতরেই জমি আছে কিন্তু তারা প্রাকৃতিক দূযোর্গের কারণে শরনার্থী হয়ে গেছেন।

২০. স্টেকহোল্ডার (Stakeholder): স্বীকৃত ব্যক্তি এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দল যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে এই প্রজেক্টের সাথে জড়িত যেমন- ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, দোকানদার, হাট/বাজার, রান্নাঘরের ব্যবসায়ী, বাজার, স্কোয়াটার, সম্প্রদায় ভিত্তিক এনক্রোচার এবং সভ্য সমাজ সংঘ।

২১. সাব-প্রজেক্ট (Sub-Project): উপকূলীয় এলাকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের একটি পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের অধীনে উপকূলীয় বাধ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পৃথক পোল্ডারের উন্নতিকে বোঝায়।

২২. টপ-আপ পেমেন্ট (Top-Up Payment): জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (CUL) এর অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ যা প্রতিস্থাপন মূল্য পরিশোধের জন্য বাপাউবো কর্তৃক প্রদান করা হয় ।

২৩. উপজাতি (Tribal People): ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃ-অংশগুলো এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশের অন্যান্য সমতল জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাসকারী স্বতন্ত্র আদিবাসী সাংস্কৃতিক দল যাদের আছে প্রথাগত সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যা মূল ধারার সমাজ এবং সংস্কৃতি থেকে পৃথক এবং তাদের মূল ধারার বাংলা ভাষা থেকে আলাদা আদিবাসী ভাষা রয়েছে। আদিবাসী জনগণের এ সব ক্ষুদ্র দলের একই বৈশিষ্ট্য আছে যা বিশ্ব ব্যাংকের OP ৪.১০ দ্বারা স্বীকৃত।

২৪. অর্পিত এবং অনাবাসী (*VNR*) সম্পত্তি (Vested and Non-Resident Property): সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যারা স্বাধীনতা এবং ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে ভারত এবং অন্যান্য দেশে চলে গেছে। এইসব সম্পত্তির কিছু ১৯৮৪ সালে চিহ্নিত করা হয় এবং স্থানীয় জনগণের কাছে লীজ অথবা বিভিন্ন সরকারী সংস্থার কাছে বরাদ্দ আছে। আইনটি বিতর্কিত এবং ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।

২৫. অসহায়/ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারবর্গ (Vulnerable Household): অসহায়/ঝুঁকিপূর্ণপরিবার হল সে সমস্ত পরিবার যেগুলো পুনর্বাসন এর প্রভাবে প্রান্তিক হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এ ধরনের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হল: ১. মহিলা প্রধান পরিবার ২. প্রতিবন্ধী প্রধান পরিবার ৩. জাতীয়ভাবে সংজ্ঞায়িত দরিদ্র পরিবার ৪. বয়স্ক প্রধান পরিবার ৫. দরিদ্র আদিবাসী লোক অথবা জাতিগত সংখ্যালঘু।

আদ্যক্ষর এবং সংক্ষিপ্ত শব্দসমূহ

এরিপো (ARIPO)	(স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ) Acquisition and Requisition of Immovable Property Ordinance
(বিডিটি) BDT	(বাংলাদেশী টাকা) Bangladesh Taka
(বিডব্লিউডিবি) BWDB	(বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) Bangladesh Water Development Board
(সিইআইপি) CEIP	(উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প) Coastal Embankment Improvement Project
(সিআই) CI	(ঢেউ খেলানো/ সংকুচিত লোহা) Corrugated Iron
(সিওডি) COD	(কাট-অফ-ডেট) Cut-Off-Date
(সিপিএস) CPS	(জন সম্পতিঅবকাঠামো) Common Property Structure
(সিএসএস)CSS	(শুমারি এবং আর্থ-সামাজিক জরিপ) Census and Socioeconomic Survey
(সিইউএল) CUL	(আইনানুগ ক্ষতিপূরণ) Compensation-Under-Law
(ডিবিই) DBE	(স্থানচ্যুত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান) Displaced Business Enterprises
(ডিসি)DC	(জেলা প্রশাসক) Deputy Commissioner
(ডিসিই)DCE	(স্থানচ্যুত সম্প্রদায়সমূহ) Displaced Community Establishments
(ডিজি)DG	(মহাপরিচালক) Director General
(ডিএলও) DLO	(স্থানচ্যুত জমির মালিকগণ) Displaced Land Owners
(ডিএলআর)DLR	(পরিচালক, ভূমি ও রাজস্ব) Director, Land and Revenue
(ডিআরসি)DRC	(স্থানচ্যুত আবাসিক-কাম-বাণিজ্যিক একক) Displaced residential-cum-commercial units
(ডিআরএইচ)DRH	(স্থানচ্যুত আবাসিক পরিবারবর্গ) Displaced Residential Households
(ডিএসসি)DSC	(কলাকৌশলী এবং তত্ত্বাবধায়ণকারী পরামর্শক) Design and Supervision Consultant
(ইএ) EA	(নির্বাহকারী প্রতিষ্ঠান) Executing Agency
(ইসিআরআরপি)ECRRP	(জরুরী ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার এবং পুনর্নির্মাণ প্রকল্প) Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project
(ইপি) EP	(স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি) Entitled Persons
(এফজিডি)FGD	(দল ভিত্তিক আলোচনা) Focused Group Discussion
(এফও)FO	(ফিল্ড অফিস) Field Office
(জিওবি)GoB	(বাংলাদেশ সরকার) Government of Bangladesh
(জিআরসি)GRC	(অভিযোগ নিরসন কমিটি) Grievance Redress Committee
(জিআরএম)GRM	(অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া) Grievance Redress Mechanism
(জিটিএল) GTL	(সাময়িক আয় ক্ষতি নিরূপণ অনুদান) Grant to Cover Temporary Loss of Income
(এইচডিএ)HDA	(বসত-ভিটা উন্নয়ন ভাতা) Homestead Development Allowance
(এইচসিজি) HCG	(গৃহ নির্মাণঅনুদান) House Construction Grant
(এইচটিজি) HTG	(গৃহ স্থানান্তরঅনুদান) House Transfer Grant
(আইডিএ) IDA	(আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা) International Development Association
(আইজিএ) IGA	(আয় সৃষ্টিমূলক কর্মকান্ড) Income Generating Activity
(আইপিওই) IPOE	(বিশেষজ্ঞগণের স্বাধীন প্যানেল) Independent Panel of Expert
(জেভিএস) JVS	(যৌথ জরিপ) Joint Verification Survey
(কেএমসি) KMC	(নলেজ ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট) Knowledge Management Consultant
(এলএপি) LAP	(ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা/প্রস্তাব) Land Acquisition Plan/Proposal
(এলএআরএস) LARS	(ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ) Land Acquisition and Resettlement Specialist
(এলসিএস) LCS	(শ্রম ঠিকাদারসোসাইটিজ) Labor Contracting Societies

(এলজিআই)LGI	(স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান) Local Government Institution
(এমএন্ডই) M&E	(পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) Monitoring and Evaluation
(এমওডব্লিউআর) MoWR	(পানি সম্পদমন্ত্রণালয়) Ministry of Water Resources
(এনজিও) NGO	(বেসরকারী সংস্থা)Non-government Organization
(ওপি) OP	(পরিচালনাগত নীতি) Operational Policy
(পিএএইচ) PAH	(প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার) Project Affected Household
(পিএপি) PAP	(প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি) Project Affected Person
(পিএইউ) PAU	(প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিট) Project Affected Unit
(পিএভিসি)PAVC	(সম্পত্তির হিসাব এবং মূল্য নিরূপণ কমিটি) Property Assessment & Valuation Committee
(পিডি) PD	(প্রকল্প পরিচালক) Project Director
(পিএফএস) PFS	(মাছের বাজার মূল্য) Market Price of Fish Stock
(পিএম) PM	(প্রকল্প ব্যবস্থাপক) Project Manager
(পিএমইউ)PMU	(প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট) Project Management Unit
(পিপিআর) PPR	(প্রকল্প অগ্রগতির প্রতিবেদন) Project Progress Report
(পিআরএসি) PRAC	(ভৌত প্রতিষ্ঠাপন সহায়তা কমিটি) Physical Relocation Assistance Committee
(পিএসসি) PSC	(প্রকল্প চালনাকারী কমিটি) Project Steering Committee
(পিভিএস) PVS	(সম্পত্তিমূল্যায়ন জরিপ) Property Valuation Survey
(পিডব্লিউডি) PWD	(গণপূর্ত অধিদপ্তর) Public Works Department
(আরএ) RA	(ভাড়া ভাতা) Rental Allowance
(আরএপি) RAP	(পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা) Resettlement Action Plan
(আরভি) RV	(প্রতিস্থাপন মূল্য) Replacement Value
(এসইসিইউ) SECU	(সামাজিক, পরিবেশ এবং যোগাযোগ ইউনিট) Social, Environment and Communication Unit
(এসজিবি) SGB	(মালামাল স্থানান্তর অনুদান) Shifting Grant for Goods and Belongings
(এসআইএ) SIA	(সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন) Social Impact Assessment
(এসএমআরএফ)SMRPF	(সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো) Social Management and Resettlement Policy Framework
(এসএস) SS	(সমাজ বিশেষজ্ঞ) Social Specialist
(এসএসএ) SSA	(বিশেষ অস্তিত্ব) Special Subsistence Allowance
(এসএসজি)**SSG**	(অবকাঠামো মজবুতকরণ অনুদান) Structure Strengthening Grant
(এসআরএস) SRS	(সিনিয়র রেভিনিউ বিশেষজ্ঞ) Senior Revenue Specialist
(এসএসএস) SSS	(সিনিয়র সমাজ বিশেষজ্ঞ) Senior Social Specialist
(এসটিজি) **STG**	(অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান) Structure Transfer Grant
(টিএ) TA	(ট্রানজিশন ভাতা) Transition Allowance
(ইউপি) UP	(ইউনিয়ন পরিষদ) Union Parishad
(ইউএসডি) USD	(মার্কিন ডলার) United States Dollar
(ভিএনআর) VNR	(কায়েমী এবং অনাবাসিক) Vested and Non-Resident
(ডব্লিউবি) WB	(বিশ্ব ব্যাংক) World Bank
(ডব্লিউএমও) WMO	(পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা) Water Management Organization
(এক্সইএন) XEN	(নির্বাহী প্রকৌশলী) Executive Engineer

অধ্যায় ১ সূচনা

১.১ প্রকল্প পটভূমি

১. বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) জোয়ার এবং লবণাক্ততা অনুঃপ্রবেশের দ্বারা সৃষ্ট পুনঃ পুনঃ প্লাবন থেকে নিম্ন উপকূলীয় এলাকা রক্ষা করার জন্য ১৪টি উপকূলীয় জেলায়[২] ১৩৯টি পোল্ডারের[৩] সমন্বয়ে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ করেছিল। এই পোল্ডারগুলোতে ৬,০০০ কিলোমিটার উপকূলীয় বাঁধ আছে, যা ১.২ মিলিয়ন হেক্টর কৃষি জমি ও উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করবে। বিদ্যমান উপকূলীয় বাঁধ প্রধানত উপকূলীয় বাঁধ প্রকল্পের (সিআইপি) অধীনে ১৯৬১ সালে নির্মাণ করা হয়েছিল। ১৯৯১ এবং ১৯৯৭ এর তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের পর সকল পোল্ডারস্ত বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসাবে বাপাউবো উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন প্রকল্প (সিইআরপি এবং দ্বিতীয় সিইআরপি) বাস্তবায়ন করে। তবে প্রায়শঃ বন্যা, জলোচ্ছ্বাস এবং সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় ২০০৭ সালের সিডর ও ২০০৯ সালের আইলা এই বাঁধের বিপুল ক্ষতি সাধন করে। ফলে বাপাউবো ঘূর্ণিঝড় থেকে কৃষি জমি, বসতবাড়ি ও জনগণকে রক্ষা করার জন্য একটি কৌশল অবলম্বন করে। এই উপকূলীয় বাধঁ ব্যবস্থা (সিইএস) উন্নয়নের কৌশল বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) এর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার একটি অংশ যা তীব্র ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধ ও বন্যা/প্লাবন ও লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবকে প্রশমিত করবে। ফলস্বরূপ, বাপাউবো ঘূর্ণিঝড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনঃরূদ্ধার এবং পুন:নির্মাণের জন্য চলমান জরুরী ২০০৭ পুনঃরূদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প (ECRRP)[৪] দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনঃরূদ্ধার ও পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বর্তমানে বাপাউবো, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে, দীর্ঘমেয়াদী (পনেরো থেকে বিশ বছর) উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন কর্মসূচি (সিইআইপি) গ্রহণ করেছে যা তিন থেকে চার ফেজে বাস্তবায়িত হবে। সিইআইপি ফেজ-১ বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (IDA) অর্থায়নে বাপাউবো এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। ইসিআরআরপি (ECRRP) এর অংশ বিশেষ অর্থ হতে সিইআইপি-১ (প্রকল্প) প্রস্তুতির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

২. বাপাউবো, উপকূলীয় বাঁধ পদ্ধতি (সিইএস) কৌশলগত পরিকল্পনা উন্নয়ন এবং এর আওতায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পোল্ডারের (যা পুনঃনির্মাণ ও পুনঃরূদ্ধার প্রয়োজন) একটি ব্যাচের বিস্তারিত ডিজাইনসহ সমগ্র নির্বাচিত পোল্ডার উন্নয়নের একটি সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা পরিচালনার জন্য একজন প্রকল্প প্রণয়ন পরামর্শক (পিপিসি)[৫] নিযুক্ত করেছে। এই সমীক্ষায় মোট ১৩৯টি পোল্ডারের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বহুমাত্রিক বিবেচনায় ১৭টি পোল্ডার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সিইআইপি-১ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। সিইআইপি-১এর আওতায় বাঁধ নির্মাণের জন্য প্রথম বছর চুক্তির অধীনে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ১৭ টি পোল্ডারের মধ্যে প্যাকেজ-১ এর আওতায় চারটি পোল্ডারের জন্য বিস্তারিত ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩. সিইআইপি-১ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উপকূলীয় বাঁধ ও পোল্ডারের জলবায়ু সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাবে এবং কৃষি জমি ও জোয়ারের প্লাবন ও লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ থেকে বাংলাদেশের উপকূলীয় জনগণ রক্ষা পাবে, সেই সাথে তীব্র বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করবে।

[২]১৩৯টি পোল্ডার খুলনা, সাতক্ষিরা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল, ঝালকাঠি, ভোলা, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, চিটাগাং, কক্সবাজর ইত্যাদি উপকূলীয় জেলার মধ্যে পোল্ডারগুলি অবস্থিত।

[3]উপকূলীয় এলাকায় সক্রিয় নদী, নালার তীর ঘেষে জল কাঠামো সহ যে বাঁধ দেওয়া হয় যাতে পানি নিস্কাশন, পানি উঠানো-নামানোর ব্যবস্থা থাকে।

[4]ইসিআরআরপি (Implemented by FAO, DAE, BWDB, LGED, DMB and Ministry of Planning) এর ৬টি কম্পোনেন্ট এর একটি কম্পোনেন্ট হলো উপকূলীয় বাঁধ পুনর্বাসন যা বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন্।

[5]বাপাউবো প্রকল্পের প্রস্তুতির জন্য কনসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (ভারত) লিমিটেড ভারত, ডেভকন কনসাল্টেং লিঃ বাংলাদেশ, ক্রান্তি অ্যাসোসিয়েটস, বাংলাদেশ, ডিজাইন, প্লানিং, ম্যানেজমেন্ট,কনসাল্টেং লিঃ বাংলাদেশ নিযুক্ত করে

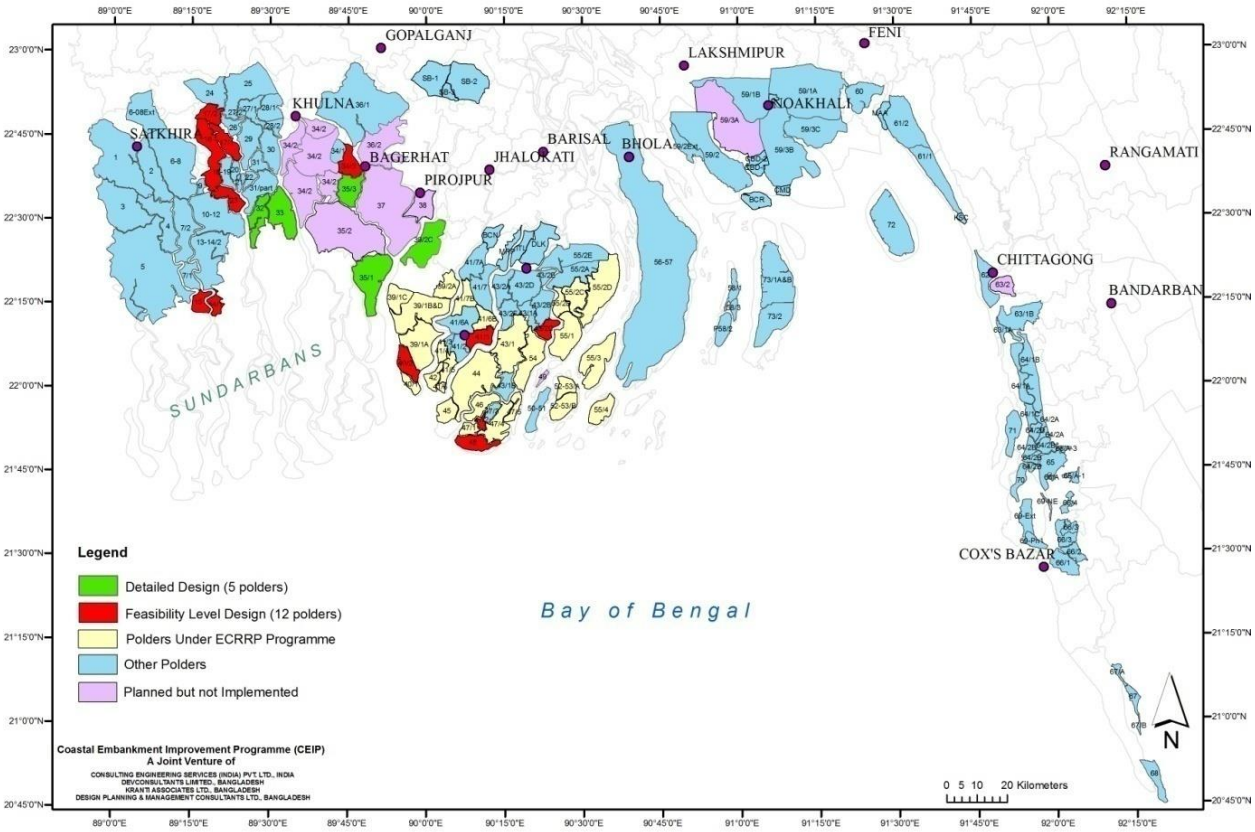

চিত্র ১: বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার পোল্ডারসমূহ (১৩৯)

উন্নয়ন কার্যক্রম শুধুই যে সুফল বয়ে আনবে তা নয় বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জনগণের জন্য নেতিবাচক প্রভাবও সৃষ্টি করে। একইভাবে, প্রকল্পের চার পোল্ডারের ভৌত উপাদান, বিশেষত জমি অধিগ্রহণ ও জনগণের স্থানচ্যুতি বিষয়গুলো বিশ্বব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সম্পর্কিত অপারেশনাল পলিসি (OP)-৪.১২ প্রযোজ্য হবে। চারটি পোল্ডারের সুবিধাভোগী বা বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের কেউই আদিবাসী সম্প্রদায়ের নয় বিধায় প্রথম বছরের চুক্তির অধীনে প্রকল্প কার্যক্রমের সময় আদিবাসী সম্পর্কিত ইনডিজেনাস পিইপলস ওপি (Indigenous Peoples OP) -৪.১০ প্রযোজ্য হবে না। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় উদ্ভুত সম্ভাব্য সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা করতে বাপাউবো, প্রকল্পের প্রথমিক পর্যায়ে সামাজিক ব্যবস্থাপনা নীতি ও পুনর্বাসন কাঠামো Social Management Resettlement Policy Framwork-SMPRF) প্রণয়ন করা হয়। এই নীতি কাঠামো প্রস্তুতিকালে প্রকল্পের বিস্তারিত ডিজাইন, সামাজের প্রতিকূল প্রভাব চিহ্নিতকরণ এবং প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা সম্পর্কে সকল স্টেকহোল্ডার এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে।

১.২ প্রকল্প কার্যক্রম এবং প্রভাবিত এলাকাসমূহ

৪. উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প (সিইআইপি) বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ১৪টি জেলার ১৩৯টি পোল্ডার নিয়ে বিস্তৃত। সিইআইপি-১ এর আওতায় ৭টি উপকূলীয় জেলার (সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, বরগুনা ও পটুয়াখালী) অধীনে ১৩টি উপজেলায় ১৭টি পোল্ডার জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা এবং ধারণাগত ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ১৭টি পোল্ডারের মধ্যে প্রতিরক্ষামূলক এলাকা ৯৯,৮৫৪ হেক্টর এবং জনসংখ্যা ৭,২১,১৮৪ জন। প্রকল্পের মূল উপাদান হল বাঁধ রিসেকশনিং, বিকল্প বাঁধ, স্লুইস গেটস, ফ্লাশিং স্লুইস, পাইপ স্লুইস ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে বেড়ি বাঁধ মজবুতকরণ। সিইআইপি-১ চুক্তির অধীনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রথম বছর চারটি পোল্ডারের প্রকৌশল জরীপ ও বিস্তারিত ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়। চারটি অগ্রাধিকার পোল্ডারের মধ্যে খুলনায় দুটি এবং বাগেরহাট জেলায় (চিত্র-২, সবুজ পোল্ডার চিহ্নিত) দুটি অবস্থিত।

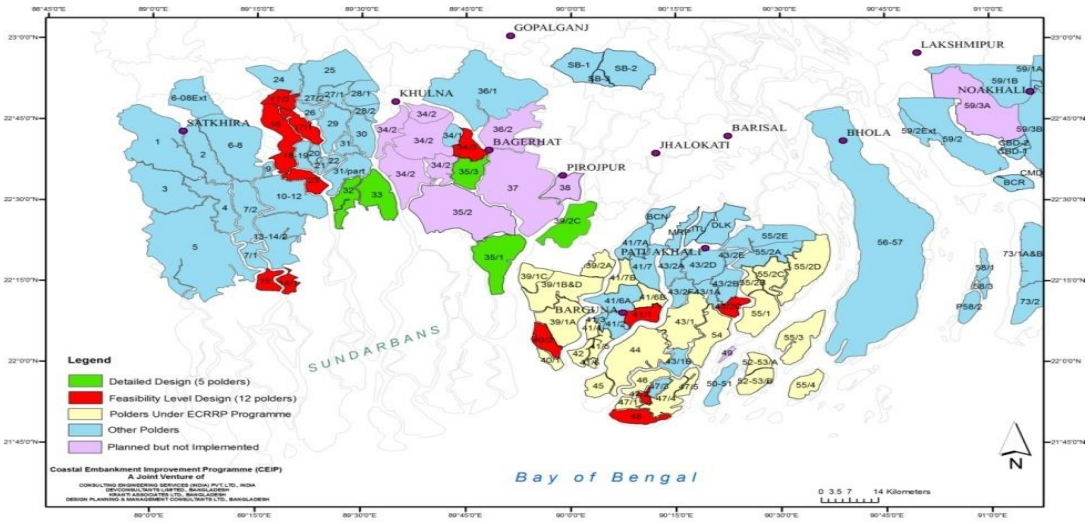

চিত্র ২: উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প (সিইআইপি-১) এর আওতাধীন পোল্ডার

৫. প্রকৌশল জরিপের[৬] অধীনে উন্নত নতুন ডিজাইন মান অনুযায়ী চার পোল্ডারে মোট ২০১,৭৮৮ কিলোমিটারের মধ্যে ১৬৩,৬৪৮ কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ রিসেকশনিংয়ের জন্য শনাক্ত করা হয়। উপস্থাপন কৃত টেবিল-১ এ ৩০,১৩৫ কিলোমিটার উন্মুক্ত সেকশন অংশ বন্ধ করে নতুন বাঁধ নির্মাণ করা হবে, এবং ভাঙনের ঝুঁকি প্রতিরক্ষামূলক কাজের জন্য ১০,৯২ কিলোমিটার নদীর তীর এবং বাঁধ ঢালে তরঙ্গ থেকে রক্ষার জন্য ২২,৯৫ কি.মি. ডিজাইন করা হয়েছে। চারটি পোল্ডার মোট ৪০টি নতুন নিষ্কাশন স্লুইস নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও ডিজাইন অনুযায়ী ড্রেইনেজ চ্যানেল পুনঃখনন (*khals*) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্যাকেজ-১ এর আওতাভূক্ত পোল্ডার সমূহের কর্মকান্ড টেবিল-৪ এ প্রদত্ত হলোঃ

ছক ৪: প্রকল্পের আওতাভূক্ত পোল্ডারসমূহ (প্যাকেজ-১)

জেলা	পোল্ডারের আইডি নং	মোট বাঁধের পরিমাণ (কি.মি.)	রিসেকশনিং বাঁধ (কি.মি.)	বিকল্প/নতুন বাঁধ(কি.মি.)	বাঁধ রক্ষা কাজ (কি.মি.)	ঢাল সংরক্ষণ কাজ (কি.মি.)	নিষ্কাশন স্লুইস নির্মাণ
খুলনা	৩২	৪৯.০৬৮	৩৪.৫৪৭	১৫.১০৬	৪.৫	৩.৩	৮
	৩৩	৪৯.৫০	৪৪.৬৩৮	৪.৭৯	১.৬২	৬	১৩
বাগেরহাট	৩৫/১	৬৩.২২০	৫২.৩১৩	২.৩৮৯	১.৭০	১২.৭৫	১৫
	৩৫/৩	৪০.০০	৩২.১৫	৭.৮৫	৩.১০	০.৯০	৪
৪- পোল্ডারে মোট		২০১.৭৮৮	১৬৩.৬৪৮	৩০.১৩৫	১০.৯২	২২.৯৫	৪০

উৎসঃ ডিএস পরামর্শক

[৬]কারিগরী সমীক্ষা স্টাডিজ এবং উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন কর্মসূচি (সিইআইপি), চুক্তি প্যাকেজ নং ইডউই/উ২.২/ঝ৩এর জন্য বিস্তারিত ডিজাইন

৬. প্যাকেজ-১ এর চারটি পোল্ডার (পোল্ডার নং- ৩২, ৩৩, ৩৫/১ ও ৩৫/৩) এর আওতাধী কার্যক্রম নিম্নে আলোচনা করা হলঃ

(১) পোল্ডার-৩২

পোল্ডার-৩২ খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় অবস্থিত। পোল্ডার-৩২ এর মোট বাঁধের দৈঘ্য ৪৯.০৬৮ কিলোমিটার যার ৩৪.৫৪৭ কিলোমিটার রিসেকশনিং এবং ১৫,১০৬ কি.মি. বিকল্প বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন হবে। এছাড়া ৮টি নিষ্কাশন স্লুইস, ২টি ফ্লাশিং স্লুইস নির্মাণ এবং ২১টি বিদ্যমান ফ্লাশিং স্লুইস ও ২টি নিস্কাশন স্লুইস মেরামত নির্মাণের প্রয়োজন হবে। পোল্ডারের ভিতরে প্রায় ১৭.৫ কি.মি. নিস্কাশন চ্যানেল পুনঃখনন করা হবে। পোল্ডার-৩২ এর মধ্যে প্রায় ৪.৫ কি.মি. তীর সংরক্ষণ কাজ ও বাঁধের ৩.৩ কি.মি. ঢাল সুরক্ষা সম্পন্ন করা হবে। পোল্ডারের-৩২ এ প্রণীত বাঁধের উঁচস্তর ডিজাইন ৪.৫০ মি.থেকে ৫.০০ মি. পিডব্লিউডি বরাবর করার প্রস্তাব রয়েছে। পোল্ডারের উন্নয়নে মোট ৫০.৬৫ হেক্টর বেসরকারী জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব করা হয়েছে। জলোচ্ছ্বাস থেকে প্রকল্পের বাঁধ রক্ষার জন্য উন্নত বাঁধ বরাবর আনুমানিক ৩৫.৪ হেক্টর জমি সামাজিক বনায়নের জন্য নির্ধারিত। সিইআইপি এর অধীনে পোল্ডার-৩২ এর উন্নয়নের নিমিত্তে প্রকল্পের কার্যক্রম টেবিল-৫ দেখানো হয়েছে।

ছক ৫: পোল্ডার-৩২ এর আওতায় কার্যক্রম সমূহ

কাজের উপাদান	**একক**	**পোল্ডার-৩২**
বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য	কি.মি.	৪৯.০৬৮
বাঁধ **রিসেকশনিং** (কি.মি.)	কি.মি.	৩৪.৫৪৭
বিকল্প বাঁধ নির্মান	কি.মি.	১৫.১০৬
নিষ্কাশন স্লুইস নির্মাণ	টি	৮
ফ্লাশিং স্লুইস নির্মান	টি	২
ফ্লাশিং স্লুইস মেরামত	টি	২১
নিস্কাশন/খাল পুনঃখনন	টি	১৭.৫
বাঁধ রক্ষা কাজ	কি.মি.	৪.৫
বাঁধের ঢাল রক্ষা	কি.মি	৩.৩
ক্যানাল ক্লোজার নির্মাণ	সংখ্যা	১টি

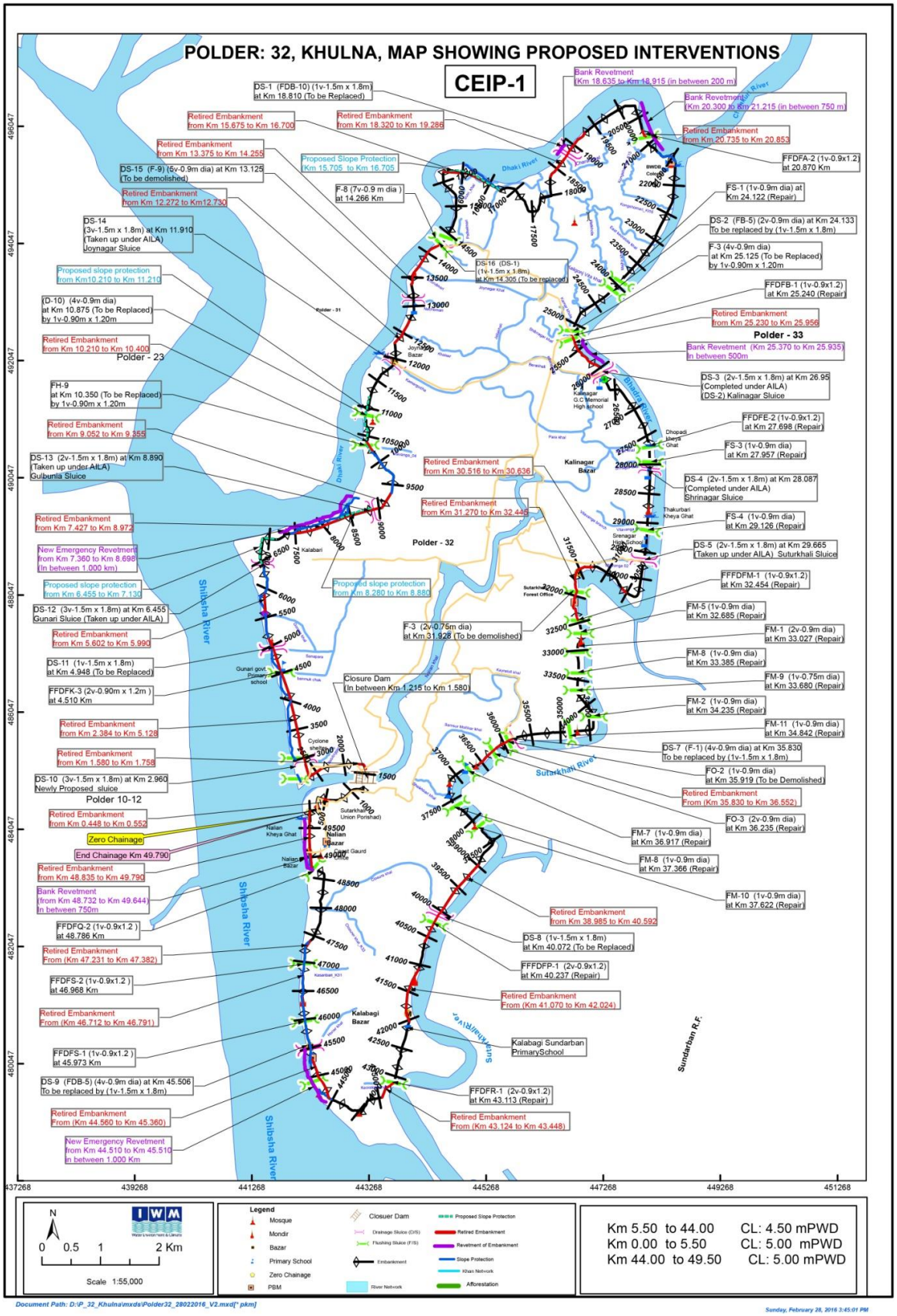

Document Path: D:\P_32_Khulna\mxds\Polder32_28022016_V2.mxd[* pkm]

Sunday, February 28, 2016 3:45:01 PM

(২) পোল্ডার-৩৩

পোল্ডার-৩৩ খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় অবস্থিত। সিইআইপি-১ এর আওতায় পোল্ডারের মোট ৪৯.৫০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ যার ৪৪.৬৩৮ কিলোমিটার রি-সেকশনিং এবং ৪.৭৯ কিমি বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রয়োজন হবে। এছাড়া ১৩টি ড্রেইনেজ স্লুইস, ১২টি ফ্লাশিং স্লুইস নির্মাণ করা হবে, ৫টি বিদ্যমান ফ্লাশিং স্লুইস মেরামত করা হবে, ২টি বিদ্যমান ফ্লাশিং স্লুইস ভেঙে ফেলা হবে এবং ২টি ড্রেইনেজ স্লুইস মেরামত করা হবে। পোল্ডারের ভিতরে প্রায় ৬৩.২১ কিলোমিটার ড্রেনেজ চ্যানেল পুনঃখনন করা হবে। পোল্ডার-৩৩ এর প্রায় ১.৬২ কি.মি.তীর সংরক্ষণ কাজ ও ৬.০০ কি.মি. বাঁধের ঢাল সুরক্ষা করা হবে। বাঁধের উঁচুস্তর ডিজাইন পোল্ডারের ৪.৫০ মি. পিডব্লিউডি বরাবর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পোল্ডারের উন্নয়নে মোট ১২.৮৭ হেক্টর বেসরকারী জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের জলোচ্ছ্বাস থেকে পোল্ডার রক্ষার জন্য উন্নত বাঁধ বরাবর আনুমানিক ২৭.৭০ হেক্টর জমির সামাজিক বনায়ন এর জন্য প্রস্তাবিত। পোল্ডার-৩৩ এর প্রকল্প কার্যক্রম টেবিল-৬ এ নিম্নে দেখানো হয়েছেঃ

ছক ৬: পোল্ডার-৩৩ এর কার্যবিবরণী

কাজের উপাদান	একক	পোল্ডার-৩৩
বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য	কি.মি.	৪৯.৫০০
বাঁধ রিসেকশনিং (কি.মি.)	কি.মি.	৪৪.৬৩৮
বিকল্প বাঁধ নির্মান	কি.মি.	৪.৭৯
নিষ্কাশন স্লুইস নির্মাণ	সংখ্যা	১৩টি
ফ্লাশিং স্লুইস নির্মান	সংখ্যা	১২টি
ফ্লাশিং স্লুইস মেরামত	সংখ্যা	৫টি
ফ্লাশিং স্লুইস ভাঙা	সংখ্যা	২টি
নিস্কাশনখান পুনঃখনন	কি.মি.	৬৩.২১
বাঁধ রক্ষা কাজ	কি.মি.	১.৬২
বাঁধের ঢাল রক্ষা	কি.মি.	৬.০০

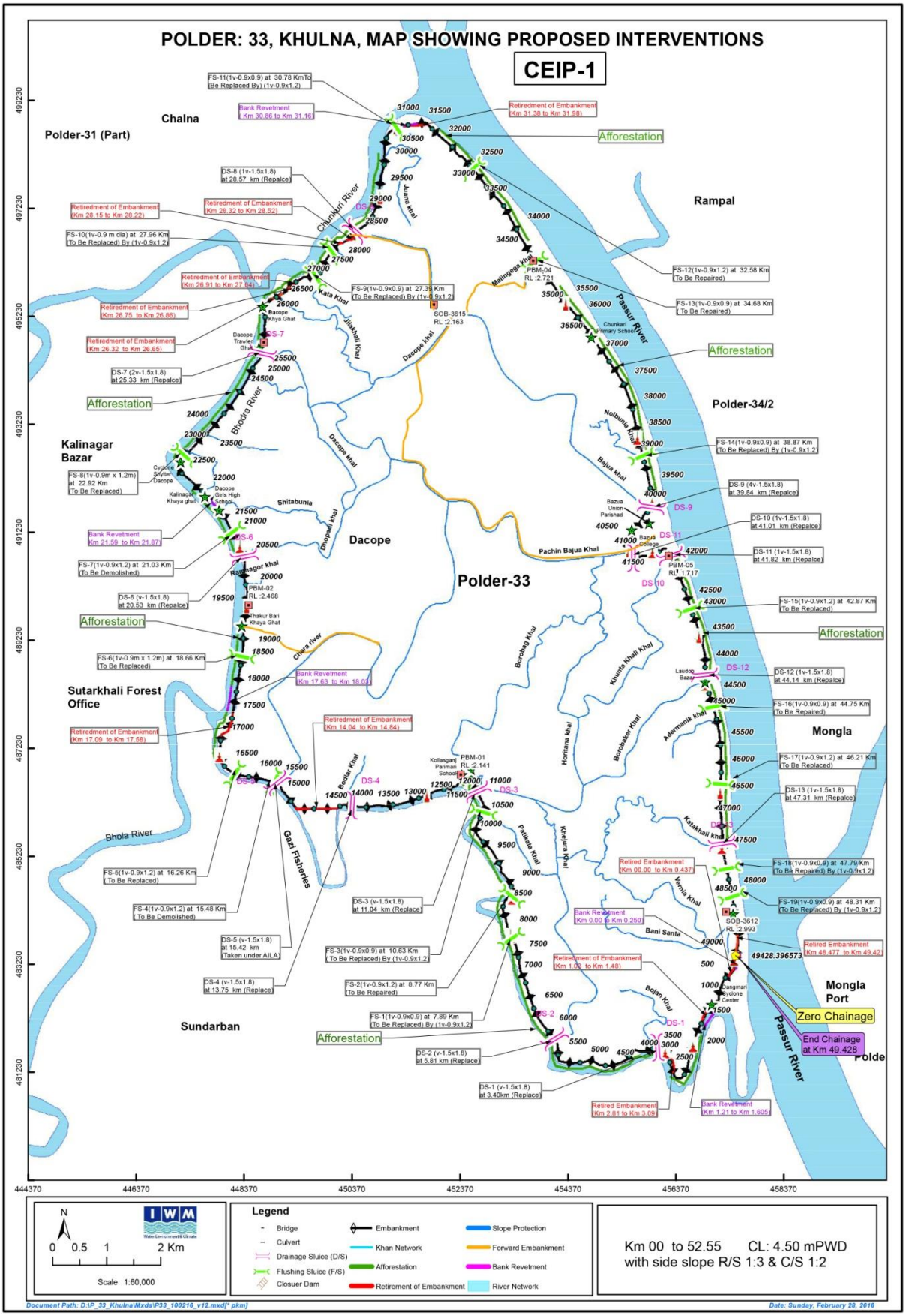

POLDER: 33, KHULNA, MAP SHOWING PROPOSED INTERVENTIONS
CEIP-1
Polder-31 (Part)
Chalna
Rampal
Polder-34/2
Kalinagar Bazar
Dacope
Polder-33
Sutarkhali Forest Office
Mongla
Mongla Port
Sundarban
Passur River
Bhodra River
Chunkuri River
Bhola River
Gazi Fisheries
Afforestation
Zero Chainage
End Chainage at Km 49.428
FS-11(1v-0.9x0.9) at 30.78 KmTo (Be Replaced By) (1v-0.9x1.2)
Bank Revetment (Km 30.86 to Km 31.16)
Retiredment of Embankment (Km 31.38 to Km 31.98)
DS-8 (1v-1.5x1.8) at 28.57 km (Repalce)
Retiredment of Embankment (Km 28.15 to Km 28.22)
Retiredment of Embankment (Km 28.32 to Km 28.52)
FS-10(1v-0.9 m dia) at 27.96 Km (To Be Replaced) By (1v-0.9x1.2)
Retiredment of Embankment (Km 26.91 to Km 27.04)
FS-9(1v-0.9x0.9) at 27.39 Km (To Be Replaced) By (1v-0.9x1.2)
Retiredment of Embankment (Km 26.75 to Km 26.86)
Retiredment of Embankment (Km 26.32 to Km 26.65)
DS-7 (2v-1.5x1.8) at 25.33 km (Repalce)
FS-12(1v-0.9x1.2) at 32.58 Km (To Be Repaired)
FS-13(1v-0.9x0.9) at 34.68 Km (To Be Repaired)
FS-14(1v-0.9x0.9) at 38.87 Km (To Be Replaced) By (1v-0.9x1.2)
DS-9 (4v-1.5x1.8) at 39.84 km (Repalce)
DS-10 (1v-1.5x1.8) at 41.01 km (Repalce)
DS-11 (1v-1.5x1.8) at 41.82 km (Repalce)
FS-15(1v-0.9x1.2) at 42.87 Km (To Be Replaced)
DS-12 (1v-1.5x1.8) at 44.14 km (Repalce)
FS-16(1v-0.9x0.9) at 44.75 Km (To Be Repaired)
FS-17(1v-0.9x1.2) at 46.21 Km (To Be Replaced)
DS-13 (1v-1.5x1.8) at 47.31 km (Repalce)
FS-18(1v-0.9x0.9) at 47.79 Km (To Be Repaired) By (1v-0.9x1.2)
FS-19(1v-0.9x0.9) at 48.31 Km (To Be Replaced) By (1v-0.9x1.2)
Retired Embankment (Km 48.477 to Km 49.42)
FS-8(1v-0.9m x 1.2m) at 22.92 Km (To Be Replaced)
Bank Revetment (Km 21.59 to Km 21.87)
FS-7(1v-0.9x1.2) at 21.03 Km (To Be Demolished)
DS-6 (v-1.5x1.8) at 20.53 km (Repalce)
FS-6(1v-0.9m x 1.2m) at 18.66 Km (To Be Replaced)
Bank Revetment (Km 17.63 to Km 18.03)
Retiredment of Embankment (Km 17.09 to Km 17.58)
Retiredment of Embankment (Km 14.04 to Km 14.84)
FS-5(1v-0.9x1.2) at 16.26 Km (To Be Replaced)
FS-4(1v-0.9x1.2) at 15.48 Km (To Be Demolished)
DS-5 (v-1.5x1.8) at 15.42 km (Taken under AILA)
DS-4 (v-1.5x1.8) at 13.75 km (Replace)
DS-3 (v-1.5x1.8) at 11.04 km (Replace)
FS-3(1v-0.9x0.9) at 10.63 Km (To Be Replaced) By (1v-0.9x1.2)
FS-2(1v-0.9x1.2) at 8.77 Km (To Be Repaired)
FS-1(1v-0.9x0.9) at 7.89 Km (To Be Replaced) By (1v-0.9x1.2)
DS-2 (v-1.5x1.8) at 5.81 km (Replace)
DS-1 (v-1.5x1.8) at 3.40km (Replace)
Retired Embankment (Km 00.00 to Km 0.437)
Bank Revetment (Km 0.00 to Km 0.250)
Retirement of Embankment (Km 1.00 to Km 1.48)
Retired Embankment (Km 2.81 to Km 3.09)
Bank Revetment (Km 1.21 to Km 1.605)
PBM-04 RL :2.721
SOB-3615 RL :2.163
PBM-05 RL :1.717
PBM-02 RL :2.468
PBM-01 RL :2.141
SOB-3612 RL :2.993
49428.396573
Legend
Bridge
Culvert
Drainage Sluice (D/S)
Flushing Sluice (F/S)
Closuer Dam
Embankment
Khan Network
Afforestation
Retirement of Embankment
Slope Protection
Forward Embankment
Bank Revetment
River Network
0 0.5 1 2 Km
Scale 1:60,000
Km 00 to 52.55 CL: 4.50 mPWD
with side slope R/S 1:3 & C/S 1:2
Document Path: D:\P_33_Khulna\Mxds\P33_100216_v12.mxd[* pkm]
Date: Sunday, February 28, 2016

(৩) পোল্ডার-৩৫/১

পোল্ডার-৩৫/১ বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ ও শরণখোলা উপজেলায় অবস্থিত। এই পোল্ডারের বাঁধের দৈর্ঘ্য ৬৩.২২ কিঃমিঃ যার ৫২.৩১৩ কি.মি. রি-সেকশনিং এবং ২.৩৮৯ কি.মি. বিকল্প বাঁধ নির্মান প্রয়োজন হবে। এতদ্ব্যতিত ৭.৭০৯ কি.মি. ফরোয়ার্ড বাঁধ, ১৫টি ড্রেইনেজ স্লুইস এবং ১৭টি ফ্লাশিং স্লুইস নির্মাণ এবং ২টি ড্রেইনেজ স্লুইস ও ৩টি বিদ্যমান ফ্লাশিং স্লুইস মেরামত করা হবে এবং ৩টি বিদ্যমান ফ্লাশিং স্লুইস ভেঙে দেওয়া হবে। পোল্ডারের ভিতরে প্রায় ৭০.৫ কি.মি. ড্রেনেজ চ্যানেল পুনঃখনন করা হবে। প্রায় ১.৭০ কি.মি. নদীর তীর সংরক্ষণ ও ১২.৭৫ কি.মি.বাঁধের ঢাল সুরক্ষা করা হবে। বাঁধের উঁচুস্তর ডিজাইন পোল্ডারের ৫.০০মি. থেকে ৬.৫০ মি. পিডব্লিউডি বরাবর করার ডিজাইন হয়েছে। পোল্ডারের উন্নয়নের জন্য মোট ৩৫.০০ হেক্টর বেসরকারী জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রতিরক্ষামূলক গ্রিন স্ট্রিপ যেমন উন্নত বাঁধ বরাবর আনুমানিক ২৫.৮০ হেক্টর জমি সামাজিক বনায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। পোল্ডার-৩৫/১ এ প্রকল্পের কার্যক্রম টেবিল-৭ এ দেখানো হয়েছে।

ছক ৭: পোল্ডার-৩৫/১ এর কার্যবিবরণী

কাজের উপাদান	একক	পোল্ডার-৩৫/১
বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য	কি.মি.	৬৩.২২০
বাঁধ রিসেকশনিং	কি.মি.	৫২.৩১৩
বিকল্প বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	২.৩৮৯
ফরোয়ার্ড বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	৭.৭০৯
নিষ্কাশন স্লুইস নির্মাণ	সংখ্যা	১৫টি
ফ্লাশিং স্লুইস নির্মাণ	সংখ্যা	১৭টি
স্লুইস মেরামত	সংখ্যা	৩টি
ফ্লাশিং স্লুইস ভেঙ্গে ফেলা	সংখ্যা	৩টি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৭০.৫
বাঁধ সুরক্ষা কাজ	কি.মি.	১.৭
বাঁধের ঢাল সুরক্ষা	কি.মি.	১২.৭৫
নিষ্কাশন স্লুইস মেরামত	সংখ্যা	২টি

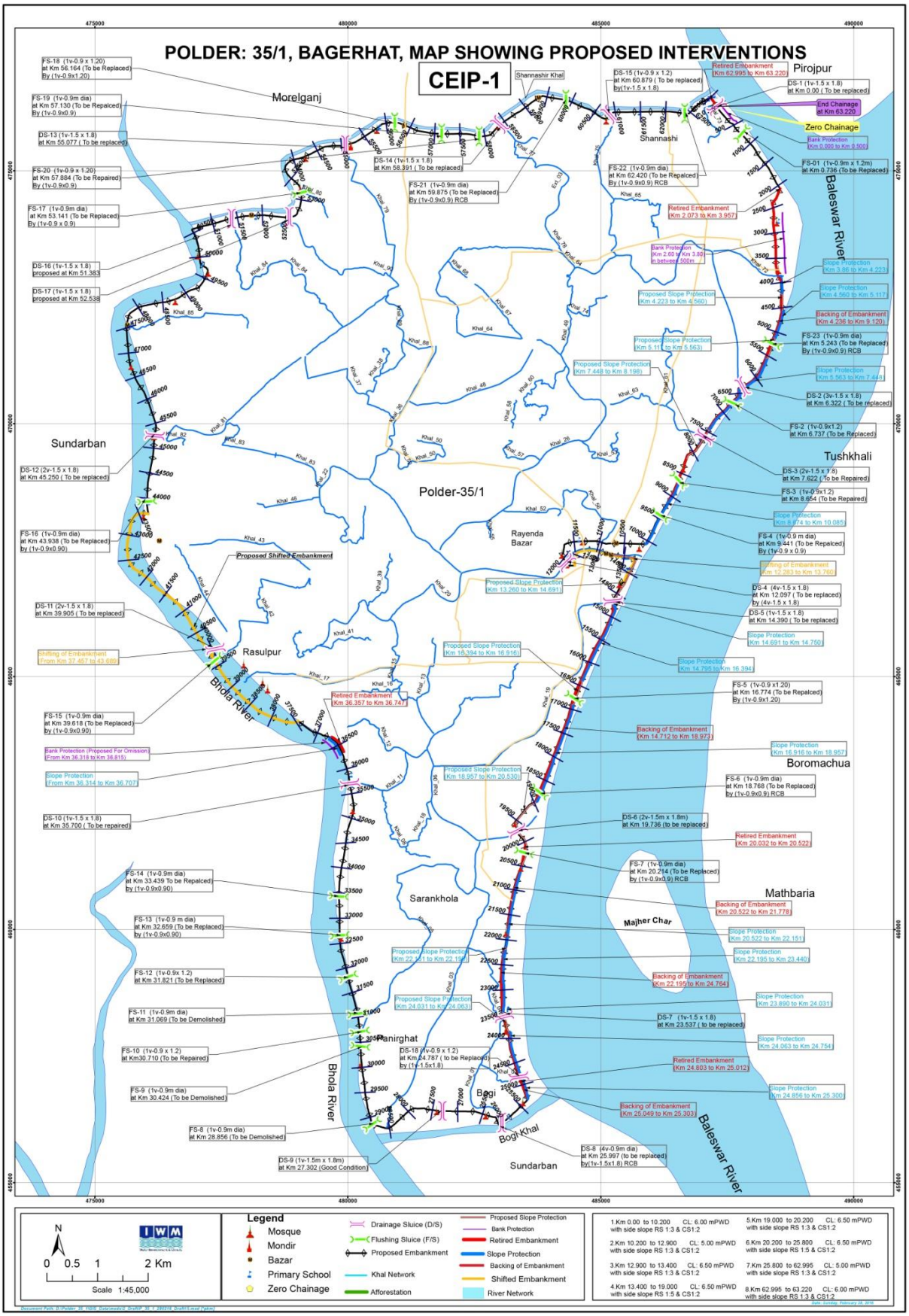

POLDER: 35/1, BAGERHAT, MAP SHOWING PROPOSED INTERVENTIONS
CEIP-1
Morelganj
Shannashir Khal
Shannashi
Pirojpur
Baleswar River
Sundarban
Tushkhali
Polder-35/1
Rayenda Bazar
Rasulpur
Bhola River
Boromachua
Mathbaria
Majher Char
Sarankhola
Panirghat
Bogi
Bogi Khal
End Chainage at Km 63.220
Zero Chainage
FS-18 (1v-0.9 x 1.20) at Km 56.164 (To be Replaced) By (1v-0.9x1.20)
FS-19 (1v-0.9m dia) at Km 57.130 (To be Repalced) By (1v-0.9x0.9)
DS-13 (1v-1.5 x 1.8) at Km 55.077 (To be replaced)
FS-20 (1v-0.9 x 1.20) at Km 57.884 (To be Repaired) By (1v-0.9x0.9)
FS-17 (1v-0.9m dia) at Km 53.141 (To be Replaced) By (1v-0.9 x 0.9)
DS-16 (1v-1.5 x 1.8) proposed at Km 51.383
DS-17 (1v-1.5 x 1.8) proposed at Km 52.538
DS-14 (1v-1.5 x 1.8) at Km 58.391 (To be replaced)
FS-21 (1v-0.9m dia) at Km 59.875 (To be Replaced) By (1v-0.9x0.9) RCB
DS-15 (1v-0.9 x 1.2) at Km 60.879 (To be replaced) by(1v-1.5 x 1.8)
FS-22 (1v-0.9m dia) at Km 62.420 (To be Repalced) By (1v-0.9x0.9) RCB
Retired Embankment (Km 62.995 to Km 63.220)
DS-1 (1v-1.5 x 1.8) at Km 0.00 (To be replaced)
Bank Protection (Km 0.000 to Km 0.500)
FS-01 (1v-0.9m x 1.2m) at Km 0.736 (To be Replaced)
Retired Embankment (Km 2.073 to Km 3.957)
Bank Protection (Km 2.60 to Km 3.80 in between 500m)
Slope Protection (Km 3.86 to Km 4.223)
Proposed Slope Protection (Km 4.223 to Km 4.560)
Slope Protection (Km 4.560 to Km 5.117)
Backing of Embankment (Km 4.236 to Km 9.120)
FS-23 (1v-0.9m dia) at Km 5.243 (To be Replaced) By (1v-0.9x0.9) RCB
Proposed Slope Protection (Km 5.117 to Km 5.563)
Proposed Slope Protection (Km 7.448 to Km 8.198)
Slope Protection (Km 5.563 to Km 7.448)
DS-2 (3v-1.5 x 1.8) at Km 6.322 (To be replaced)
FS-2 (1v-0.9x1.2) at Km 6.737 (To be Replaced)
DS-12 (2v-1.5 x 1.8) at Km 45.250 (To be replaced)
DS-3 (2v-1.5 x 1.8) at Km 7.622 (To be Repaired)
FS-3 (1v-0.9x1.2) at Km 8.654 (To be Repaired)
Slope Protection (Km 8.674 to Km 10.085)
FS-16 (1v-0.9m dia) at Km 43.938 (To be Replaced) by (1v-0.9x0.90)
FS-4 (1v-0.9 m dia) at Km 9.441 (To be Repalced) By (1v-0.9 x 0.9)
Proposed Shifted Embankment
Shifting of Embankment (Km 12.283 to Km 13.760)
DS-4 (4v-1.5 x 1.8) at Km 12.097 (To be replaced) by (4v-1.5 x 1.8)
DS-11 (2v-1.5 x 1.8) at Km 39.905 (To be replaced)
Proposed Slope Protection (Km 13.260 to Km 14.691)
DS-5 (1v-1.5 x 1.8) at Km 14.390 (To be replaced)
Slope Protection (Km 14.691 to Km 14.750)
Shifting of Embankment (From Km 37.457 to 43.689)
Proposed Slope Protection (Km 16.394 to Km 16.916)
Slope Protection (Km 14.795 to Km 16.394)
FS-5 (1v-0.9 x1.20) at Km 16.774 (To be Repalced) By (1v-0.9x1.20)
Retired Embankment (Km 36.357 to Km 36.747)
FS-15 (1v-0.9m dia) at Km 39.618 (To be Replaced) by (1v-0.9x0.90)
Backing of Embankment (Km 14.712 to Km 18.973)
Bank Protection (Proposed For Omission) (From Km 36.318 to Km 36.815)
Slope Protection (Km 16.916 to Km 18.957)
Slope Protection (From Km 36.314 to Km 36.707)
Proposed Slope Protection (Km 18.957 to Km 20.530)
FS-6 (1v-0.9m dia) at Km 18.768 (To be Replaced) by (1v-0.9x0.9) RCB
DS-10 (1v-1.5 x 1.8) at Km 35.700 (To be repaired)
DS-6 (2v-1.5m x 1.8m) at Km 19.736 (to be replaced)
Retired Embankment (Km 20.032 to Km 20.522)
FS-7 (1v-0.9m dia) at Km 20.214 (To be Replaced) by (1v-0.9x0.9) RCB
FS-14 (1v-0.9m dia) at Km 33.439 To be Repalced) by (1v-0.9x0.90)
Backing of Embankment (Km 20.522 to Km 21.778)
FS-13 (1v-0.9 m dia) at Km 32.659 (To be Replaced) by (1v-0.9x0.90)
Slope Protection (Km 20.522 to Km 22.151)
Proposed Slope Protection (Km 22.151 to Km 22.195)
Slope Protection (Km 22.195 to Km 23.440)
FS-12 (1v-0.9x 1.2) at Km 31.821 (To be Replaced)
Backing of Embankment (Km 22.195 to Km 24.764)
Proposed Slope Protection (Km 24.031 to Km 24.063)
Slope Protection (Km 23.890 to Km 24.031)
FS-11 (1v-0.9m dia) at Km 31.069 (To be Demolished)
DS-7 (1v-1.5 x 1.8) at Km 23.537 (to be replaced)
Slope Protection (Km 24.063 to Km 24.754)
FS-10 (1v-0.9 x 1.2) at Km30.710 (To be Repaired)
DS-18 (1v-0.9 x 1.2) at Km 24.787 (to be Replaced) by (1v-1.5x1.8)
Retired Embankment (Km 24.803 to Km 25.012)
FS-9 (1v-0.9m dia) at Km 30.424 (To be Demolished)
Slope Protection (Km 24.856 to Km 25.300)
Backing of Embankment (Km 25.049 to Km 25.303)
FS-8 (1v-0.9m dia) at Km 28.856 (To be Demolished)
DS-8 (4v-0.9m dia) at Km 25.997 (to be replaced) by(1v-1.5x1.8) RCB
DS-9 (1v-1.5m x 1.8m) at Km 27.302 (Good Condition)
Legend
Mosque
Mondir
Bazar
Primary School
Zero Chainage
Drainage Sluice (D/S)
Flushing Sluice (F/S)
Proposed Embankment
Khal Network
Afforestation
Proposed Slope Protection
Bank Protection
Retired Embankment
Slope Protection
Backing of Embankment
Shifted Embankment
River Network
N
0 0.5 1 2 Km
Scale 1:45,000
IWM
1.Km 0.00 to 10.200 CL: 6.00 mPWD with side slope RS 1:3 & CS1:2
2.Km 10.200 to 12.900 CL: 5.00 mPWD with side slope RS 1:3 & CS1:2
3.Km 12.900 to 13.400 CL: 6.50 mPWD with side slope RS 1:3 & CS1:2
4.Km 13.400 to 19.000 CL: 6.50 mPWD with side slope RS 1:5 & CS1:2
5.Km 19.000 to 20.200 CL: 6.50 mPWD with side slope RS 1:3 & CS1:2
6.Km 20.200 to 25.800 CL: 6.50 mPWD with side slope RS 1:5 & CS1:2
7.Km 25.800 to 62.995 CL: 5.00 mPWD with side slope RS 1:3 & CS1:2
8.Km 62.995 to 63.220 CL: 6.00 mPWD with side slope RS 1:3 & CS1:2

(৪) পোল্ডার-৩৫/৩

পোল্ডারের-৩৫/৩ বাগেরহাট জেলার বাগেরহাট সদর ও রামপাল উপজেলায় অবস্থিত। পোল্ডারের ৪০.০০ কি.মি. দৈর্ঘ্য বাঁধের মধ্যে ৩২.১৫ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ রি-সেকশনিং এবং ৭.৮৫ কি.মি. বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রয়োজন হবে। এছাড়া ০৪টি ড্রেইনেজ এবং ১১টি ফ্লাশিং স্লুইস নির্মাণ এবং ০১টি বিদ্যমান ফ্লাশিং স্লুইস মেরামত করা হবে। পোল্ডারের ভিতরে প্রায় ২৪.০০ কিলোমিটার ড্রেনেজ চ্যানেল পুনঃখনন করা হবে। প্রায় ৩.১০ কি.মি. তীর সংরক্ষণ কাজ ও ০.৯ কিমি বাঁধের ঢাল সুরক্ষা করা হবে। বাঁধের উঁচুস্তর ডিজাইন পোল্ডারের ৪.৫ মিটার পিডব্লিউডি বরাবর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পোল্ডারের উন্নয়নে মোট ২৫.০২ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রতিরক্ষামূলক গ্রিন স্ট্রিপ উন্নত বাঁধ বরাবর আনুমানিক ৬.৫৪ হেক্টর জমি সামাজিক বনায়নের জন্য প্রস্তাবিত। পোল্ডার-৩৫/৩ এ প্রকল্পের কার্যাবলী টেবিল-৮ এ দেখানো হয়েছে।

ছক ৮: পোল্ডার-৩৫/৩ এর কার্যবিবরণী

কাজের উপাদান	একক	পোল্ডার-৩৫/৩
বাঁধের মোট দৈর্ঘ্য	কি.মি.	৪০.০০০
রিসেকশনিং বাঁধ	কি.মি.	৩২.১৫
বিকল্প বাঁধ নির্মাণ	কি.মি.	৭.৮৫
নিষ্কাশন স্লুইস নির্মাণ	সংখ্যা	৪টি
ফ্লাশিং স্লুইস নির্মাণ	সংখ্যা	১১টি
ফ্লাশিং স্লুইস মেরামত	সংখ্যা	১টি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	২৪
বাঁধ সুরক্ষা কাজ	কি.মি.	৩.১
বাঁধের ঢাল সুরক্ষা	কি.মি.	০.৯

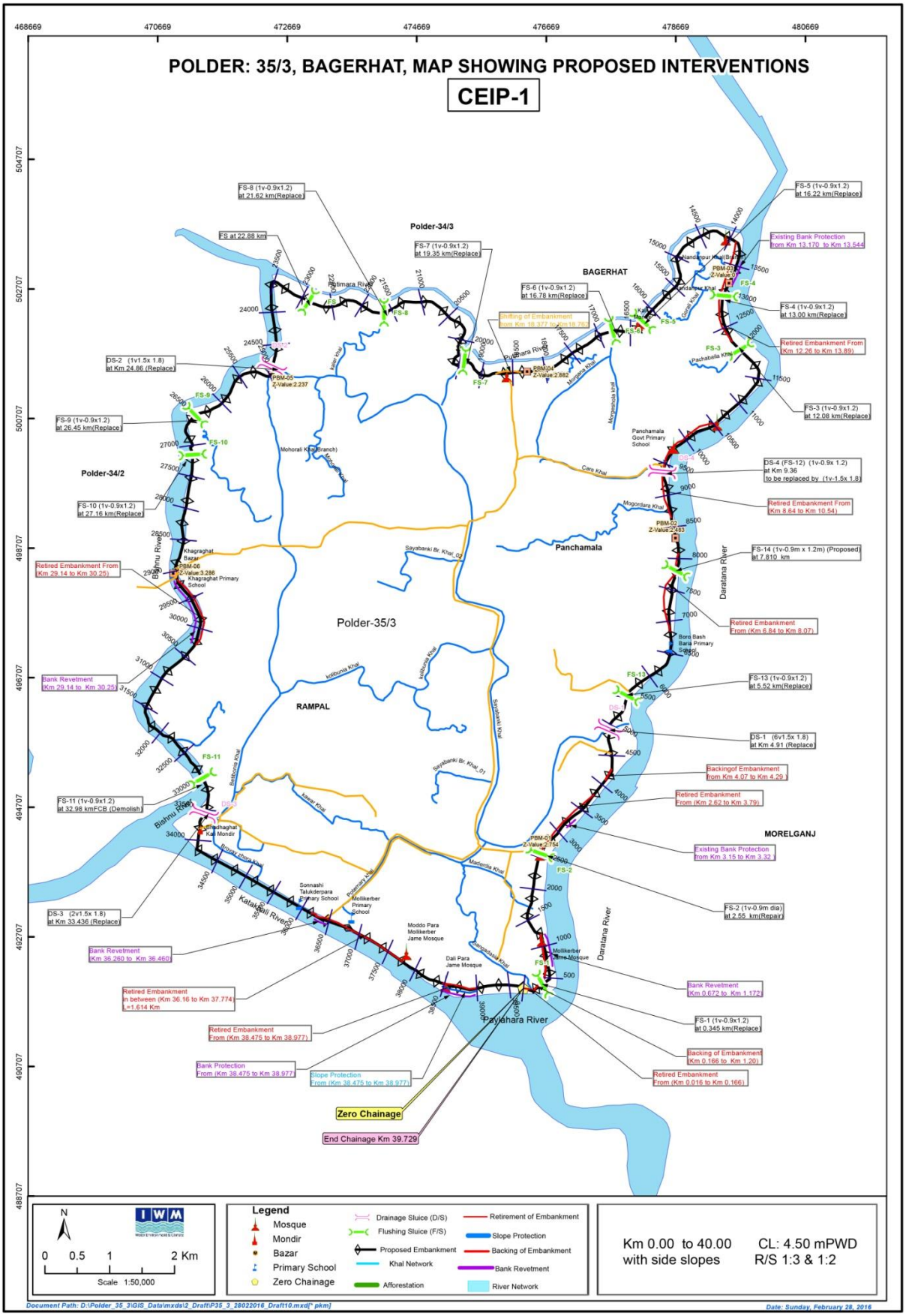

POLDER: 35/3, BAGERHAT, MAP SHOWING PROPOSED INTERVENTIONS
CEIP-1
Polder-35/3
Polder-34/3
Polder-34/2
BAGERHAT
RAMPAL
MORELGANJ
Panchamala
Daratana River
Bishnu River
Katakhali River
Paylahara River
Zero Chainage
End Chainage Km 39.729
Legend
Mosque
Mondir
Bazar
Primary School
Zero Chainage
Drainage Sluice (D/S)
Flushing Sluice (F/S)
Proposed Embankment
Khal Network
Afforestation
Retirement of Embankment
Slope Protection
Backing of Embankment
Bank Revetment
River Network
Scale 1:50,000
Km 0.00 to 40.00 with side slopes
CL: 4.50 mPWD
R/S 1:3 & 1:2
Date: Sunday, February 28, 2016

১.৩ ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন পরিধি

(১) প্রকল্পের প্রধান ভৌত কাজ তথা বাঁধের উন্নয়ন, বিকল্প/নতুন বাঁধ নির্মাণ এবং নতুন হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার ইত্যাদি নির্মাণে বেসরকারী জমি অধিগ্রহণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহার থেকে সরকারি জমি ফেরৎ নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। ২০১১ এর শেষ ভাগে সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অধীনে সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ (SIA) পরিচালনা করা হয় এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালের প্রথমদিকে চারটি পোল্ডার (মেরামত করা এবং প্রথম বছরে পুনঃনির্মিত) এর বিস্তারিত ডিজাইন প্রনয়নে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের উপর জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এই সম্পদের ক্ষতির পরিসংখ্যা পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) বাস্তবায়ন পর্যায়ে মার্চ-মে ২০১৫ সালে হালনাগাদ করা হয়েছে। ইতোপূর্বে পরিচালিত জরিপ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, বাঁধে বসবাসকারীদের (squatters) একটি বিশাল সংখ্যক তাদের বাসবাসের স্থান থেকে বাস্তুচ্যুত হবে এবং বেড়ি বাঁধের ঢাল থেকে অনেকের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(২) প্যাকেজ-১ এর চার পোল্ডারস্থ বাঁধ রি-সেকশনিং এর কাজ বাস্তাবয়নের জন্য ডিজাইন অনুযায়ী অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হবে না। কিন্তু কিছু ঝুঁকিপূর্ণ অংশে বিকল্প বাঁধ নির্মিতব্য স্লুইস গেটস, ফ্লাশিং স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদির জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন হবে। চার পোল্ডারে রি-সেকশনিং, পুরানো, নতুন বাঁধ ও পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো (টেবিল-৬) নির্মাণের জন্য প্রায় ১২৩.৫৪ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

(৩) প্রকল্পের এই চারটি পোল্ডারে ৫,৪৫৩টি ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিট (PAUs) যার মধ্যে বাস্তুচ্যুত আবাসিক পরিবার (Displaced of Residencial Households-DRH), বাস্তুচ্যুত বৃহৎ ব্যবসার মালিক (Displaced Large Business Owner-DLBO), বাস্তুচ্যুত গাছের মালিক (Displaced Tree Owner-DTO), বাস্তুচ্যুত অন্যান্য মালিক (Displaced Others Owner-DOO), বাস্তুচ্যুত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (Displaced Business Enterprises-DBE), আবাসিক-কাম ব্যবসা বাস্তুচ্যুত (Displaced Residencial-cum-comercial unit-DRC) ইউনিট, স্থানচ্যুত সম্প্রদায়ের স্থাপনা (Displaced Community Establishment-DCE) এই চারটি[৭] পোল্ডারে রয়েছে। **চারটি পোল্ডারের মধ্যে** পোল্ডার-৩২ এ ১৫৬৮, পোল্ডার-৩৩ এ ১৬৩৩, পোল্ডার-৩৫/১ এ ১৮৯০ এবং পোল্ডার-৩৫/৩ এ ৩৬২ সংখ্যক পরিবার/স্থাপনা স্থানচ্যুত হবে। এর মধ্যে ৩১৬৩টি বাস্তুচ্যুত আবাসিক পরিবার, ১৬০২টি বাস্তুচ্যুত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ২৯১টি আবাসিক কাম ব্যবসা বাস্তুচ্যুত পরিবার, স্থানচ্যুত অন্যান্য ১৫৪টি, ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মালিক ১৫টি, সম্প্রদায়ের স্থাপনা ২২৩টি এবং বাস্তুচ্যুত বৃহৎ ব্যবসার মালিক ৫টি অন্তর্ভূক্ত। এ চারটি পোল্ডারের বাস্তুচ্যুত/ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বিবরণী টেবিল-৯ এ প্রদর্শন করা হলোঃ

ছক ৯: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রভাবসমূহ

পোল্ডার নং	ভূমি অধিগ্রহণ (হেক্টর)	স্থানচ্যুত/ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিট							মোট
		আবাসিক	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	আবাসিক কাম ব্যবসা	অন্যান্য	গাছপালা	সাধারণ	বৃহৎ	
পোল্ডার- ৩২	৫০.৬৫	১০৫৫	৩৮৮	৭৫	১৪	০	৩৬	০	১৫৬৮
পোল্ডার- ৩৩	১২.৮৭	৮৮৯	৪৯৫	১২৬	২৯	১	৮৮	৫	১৬৩৩
পোল্ডার- ৩৫/১	৩৫.০০	১০৬৩	৫৭০	৮১	১০১	১৪	৬১	০	১৮৯০
পোল্ডার- ৩৫/৩	২৫.০২	১৫৬	১৪৯	৯	১০	০	৩৮	০	৩৬২
মোট	**১২৩.৫৪**	**৩১৬৩**	**১৬০২**	**২৯১**	**১৫৪**	**১৫**	**২২৩**	**৫**	**৫৪৫৩**

উৎস: KMC এর শুমারি ও আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা

[7]. বাস্তুচ্যুত পরিবারের ব্যক্তি হিসাবে জমি, বসবাসের জায়গা, জীবিকা ও আয়ের উৎস হারানো পরিবার/ব্যক্তি কে সংজ্ঞায়িত করা হয়। DLOs হল যারা প্রকল্পে তাদের বৈধ জমি হারায়, DTOs হল শুধুমাত্র গাছ হারানো ব্যক্তিরা, (গাছ অর্জিত / পাবলিক জমি / গতানুগতিক অধিকার বলে) DRHs হল যারা বসবাসের জায়গা হারানো পরিবারে , DBEs হল ব্যবসা / ব্যবসা প্রাঙ্গনে হারানোর ব্যক্তিগণ, FPG মালিক হল পুকুরে মাছ বা ঘের (চিংড়ি বেড) হারানো ব্যক্তিগণ, DRCs হল উভয় বাসভবন এবং ব্যবসা হারানো ব্যক্তিগণ, DCEs হল বাস্তুচ্যুত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ সম্পত্তি অবকাঠামো (ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান মত জায়গা হারানো পরিবারে, এবং সরকারী ও বেসরকারী অফিস)।

(৪) প্রস্তাবিত কার্যক্রমে আবাসিক ও বাণিজ্যিক স্থাপনা স্থানান্তর এবং উৎপাদনশীল বেসরকারী জমি (কৃষি জমি) গ্রহণের কারণে মানুষদের আর্থিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ভৌত অর্থনৈতিক বাস্তুচ্যুত করবে। ব্যক্তিগত জমি মালিক, আবাসিক পরিবার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান,সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠান সহ বাঁধে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী স্কোয়াটারস/এনক্রোচারসদের পূর্ত কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী স্থানান্তর ও স্থানচ্যুতি করা প্রয়োজন হবে।

১.৪ পুনর্বাসন প্রশমন করণ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে সহিস্নুতা বৃদ্ধিতে চার পোল্ডারের ঢাল উন্নয়ন, তীর সংরক্ষণ, বাঁধের উচ্চতর ক্রেস্ট স্তর এবং পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোর জন্য উন্নত ডিজাইনের মাধ্যমে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ডিজাইন প্রস্তুতিকালে ভূমি ও সম্পদের উপর এবং জীবিকার উপর নেতিবাচক প্রভাব এড়ানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। রি-সেকশনিং, পুরানো এবং নতুন বাঁধ নির্মাণের ক্ষেত্রে ভূমি অধিগ্রহণ ও জনগণের বাস্তুচ্যুতির প্রয়োজন হবে। প্যাকেজ-১ চুক্তিতে প্রভাব প্রশমণে নিম্নলিখিত পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে;

- বিদ্যমান বাঁধের উন্মুক্ত স্থানে পূর্ব Alignment সম্বনয় রেখে তীর সুরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
- ঢাল সুরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিকল্প বাঁধ নির্মাণ কমিয়ে আনা হলে সেক্ষেত্রে নতুনভাবে অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে না।
- জমিতে বাঁধের সেকশন এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে স্থানচ্যুতি পরিহার কর যায়।
- পোল্ডারের ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় এবং বাঁধে বসবাসকারীদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনা, মত বিনিময় এবং তাদের যথাসম্ভব অংশগ্রহণের মাধ্যমে ডিজাইন করা হয়।
- শুধুমাত্র বিদ্যমান বাঁধের ঢালে ক্ষতিগ্রস্ত স্কোয়াটারসদের নির্দিষ্ট সেকশনে সিভিল কাজ চলমান অবস্থায় অবগত ও স্থানান্তর করা হবে।
- নির্মাণ কাজ এমনভাবে পরিকল্পনা করা হবে যাতে করে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে স্কুলের ফাইনাল পরীক্ষার কার্যক্রম ব্যহত না হয়।
- পূর্ণ বাঁধ নির্মাণের কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে বসতবাড়ি এবং দোকান স্থানচ্যুতি এড়াতে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ করা হবে।
- পোল্ডারের বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় এর কৌশলগত বিষয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রেস্ট মাত্রা/উচ্চতা নির্ধারণ করা হবে। ক্রেস্ট স্তর প্রযুক্তিগত যুক্তি পর্যালোচনার পর পিএসসির (Project Steering Committee-PSC) বৈঠকে নিশ্চিত করা হবে।

১.৫ পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা

১.৫.১ উদ্দেশ্য

প্রাথমিকভাবে ২০১৩ সালে প্যাকেজ-১ এর চুক্তি অনুযায়ী ৫টি পোল্ডারের (পোল্ডার নং- ৩২, ৩৩, ৩৫/১, ৩৫/৩ ও ৩৯/২সি) জন্য এই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) প্রস্তুত করা হয়। পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (২০১৫) বাস্তবায়নের সময়ে প্যাকেজ-১ এর অধীন ৪টি পোল্ডারের (পোল্ডার নং- ৩২, ৩৩, ৩৫/১ ও ৩৫/৩) সম্পদের ক্ষতির তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে এবং তদানুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। এক্ষেত্রে নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব নিরসনে বিশ্বব্যাংকের অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন নীতি (ওপি ৪.১২) এবং বাংলাদেশের স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। চিহ্নিত প্রভাবের মধ্যে বসতবাড়ি, ব্যবসা, কমিউনিটি স্ট্রাকচার এবং উৎপাদনশীল সম্পদ থেকে তাদের স্থানচ্যুতি ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত। এ কর্ম পরিকল্পনায় বাস্তুচ্যুত পরিবার , স্থানচ্যুত সম্প্রদায়ের স্থাপনা (ডিসিই), দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের জীবন-জীবিকা পুনরুদ্ধারের সহায়তা অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই কর্ম পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য প্যাকেজ-১ এ প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব চিহ্নিত করা এবং তাদের প্রশমিত করার জন্য পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা নেওয়া যথাঃ (১) জমি এবং অবকাঠামোসহ সম্পদের ক্ষতির পরিধি (২) এ সমস্ত ক্ষতির প্রশমনের জন্য প্রযোজ্য নীতি ও আইনি কাঠামো (৩) এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স, এবং (৩) ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও প্রতিস্থাপন বাজেট (৪) পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মনিটরিং ও ইভালুয়েশন সহ প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো।

১.৫.২ কর্মপদ্ধতি (Methodology)

(১) প্রকল্পের পোল্ডারসমূহ নির্বাচনের প্রারম্ভে সম্ভাব্যতা যাচাই এর সময়ে জুন, ২০১১ সালে সামাজিক প্রভাব (এসআইএ) এবং প্রকল্পের ঝুঁকি সমীক্ষা করা হয়। শুমারি এবং আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা ডিসেম্বর ২০১১ থেকে ফেব্রুয়ারী ২০১২ সময়ে শতভাগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের উপর পরিচালনা করা হয়েছিল এবং ২০১৩ সালে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ) চূড়ান্ত করা হয়। পরবর্তীতে, ক্ষতিগ্রস্ত তালিকা (IoL) আপডেট করার জন্য নতুনভাবে শুমারি এবং জরিপ মার্চ-মে ২০১৫ সময়ে চার পোল্ডারের মধ্যে পরিচালিত হয়। সকল ক্ষতিগ্রস্ত স্বত্ত্বা নির্বিশেষে আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, জন সম্পদ এবং অন্যান্য স্থাপনাসহ ক্ষয়ক্ষতির তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। এছাড়াও ভাড়াটে শ্রমিক মজুরি ও বর্গাচাষি/অন্যের সম্পত্তির অধিকার ধারকদের হালনাগাদ তালিকা (আইওএল) অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(২) প্রকল্প প্রভাব এড়াতে বা কমানোর ও সামাজিক প্রভাব প্রশমনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এবং তাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে খোলামেলা কমিউনিটি সভা (সিএম) এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের মতামত ও পরামর্শ প্রকল্পে ডিজাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জমি, অবকাঠামো, গাছপালা ও অন্যান্য সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য বাজার জরিপ করা হয়। বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাথে আলোচনা সভা চলমান এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়ে অব্যাহত থাকবে। ক্ষতিপূরণ এবং স্থানান্তর (রিলোকেশন) সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রচারের জন্য সকল বাস্তচ্যুত ব্যক্তিদের নিয়ে ফোকাস গ্রুপ গঠন করা হয়।

(৩) চার পোল্ডারের প্রকৌশল ডিজাইন এর ভিত্তিতে প্রণীত ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা (LAP) অনুসরণে ও ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। প্রকল্প রাইট-আফ-ওয়ের (RoW) উপর স্ট্রাকচার ভিডিও দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ বরাবর চিত্র গ্রহণ করা হয় যাতে করে ভবিষ্যতে প্রতারণা পূর্ণ দাবি প্রতিরোধ করা যায় এবং কাট-অফ-ডেটস এর পরে নীতি অপব্যবহার এবং বহিরাগতদের অনুঃপ্রবেশ বন্ধ করা যায়। চার পোল্ডার মধ্যে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত স্বত্ত্বা ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য সিরিয়াল নম্বর (সবুজ কালি দিয়ে হাউজ হোল্ডিং নম্বর) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(৪) একটি বিস্তারিত তথ্য উদাহরণ স্বরূপ; জনসংখ্যা, বয়স/লিঙ্গ বিন্যাস, শিক্ষা, পেশা, আয় / দারিদ্র্য, ব্যবসার ধরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো ও অন্যান্য সম্পদের মালিকানা ইত্যাদি ২০১২ সালের শুমারী ও আর্থ-সামাজিক জরিপের (সিএসএস) মাধ্যমে সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করা হয়। ক্ষয়-ক্ষতির হালনাগাদের সময় প্রয়োজনীয় সামাজিক ও ডেমোগ্রাফিক তথ্য অবকাঠামোগত প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। সমস্ত তথ্য কম্পিউটারাইজড সিস্টেমে এবং জেন্ডার ও ঝুকি প্রবণতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ইন্টারভেনশনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পুনর্বাসন এবং রিলোকেশন পদ্ধতি, কমিউনিটি পর্যায়ে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, মতামত ও প্রতিক্রিয়া ফলাফলের সম্বনয়ে উন্নত করা হয়েছে।

(৫) হালনাগাদ র‍্যাপ এ বিশ্বব্যাংকের ক্লিয়ারেন্স প্রয়োজন হবে না। প্রথম র‍্যাপ নীতিমালাসহ বিশ্বব্যাংক ক্লিয়ারেন্স এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদনের পর বিশ্বব্যাংক এর Info-shop ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের (৫৪৫৩) কোনটিই আদিবাসী পরিবার নয় এবং প্রকল্পের হস্তক্ষেপ কোনো বাস্তব ও সাংস্কৃতিক সম্পদে প্রভাবিত হয় না, এর ফলে বিশ্বব্যাংক ওপি ৪.১০ এখানে প্রযোজ্য নয়। মাত্রা ও প্রভাবের তীব্রতা অনুযায়ী ওপি ৪.১২ এর একটি পূর্ণ পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রকল্পের (ইনফরমেশন ব্রোশিউর) বাংলায় পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার তথ্য ইস্তেহার সমন্বিত সংক্ষেপ পুনর্বাসন পুস্তিকা যা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিভিশন অফিস এবং স্থানীয় ইউপি অফিসে রাখার জন্য তৈরি করা হয়।

১.৫.৩ পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা এর কাঠামো

(১) পোল্ডারের অবস্থান, প্রশাসনিক সীমানা, বাপাউবো ক্ষেত্র ব্যবস্থাপনা এবং সিভিল নির্মাণে ৪টি পোল্ডার জন্য প্রস্তুত একটি প্রকল্প কার্যক্রম প্যাকেজের মধ্যে নির্দিষ্ট সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ণ, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ব্যবস্থা অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছিল। হালনাগাদ র‍্যাপটির পৃথক অধ্যায়ে আর্থ সামাজিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত (অধ্যায়-২) এবং র‍্যাপ এর একমাত্র ভলিউমে সকল তথ্য যেমন আর্থ সামাজিক, প্রভাব, বাজেট, বাস্তবায়ন ব্যবস্থা ইত্যাদি সমন্বয় করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(২) পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার (র‍্যাপ) মধ্যে ৯ টি অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত যার প্রতিষ্ঠা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে যথা: অধ্যায়-১ নং এ প্রকল্প পটভূমি, প্রস্তাবিত কার্যক্রম, পুনর্বাসন, উদ্দেশ্য, পরিধি, র‍্যাপ প্রস্তুতির পদ্ধতি, ভূমিকা এবং তার ভবিষ্যত আপডেট করার প্রয়োজনীয়তা। অধ্যায়-২ নং এ আর্থ সামাজিক তথ্য, অধ্যায়-৩ নং এ প্রকল্পের প্রভাব, সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি মেনে চলা এবং ক্ষতির তালিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। অধ্যায়-৪ নং এ আলোচনা প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন সময় এবং ভবিষ্যতে কৌশল উপস্থাপন বিষয়ে। অধ্যায়-৫ নং এ র‍্যাপ এবং তার বাস্তবায়ন আইনি কাঠামো ও নীতিমালা। অধ্যায়-৬ নং এ প্রকল্প প্রভাবিত ভৌত ইউনিট রিলোকেশন সুযোগ এবং কৌশলের ক্ষতিগ্রস্তদের আয় ও জীবিকার সুযোগ ও কৌশল সম্পর্কিত ব্যাখ্যা। অধ্যায়-৭ নং এ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়নের সময়সূচি। অধ্যায়-৮ নং এ জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন জন্য চারটি পোল্ডারের একত্রিত বাজেট আলোচনা করা হয়। পরিবীক্ষণ প্রোগ্রাম এবং প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা অধ্যায়-৯ নং এ বর্ণিত হয়েছে।

১.৫.৪ র‍্যাপ হালনাগাদকরণ

ক্ষয়ক্ষতির তালিকা (আইওএল) কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে চূড়ান্ত ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা এবং প্রকৌশল ডিজাইনের উপর ভিত্তি করে আপডেট করা হয়েছে। হালনাগাদ ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা প্রণয়নের সময় জমির মালিক নির্বিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত সকল স্বত্ত্বাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও ভাড়াটে, মজুরী শ্রমিক, ইজারাদার, বর্গাচাষি, অন্যের সম্পত্তির অধিকার ধারকদের আইওএল হালনাগাদ করার সময় গণনা করা হয়। হালনাগাদ তথ্য কম্পিউটারে এন্ট্রি এবং স্বতন্ত্রনাধীন ক্ষতি মূল্যায়ন করা হয়েছে। অবকাঠামো ও গাছের জন্য সুপারিশ হার সম্পত্তির হিসাব ও মূল্য নিরূপণ কমিটি (PAVC) দ্বারা তৈরি এবং হালনাগাদ কৃত আইওএল তথ্যের উপর ভিত্তি করে, সকল অবৈধ ক্ষতিগ্রস্তদের (Squatters) জন্য পৃথক এনটাইটেলমেন্ট নিরুপন করা হয়।

অধ্যায়-২ আর্থ-সামাজিক তথ্যাবলী

২.১ নারী-পুরুষ ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা

মার্চ-মে, ২০১৫ সালে পরিচালিত হালনাগাদ জরিপ এবং ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা জরিপ (IoL) অনুযায়ী, বসবাসরত পরিবার, বাণিজ্যিক উদ্যোক্তা, সিপিএস, গাছের মালিকানা ইত্যাদি সহ মোট ৫,৪৫৩টি ইউনিট প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত চিহ্নিত করা হয়েছিল। প্রকল্পের কারণে চারটি পোল্ডারে মোট ২২,৭৭৪ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার যার ৫১.৫৮% পুরুষ এবং অবশিষ্ট ৪৮.৪১% মহিলা। এই প্রকল্পের (প্যাকেজ-১) এর আওতায় প্রায় ৯২.৪৬% পুরুষ প্রধান পরিবার এবং ৭.৫৪% নারী প্রধান পরিবার, সাধারণত পুরুষেরা পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে থাকে। নারী প্রধান পরিবার বলতে তাদেরই বোঝায় সেই পরিবার যেখানে স্বামী মারা গিয়েছে এবং দায়িত্ব গ্রহনের জন্য প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে নাই। ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের মধ্যে মুসলমান প্রায় ৭১% এবং অবশিষ্টরা হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। চারটি পোল্ডারে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের শিক্ষার হার জাতীয় শিক্ষা স্তরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। অনুমোদিত র‍্যাপে পোল্ডার ভিত্তিক আলাদা-আলাদ রিপোর্ট তথা আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি দেয়া আছে। আর অন্যান্য তথ্যাদি বিভিন্ন ইমপ্যাক্ট, বাজেট ইত্যাদি মূল র‍্যাপে উপস্থাপিত হয়েছে। এই রিপোর্টে আর্থ-সামাজিক, জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রভাব, বাজেট, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সহ সকল তথ্য সহজে বোঝার জন্য একক ভলিউমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অধ্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জনসংখ্যার আর্থ-সামাজিক তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের লিঙ্গ প্রোফাইল চিত্র-৩ এ দেখানো হয়েছে। জনসংখ্যার মধ্যে ৫১.৫৮% পুরুষ এবং তাদের বাকি অংশ মহিলা (৪৮.৪১%)। এতে প্রতীয়মাণ হয় যে চারটি পোল্ডারে পুরুষের সংখ্যা মহিলাদের তুলনায় বেশী। বেঁচে থাকার তাগিদে পুরুষেরা উপকূলীয় এলাকায় অধিক পরিশ্রম করে। এছাড়াও মহিলারা পরিবারকে সহায়তা প্রদানের জন্য কাজ করে। তাই এই পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জনসংখ্যার উপর প্রভাব অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। যোগ্য পুরুষ এবং মহিলাদের জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পের সিভিল কাজে নিয়োজিত করা যেতে পারে। চিত্র-৩. এ পোল্ডার ভিত্তিক পুরুষ ও মহিলার সংখ্যার উপস্থাপন হয়েছে।

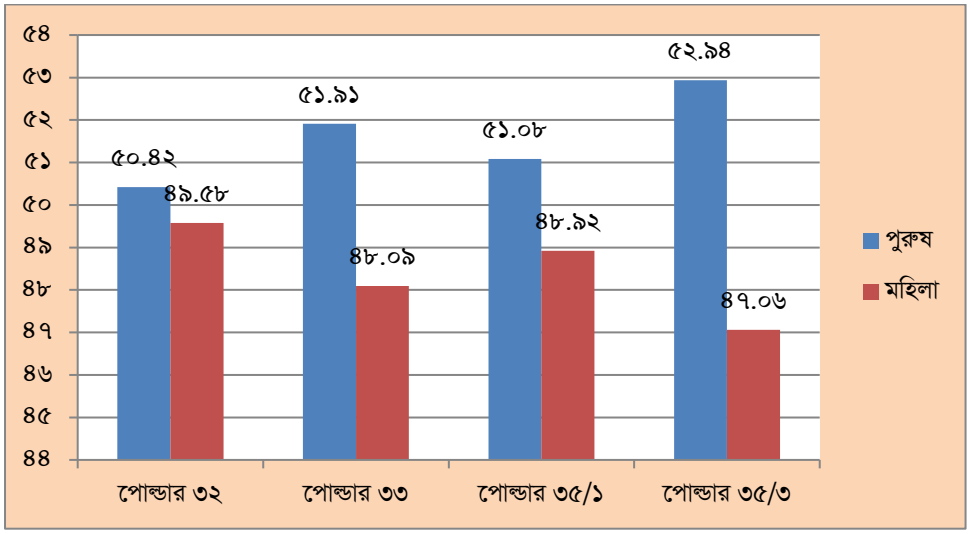

চিত্র ৩: পোল্ডার ভিত্তিক ক্ষতিগ্রস্ত পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা

২.২ বয়স ও লিঙ্গ ভেদে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বিন্যাস

প্যাকেজ-১ পোল্ডারসমূহে পুরুষ জনসংখ্যা মহিলা জনসংখ্যার চেয়ে সামান্য বেশি। ২১ থেকে ৩০ বয়সের মধ্যে, পুরুষের (৮.৪৫%) তুলনায় মহিলাদের (৮.৯৩%) সংখ্যা একটু বেশি। ৪ চিত্রে, ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা বয়স ও লিঙ্গ ভেদে দেখানো হয়। এতে দেখা যায় যে, ২১ থেকে ৫০ বছর বয়সের মধ্যে ৪৪.৪% ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ২১.৮৯%, এবং নারী ২২.৫১%।

তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী সিভিল কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। ৫১ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে ৮.১৭% এরও বেশি জনসংখ্যা যার পুরুষ ৪.৩৪% এবং মহিলা ৩.৮৪%। এতে বোঝা যায় যে ৬০ বছর বয়সের উর্ধ্বে রয়েছে জনগণের শতকরা ৮.৩৫ ভাগ যার মধ্যে ৪.৫৮% পুরুষ এবং ৩.৭৬% মহিলা এবং গড় আয়ু ৬০ বছরের নিচে এবং এই কারণে স্বাস্থ্য বা পুষ্টি সমস্যা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সুরাহা করা প্রয়োজন। চারটি পোল্ডারের মধ্যে চিত্র ৪ এ ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার বর্তমান বয়স এবং লিঙ্গের অনুপাত দেখানো হলো।

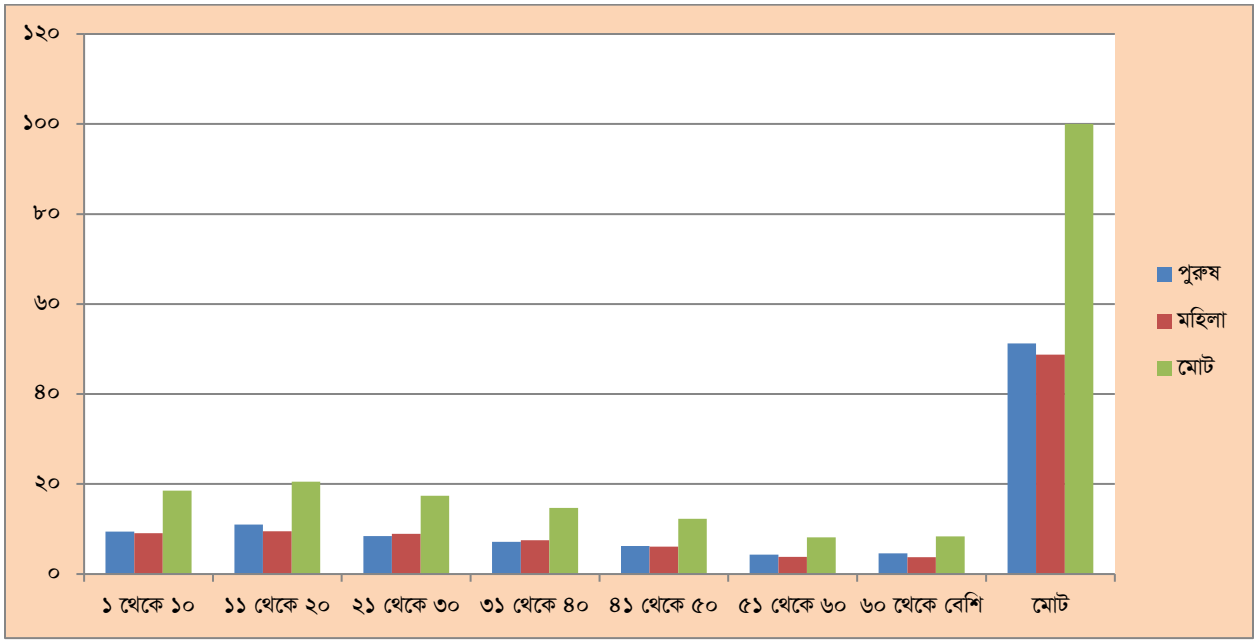

চিত্র ৪: বয়স ও লিঙ্গ ভেদে পরিবার প্রধানদের বিন্যাস

২.৩ ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের ধর্ম

প্রকল্প এলাকার চারটি পোল্ডারে জনগণ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ মুসলিম ও হিন্দু। চিত্রে প্রত্যেক পোল্ডারের মধ্যে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার মুসলিম (৭১.১%) এবং হিন্দু (২৭.৫৪%)। এছাড়া কিছু খ্রিস্টান (১.৩৮%) এবং বৌদ্ধ (০.০১%) ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় হিন্দু ধর্মীয় লোকসংখ্যা প্যাকেজ-১ এর পোল্ডারগুলোতে একটু বেশি বসবাস করছে। চিত্র-৫এ চারটি পোল্ডারের ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার ধর্ম উপস্থাপন করা হয়েছে।

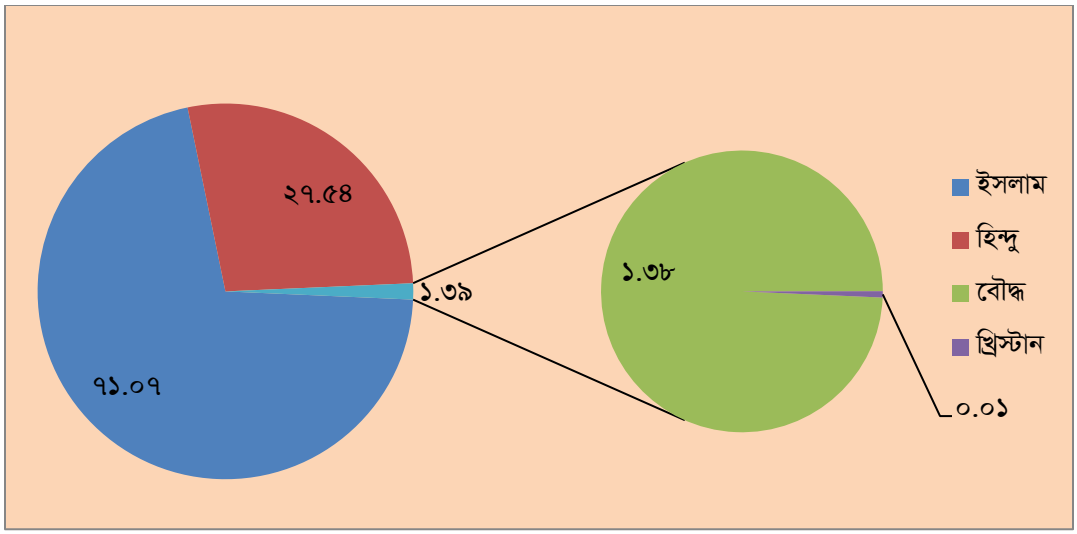

চিত্র ৫: ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার ধর্ম

২.৪ বয়স ও লিঙ্গ ভেদে পরিবার প্রধানের বিন্যাস

বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষ প্রধানত পরিবার প্রধান হয়। যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ সদস্য পরিবারে না থাকে তবে বিধবা মহিলারা পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে পুরুষ প্রধান পরিবার ৯২.৪৬% যেখানে ৭.৫৪% মহিলা প্রধান পাওয়া যায়। (চিত্র-৬) প্রকল্প এলাকার নারী-পুরুষ বন্টন একটি পাই ডায়গ্রামের মাধ্যমে দেখানো হলো। র‍্যাপ এর নীতিমালা অনুযায়ী গরীব মহিলা প্রধান পরিবাররা বিশেষ অনুদান পাবেন। চিত্র-৬ চারটি পোল্ডারে পুরুষ এবং মহিলা পরিবারের প্রধানদের অবস্থা উপস্থাপন করা হলো।

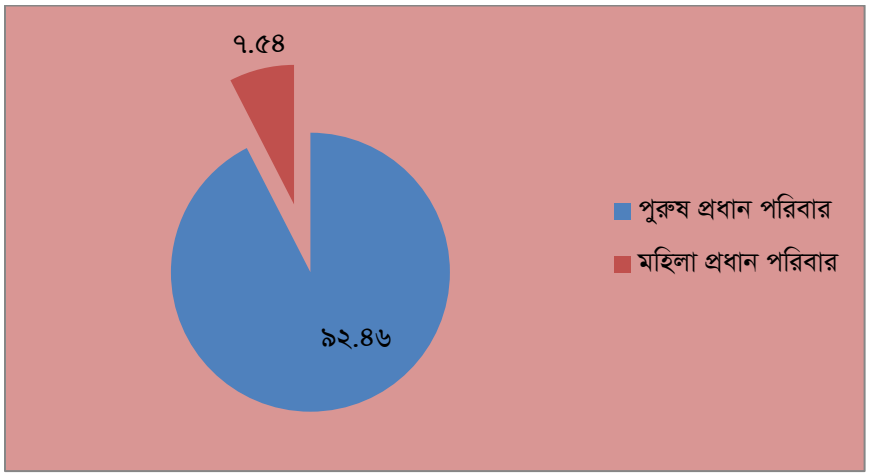

চিত্র ৬: পরিবার প্রধানের বয়স ও লিঙ্গ ভেদে পরিবার বিন্যাসকরন

২.৫ ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষার অবস্থা (৫ বছরের উপরে)

প্রকল্প এলাকার শিক্ষিতের হার দেশের গড় পরতা হারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। শিশুরা প্রাথমিক স্তর শুরু করলেও তাদের অনেকে পঞ্চম স্তর সমাপ্ত করতে পারে না (প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট-পিএসসি)। এটা উদ্বেগের বিষয় প্রায় অর্ধেক শিক্ষার্থী চতুর্থ শ্রেণি থেকে পিএসসির মধ্যে ঝরে যায়। উপকূলীয় এলাকায় নিরক্ষরতার হার কম। শুধু ৪.৩১% নারী এবং ২.৪০% পুরুষ অশিক্ষিত পাওয়া যায়। জনগণ তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠায় কিন্তু তাদের অনেকে প্রাথমিক পর্যায়ে বা শুধু প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট

(পিএসসি) উত্তীর্ণের পর ঝরে যায়। শিক্ষার্থীরা, ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) স্তর উত্তরণের আগে অনেকে ঝরে যায়। ছাত্রীদের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে যাওয়ার প্রবণতা উল্লেখ্যযোগ্য কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তাদের অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া যায়। এর মূল কারণ হলো সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা ও মেয়ে শিক্ষার্থীর বাল্যবিবাহ। বিশেষত: মেয়ে শিক্ষার্থীর জন্য সরকারের 'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' কর্মসূচীর কারণে দরিদ্র মানুষ তাদের সন্তানদের মাধ্যমিক স্কুলে পাঠায়। কিন্তু পরিবহন যোগাযোগ, রাস্তা-ঘাটে বিভিন্ন উৎপাদন, দারিদ্র্যতা ইত্যাদি সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা তাদের উচ্চ সেকেন্ডারী স্তরে যেতে বাধা হয়ে দাড়ায়। শুধু যাদের নিকটবর্তী এলাকায় কলেজ আছে সেখানে কিছু মেয়ে উচ্চশিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে। প্রায় ৭% শিক্ষার্থী এইচএসসি ও ৪.২৩% শিক্ষার্থীএসএসসি অর্জন করেছেন এবং পরিশেষে শুধুমাত্র প্রায় ২% ছাত্র তাদের উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করতে পারছেন। এলাকায় সাক্ষরতার হার পুরুষ দলের বেশি অথচ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং নিরক্ষরতায় মহিলা জনগোষ্ঠীর মধ্যে উচ্চ। এটা লক্ষণীয় যে নারী শিক্ষার হার শুধুমাত্র জেএসসি স্তর থেকে পিএসসি পর্যন্ত পুরুষের চেয়ে বেশি। চিত্র-৭ (৫ বছর উপরে) চার পোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শিক্ষার স্তর নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

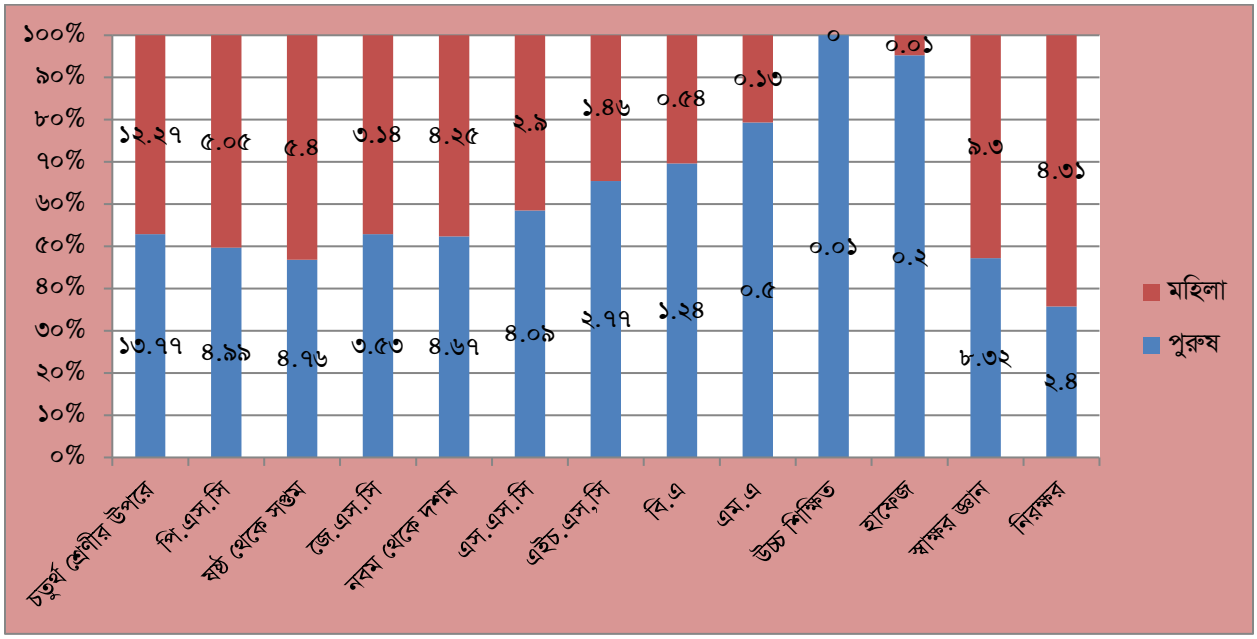

চিত্র ৭: ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের শিক্ষাস্তর

২.৬ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয়ের স্তর

আয়ের উপর ভিত্তি করে চারটি পোল্ডারের ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যাকে মোট ৫টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। চিত্র-৮ এ পোল্ডার ভিত্তিক মাথাপিছু আয় বণ্টন দেখানো হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্রায় ৬২% লোকের মাসিক আয় ৭,৫০০ টাকা (প্যাকেজ-১ এর পোল্ডারসমূহে ৪.৩৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের বাৎসরিক আয় ৮৭,০০০ টাকা)। এর অর্থ হচ্ছে বিবিএস এর (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো) আয় ও ব্যয়ের তথ্য বিবেচনায় তাদের আয় দারিদ্র্য সীমার নিচে। প্রায় বাৎসরিক আয় ৩০,০০০ টাকা এরূপ পরিবার রয়েছে শতকরা ২.৯৫ ভাগ। এরা প্রকৃতভাবে দিনে আনে দিনে খায়। মূলতঃ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয়ের বেশিরভাগ উৎসই হল কৃষি এবং ব্যবসা। চিত্র-৮ এ দেখা যে, চারটি পোল্ডারে মোট পরিবারের ১৭.৪২% ভাগের আয় ৯০,০০১-১২০,০০০ টাকার উপরে। এবং প্রায় ২৫.১১% পরিবারের আয় ১২০,০০০ টাকার উপরে। নিম্ন আয়ের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা লিঙ্গ ভেদে প্রকল্পের সিভিল নির্মাণ কাজে সুযোগ পাওয়ার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রকল্প জীবনযাত্রার মান পুনঃরুদ্ধার করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। চিত্র-৮ এ চারটি পোল্ডারের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে আয়ের বিন্যাস দেখানো হলো।

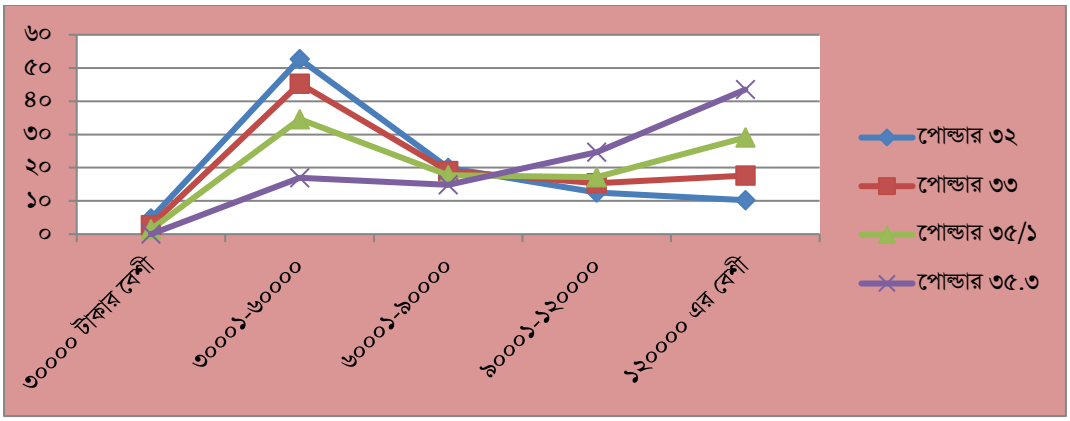

চিত্র ৮: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয়

২.৭ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বৈবাহিক অবস্থা (১৮+)

শুমারি এবং আইওএল জরিপ (২০১৫) থেকে জানা যায় যে,ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনের মধ্যে অধিকাংশই বিবাহিত ৭৮.১৯% (১৮ বছরের বেশি) এবং শুধুমাত্র ১৩.২৭% মানুষ অবিবাহিত। এই বয়সের ১৮+ পুরুষ মধ্যে ৭৭.১১% বিবাহিত এবং ২০.৮১% অবিবাহিত। কিন্তু মহিলা জনসংখ্যার একই বয়সের ৭৯.২৮% বিবাহিত, শুধুমাত্র ৫.৫৬% অবিবাহিত, ১২.৩৯% বিধবা এবং ২.২% স্বামী পরিত্যক্তা। বাংলাদেশে আইন অনুযায়ী মহিলার জন্য ১৮ বছর এবং পুরুষের জন্য ২১ বছর বিবাহযোগ্য করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় বিধবার হার তুলনামূলকভাবে উচ্চ, কারণ সমুদ্র/নদী থেকে মাছ ধরা ও সুন্দরবন থেকে মধু/কাঠ সংগ্রহে সময় পুরুষদের আকস্মিক মৃত্যু হয়। প্রকল্প এলাকার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের হার তুলনামূলকভাবে কম (০.৭৫%), যার অর্থ সামাজিক এবং পারিবারিক বন্ধন খুব শক্তিশালী। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ও কিশোরীরা যারা স্কুল থেকে ঝরে পরায় প্রকল্পের কাজে সুবিধাভোগী হবে। টেবিল-১০ এ প্যাকেজ-১ পোল্ডারের ক্ষতিগ্রস্তদের বৈবাহিক অবস্থা উপস্থাপন হল।

ছক ১০: ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার বৈবাহিক অবস্থা (১৮ বছর এবং তার উপরে)

বৈবাহিক অবস্থা	পুরুষ		মহিলা		মোট	
	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
বিবাহিত	৫৯৭৪	৭৭.১১	৬০০৪	৭৯.২৮	১১৯৭৮	৭৮.১৯
অবিবাহিত	১৬১২	২০.৮১	৪২১	৫.৫৬	২০৩৩	১৩.২৭
বিপত্নীক / বিধবা	১৩১	১.৬৯	৯৩৮	১২.৩৯	১০৬৯	৬.৯৮
স্বামী পরিত্যক্তা	২৫	০.৩২	১৫৩	২.০২	১৭৮	১.১৬
তালাকপ্রাপ্ত	৫	০.০৬	৫৭	০.৭৫	৬২	০.৪০
মোট	**৭৭৪৭**	**১০০**	**৭৫৭৩**	**১০০.০০**	**১৫৩২০**	**১০০.০০**

সূত্র: শুমারি এবং আইওএল জরিপ মার্চ-মে ২০১৫ সাল।

২.৮ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদেরকর্মসংস্থান (১৫ বছরের উপরে)

টেবিল-১১ দেখা যে, ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার মধ্যে প্রধান পেশা ব্যবসা ১১.০৮% (যার ১০.৬৯% পুরুষ এবং ০.৩৯% মহিলা)। যদিও মহিলারা বেশির ভাগ গৃহস্থলি কাজে নিযুক্ত তথাপিও তারা অন্য পেশার সঙ্গে নিযুক্ত। এর মূল কারণ হলো পরিবারকে সহায়তা করা। বর্তমানে মহিলারা সেবা, কৃষি, ব্যবসা, দিন মজুর ও মাছধরা ইত্যাদি পেশায় চলে এসেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিদেশে কাজ করছেন ২১৩ জন যার মধ্যে ১ জন মহিলা। ৪.৪১% মানুষ চাষাবাদের সঙ্গে সংযুক্ত যাদের মধ্যে ০.১২% নারী এবং ৪.২৯% পুরুষ। মহিলা পরিবারকে সহায়তা করতে অন্যান্য অনেক পেশায় সমানতালে নিয়োজিত। শুমারি এবং আইওএল অনুযায়ী (২০১৫)

৬৬ জন মানুষ দরজি/সেলাই কাজে নিযুক্ত যা থেকে ৪০ মহিলা এবং ২৬ পুরুষ পাওয়া যায়। এই ৪০ জন মহিলাদের মধ্যে তাদের এলাকার বাইরে কিছু দোকানপাট ও পোশাক কারখানায় কাজ করছে।

ছক ১১: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কাজের ধরন

ক্রমিক	পেশা	পুরুষ		মহিলা		মোট	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
০১	কৃষিকাজ	৬৯২	৪.২৯	১৯	০.১২	৭১১	৪.৪১
০২	চাকুরী	৪৮৯	৩.০৪	৯৯	০.৬১	৫৮৮	৩.৬৫
০৩	অভিবাসী / প্রবাসী	৭৯	০.৪৯	০	০.০০	৭৯	০.৪৯
০৪	গৃহিনী	০	০.০০	৫৭৯৯	৩৫.৯৯	৫৭৯৯	৩৫.৯৯
০৫	জেলে	৯৬৩	৫.৯৮	৮১	০.৫০	১০৪৪	৬.৪৮
০৬	ব্যবসা	১৭৩৮	১০.৭৯	৬৪	০.৪০	১৮০২	১১.১৮
০৭	দিনমজুর	২০১৮	১২.৫২	২১১	১.৩১	২২২৯	১৩.৮৩
০৮	গাড়িচালক	১০৮	০.৬৭	০	০.০০	১০৮	০.৬৭
০৯	রাজমিস্ত্রি	৪৮	০.৩০	০	০.০০	৪৮	০.৩০
১০	বেকার	৫৪৬	৩.৩৯	২৭৩	১.৬৯	৮১৯	৫.০৮
১১	দরজী	২৬	০.১৬	৪০	০.২৫	৬৬	০.৪১
১২	ডাক্তার	৪৯	০.৩০	১	০.০১	৫০	০.৩১
১৩	মাঝি	৩৫	০.২২	০	০.০০	৩৫	০.২২
১৪	ছাত্র/ছাত্রী	৯২৫	৫.৭৪	৫৪৯	৩.৪১	১৪৭৪	৯.১৫
১৫	বৃদ্ধ/বৃদ্ধা	৪২১	২.৬১	৭৪৩	৪.৬১	১১৬৪	৭.২২
১৬	নাপিত	৩৬	০.২২	০	০.০০	৩৬	০.২২
১৭	বাড়ি ভাড়া	২	০.০১	১	০.০১	৩	০.০২
১৮	মুচি	১৬	০.১০	০	০.০০	১৬	০.১০
১৯	মেকানিক/ প্রযুক্তিবিদ	২৮	০.১৭	০	০.০০	২৮	০.১৭
২০	অন্যান্য	২	০.০১	১১	০.০৭	১৩	০.০৮
	মোট	**৮২২১**	**৫১.০২**	**৭৮৯১**	**৪৮.৯৮**	**১৬১১২**	**১০০**

অধ্যায় ৩ প্রকল্পের প্রভাব এবং ঝুঁকি

উন্নয়নমূলক প্রকল্পে বিভিন্ন ধরনের ইতিবাচক, নেতিবাচক যেমন: সাধারণ ও কমিউনিটি স্থাপনার স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী আর্থ-সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি হয়। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের কি কি ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হবে তা নির্ধারনের জন্য ২০১১-১২ সালে ৪টি পোল্ডারে সমীক্ষা করা হয়। তদানুসারে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ) প্রস্তুত করা হয় এবং ২০১৩ সালে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মূল র‍্যাপে (২০১৩) পরামর্শ করা হয় যে পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয় তবে বাস্তবায়নের সময় যদি প্রস্তুতির ১২ মাস পরে পুনরায় ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। উহার উপর ভিত্তি করে ২০১৫ সালের মার্চ-মে মাসে একটি ক্ষয়-ক্ষতির সমীক্ষা জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে। এই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় চারটি পোল্ডারে প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের আর্থ-সামাজিক তথ্য, বাজেট, বাস্তবায়নকারী সংস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে প্রজেক্ট হস্তক্ষেপের ফলে যে সমস্ত প্রভাব সৃষ্ট হবে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে।

৩.১ প্রকল্প প্রভাবিত পরিবার এবং ব্যক্তি

(ক) প্রকল্পের প্রভাবে ৫,২২৫ পরিবারের (২২৮টি সাধারণ/সামাজিক সম্পত্তি বাদে) বাসস্থান, ব্যবসার স্থান ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি হবে। যেমন ৩,১৬৩ পরিবার তাদের আবাসন/বসতি অবকাঠামো, ১,৬০২ পরিবার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ২৯১ পরিবার আবাসন ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ১৫৪ পরিবার শুধুমাত্র সেকেন্ডারী অবকাঠামো/ঘর, ১৫ পরিবার তাদের গাছপালা হারাবে। এই ৫,২২৫ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মোট ২২,৭৪৪ জন সদস্য রয়েছে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে পরিবারের গড় আকার ৪.৩৬ ধরে। টেবিল-১২ তে মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বৈধ ৮০৩ (১৫%) পরিবার এবং অবশিষ্ট ৪,৪২২ (৮৫%) অবৈধ পরিবার। এ থেকে বোঝা যায় যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বেশিরভাগ জবর দখলকারী (স্কোয়াটারস) যাদের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো/ঘর স্থানান্তরের জন্য নিজস্ব কোন জায়গা নেই, সুতরাং কিছু সংখ্যক স্কোয়াটারদের বসতবাড়ি স্থানান্তরিত করার জন্য গ্রামে নিজস্ব জমি আছে যার জন্য তাদের আর্থিক সাহায্য দরকার। র‍্যাপ নীতি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার অন্যান্য সুবিধা ছাড়াও বসতবাড়ি উন্নয়ন ভাতা পাবে। প্রকল্পের প্রভাব এবং ক্ষতির বিবরণ নিম্নলিখিত টেবিল-১২ এ আলোচনা করা হল।

ছক ১২: প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং ব্যক্তিবর্গ

ক্ষতির বিবরণ	প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং ব্যক্তি সংখ্যা (সিপিআর ব্যতীত)				
	বৈধ/স্কোয়াটারস		অবৈধ/স্কোয়াটারস		মোট
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	
আবাসিক (জমি সহ/ ছাড়া)	৬৫১	২১%	২৫১২	৭৯%	৩১৬৩
বানিজ্যিক (জমি সহ/ ছাড়া)	৭৮	৫%	১৫২৪	৯৫%	১৬০২
আবাসিক / বাণিজ্যিক (জমি সহ/ জমি ব্যতিত)	৪৪	১৫%	২৪৭	৮৫%	২৯১
অন্যান্য (পরিবারের শুধুমাত্র সেকেন্ডারী কাঠামো ক্ষতি)	২৯	১৯%	১২৫	৮১%	১৫৪
শুধু বৃক্ষ (ভূমি ব্যতীত)	১	৭%	১৪	৯৩%	১৫
মোট	৮০৩	১৫%	৪৪২২	৮৫%	৫২২৫
মোট প্রকল্প প্রভাবিত ব্যক্তি	৩৫০৩	১৫%	১৯২৪১	৮৫%	২২৭৪৪
গড় পরিবারের আকার					৪.৩৬

উৎস: হালনাগাদ শুমারি ও আওএল জরিপ, মার্চ-মে ২০১৫

(খ) ভূমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত বেসরকারী/ব্যক্তিগত জমির প্রায় ১৫.৩৬% ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে (৮০৩ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার) তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং বাকি ৮৪.৬৪% (৪,৪২২ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার) পরিবার যার অধিকাংশ স্কোটারস ৪টি পোল্ডারের বিদ্যমান বাঁধে বসবাসরত। একই সম্প্রদায়ের ২২৮টি সিপিআররা প্রকল্পের সীমানায় অবস্থিত যা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উপরোক্ত টেবিল-১২ এ বৈধ ও অবৈধ পরিবার/ব্যক্তির ক্ষতির সংখ্যা ও শতকরা হার প্রদর্শন করা হয়েছে।

৩.১.১ আইনগত ক্ষতিগ্রস্ত প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি

এই সমীক্ষায় এটা প্রতীয়মান হয় যে, চার পোল্ডারের মধ্যে ৮০৩ জন টাইটেল হোল্ডার যাদের আবাসিক স্থাপনা, বাণিজ্যিক অবকাঠামো, আবাসিক/ বাণিজ্যিক অবকাঠামো, গৌন/সেকেন্ডারী অবকাঠামো, এবং গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আনুপাতিক হারে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হার পোল্ডার নং-৩৫/১ এবং সর্বনিম্ন ৩৫/৩ পোল্ডারে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের প্রায় ৩২.১৩% ভাগ পড়েছে ৩২ নং পোল্ডারে, ৩৭.১১% ভাগ ৩৫/১ নং পোল্ডারে, ১৭.৫৬% ভাগ ৩৩ নং পোল্ডারে এবং ১৩.২০% ভাগ ৩৫/৩ নং পোল্ডারে। টেবিল-১৩ এ প্রকল্প প্রভাব বিস্তারিত উপস্থাপন কর হলোঃ

ছক ১৩: আইনগত ক্ষতিগ্রস্ত টাইটেল হোল্ডার

ক্ষতির বিভাগ/ক্ষেত্রসূমহ/বিবরণ	পোল্ডার-৩২	পোল্ডার-৩৩	পোল্ডার-৩৫/১	পোল্ডার-৩৫/৩	মোট
আবাসিক অবকাঠামো	২৩০	১০৬	২৩৯	৭৬	৬৫১
বাণিজ্যিক অবকাঠামো	৭	১৮	৩৩	২০	৭৮
আবাসিক / বাণিজ্যিক অবকাঠামো	১৬	৮	১৬	৪	৪৪
অন্যান্য (শুধুমাত্র সেকেন্ডারী/অবকাঠামো হারানো)	৫	৮	১০	৬	২৯
শুধুমাত্র গাছপালা		১			১
মোট	২৫৮	১৪১	২৯৮	১০৬	৮০৩
শতকরা হার (%)	৩২.১৩	১৭.৫৬	৩৭.১১	১৩.২০	১০০.০০

সূত্র: শুমারি ও আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা, মার্চ ২০১৫-মে ২০১৫

৩.১.২ ক্ষতিগ্রস্ত অবৈধ প্রাপ্যযোগ্য নন- টাইটেল হোল্ডার ব্যক্তি

চারটি পোল্ডারে সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৪৪২২টি অবৈধ (নন-টাইটেল) পরিবারের (তারা ভূমি স্বত্বহীন এবং প্রকল্পের রাইট অফ ওয়ের মধ্যে দখল করে আসছে) আবাসিক অবকাঠামো, বাণিজ্যিক অবকাঠামো, আবাসিক তথা বাণিজ্যিক অবকাঠামো, শুধুমাত্র গৌন অবকাঠামো, এবং গাছ প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মূলত চার পোল্ডারের বিদ্যমান বাঁধের উপর বসবাসকারীরা অধিকাংশ স্কোটারস। পোল্ডার অনুপাতে ৩৫/১ নং পোল্ডারে (৩ ৪.৬২%) অবৈধ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ৩৫/৩ নং পোল্ডারে (৪.৯৩%) । এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত অবৈধ পরিবারের অনুপাত ৩৩ নং পোল্ডারে ৩১,৬৪% এবং ৩২ নং পোল্ডারে ২৮.৮১%। টেবিল-১৪ এ ক্ষতিগ্রস্ত নন- টাইটেল হোল্ডার ব্যক্তির বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হল

ছক ১৪: ক্ষতিগ্রস্ত অবৈধ (নন- টাইটেল) হোল্ডার ব্যক্তি

ক্ষতির বিভাগ/ক্ষেত্রসূমহ/বিবরণ	পোল্ডার-৩২	পোল্ডার-৩৩	পোল্ডার-৩৫/১	পোল্ডার-৩৫/৩	মোট
আবাসিক অবকাঠামো	৮২৫	৭৮৩	৮২৪	৮০	২৫১২
বাণিজ্যিক কাঠামো	৩৮১	৪৭৭	৫৩৭	১২৯	১৫২৪
আবাসিক / বাণিজ্যিক অবকাঠামো	৫৯	১১৮	৬৫	৫	২৪৭
অন্যান্য (শুধুমাত্র সেকেন্ডারী/অবকাঠামো হারানো)	৯	২১	৯১	৪	১২৫
শুধুমাত্র বৃক্ষ			১৪		১৪
মোট	১২৭৪	১৩৯৯	১৫৩১	২১৮	৪৪২২
শতকরা হার (%)	২৮.৮১	৩১.৬৪	৩৪.৬২	৪.৯৩	১০০

উৎস: শুমারি ও আইওএল জরিপ, মার্চ -মে, ২০১৫

৩.১.৩ ক্ষতিগ্রস্ত ইজারা/বর্গা গ্রহীতা

প্রকল্পের ৪টি পোল্ডারে অন্যের সম্পত্তির ইজারা গ্রহীতারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১০ জন সরকারি জমি ইজারাদার ও ১৪ জন বেসরকারি জমি বর্গা চাষি সহ মোট ২৪ জন ইজারা গ্রহীতা প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। ৩২, ৩৩, ৩৫/১ ও ৩৫/৩ চারটি পোল্ডারে ইজারাদার এবং বর্গা চাষি আছে। আইনানুগ ক্ষতি পূরণের সময় এই ইজারাদার এবং বর্গা চাষিদের সংখ্যা হালনাগাদ করা হবে এবং ইজারা ও বর্গা বাবদ অতিরিক্ত অনুদানের পরিমাণ যে কোন সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে। শুধুমাত্র জেলা প্রশাসক যে মালিকের সঙ্গে আইনি চুক্তি আছে ঐ সমস্ত ইজারা/বর্গা বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে, কিন্তু পুনর্বাসন সুবিধা সামাজিকভাবে স্বীকৃত মালিকদের প্রদান করা হবে। টেবিল-১৫ এ চার পোল্ডার ক্ষতিগ্রস্ত ইজারা/বর্গা গ্রহীতা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হল।

ছক ১৫: ক্ষতিগ্রস্ত ইজারা/বর্গা গ্রহীতা

পোল্ডারের নাম	ইজারাদার	বর্গাদার	মোট	শতাংশ
পোল্ডার-৩২	২	৪	৬	২৫
পোল্ডার-৩৩	১	২	৩	১৩
পোল্ডার-৩৫/১	৩	৩	৬	২৫
পোল্ডার-৩৫/৩	৪	৫	৯	৩৮
মোট	১০	১৪	২৪	১০০

উৎস: শুমারি ও আইওএল জরিপ, মার্চ -মে, ২০১৫

৩.১.৪ অর্পিত এবং অনাবাসী ভূমি মালিক

অর্পিত এবং অনাবাসী ভূমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ব্যক্তির জমি যারা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এবং ভারত বিভাগের সময়ে দেশ ত্যাগ করে ফেলে যায়। এই জমি প্রাথমিক ভাবে এনিমি সম্পত্তি আইন ১৯৬৫ অনুযায়ী 'এনিমি সম্পত্তি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৮৪ সালের একটি তদন্তের মাধ্যমে বের হয়ে আসে যে, এ ধরনের কিছু জমি কিছু বেসরকারি নাগরিকদের বাৎসরিক ভিত্তিতে ইজারা প্রদান এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থার জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এখনও এ ধরনের জমির প্রকৃত পরিমাণ আজানা, যা অনেকে মালিকানা দাবি করে বে-দখল করে ভোগ করে আসছে। যদি প্রকল্পের দেয়া ভূমি অধিগ্রহণ সময় দেখা যায় বর্তমান ভূমি ব্যবহারকারীরা আইনি নথি অসন্তোষজনক, তাহলে ডিসি তাদের অর্পিত এবং অনাবাসী সম্পত্তি ঘোষণা করবে এবং আইনানুগ ক্ষতিপূরণের জন্য তারা অযোগ্য হবে। যা হোক, অর্পিত সম্পত্তি রিলিজ অ্যাক্ট ২০০১ (আইনের ২০১২ সালে ২২ নং আইন দ্বারা সংশোধিত) দ্বারা সরকার মালিকদের জমি মুক্ত/ফেরত দিবে (যারা ভুল করে অর্পিত এবং অনাবাসী ভূমি মালিক হিসেবে মনোনীত আছে)। ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার সময় জেলা প্রশাসক অর্পিত সম্পত্তির মালিকানা চিহ্নিত করবেন।

৩.২ ভূমি এবং অন্যান্য ভৌত সম্পদের উপর প্রকল্পের প্রভাব

৩.২.১ ভূমি

প্যাকেজ-১ পোল্ডারে মোট ১২৩.৫৪ হেক্টর বেসরকারী জমি অধিগ্রহণ করা হবে, যার সর্বোচ্চ ফসলি জমি (৬৬.০৩ হেক্টর), বসতবাড়ি (২৩.৭৮ হেক্টর), ফলের বাগান (৯.৩০ হেক্টর), ভিটা/উঁচু ভূমি (৫.৫৯ হেক্টর), পুকুর (৮.৭০ হেক্টর), জলাভূমি/পরিখা (৫.৯০ হেক্টর), পতিত জমি (৩.১৫ হেক্টর) এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত জমি (১.০৯ হেক্টর)। টেবিল-১৬ এ দেখা যায় যে ৫০.৬৫ হেক্টর জমি ৩২ নং পোল্ডারে, ১২.৮৭ হেক্টর জমি ৩৩ নং পোল্ডারে, ৩৫.০০ হেক্টর জমি ৩৫/১ নং পোল্ডারে এবং পোল্ডার- ৩৫/৩ এ শুধুমাত্র ২৫.০০ হেক্টর অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের বিদ্যমান ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জমি ও সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ (সিইউএল) প্রদান করবে এবং সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ কমিটি (পিএভিসি) জমির জন্য প্রতিস্থাপন খরচ (আরসি) নির্ধারণ করবে। আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ এবং প্রতিস্থাপন খরচ এর মধ্যে অতিরিক্ত অর্থ (যদি থাকে) তা সরাসরি বাপাউবো প্রদান করবে।

ছক ১৬: পোল্ডার কর্তৃক অধিগ্রহণ জন্য জমির বিতরণ

ভূমি ব্যবহারের ভাগ	প্রস্তাবিত জমি অধিগ্রহণ (হেক্টরে)				
	পোল্ডার-৩২	পোল্ডার-৩৩	পোল্ডার-৩৫/১	পোল্ডার- ৩৫/৩	মোট
বসতবাড়ি	৭.৫৩	৪.২৬	৯.২১	২.৭৮	২৩.৭৮
ভিটা / উঁচুভূমি	০.৮৭	০.৪৫	২.৯০	১.৩৭	৫.৫৯
ফসলি ভূমি	৩২.০৩	৫.৫২	১১.১৬	১৭.৩২	৬৬.০৩
ফলের বাগান / বন ভূমি	১.৯৯	০.৯৮	৪.৫০	১.৮৩	৯.৩০
পুকুর	৩.৫৪	১.৩১	৩.০৫	০.৮০	৮.৭০
জলাশয়/ডিচ	৩.৭৯	০.২৫	০.৯৪	০.৯২	৫.৯০
পতিত জমি	০.৬৮	০.০০	২.৪৭	০.০০	৩.১৫
বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ভূমি	০.২২	০.১০	০.৭৭	০.০০	১.০৯
মোট	৫০.৬৫	১২.৮৭	৩৫.০০	২৫.০২	১২৩.৫৪

উৎস: চার পোল্ডার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পনা (এল এ পি)

৩.২.২ ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো

(১) চারটি পোল্ডারের ব্যক্তিগত জমির উপর নির্মিত অবকাঠামো যেমনঃ পাকা, আধা-পাকা, টিনের, কাঁচা, খড় ইত্যাদি মোট ৩,৭৫,৯২৭ বর্গফুট মেঝের সমপরিমাণ আয়তন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর শুধুমাত্র ২.৭৬% পাকা (ইট নির্মিত), ৪.০৮% আধাপাকা, ৩৩,৬৯% টিনের তৈরি (বেড়া, ছাদ, সি আই শীট নির্মিত), ২৭.১৩% কাচা (সিআই শীট ছাদ এবং বেড়ার মধ্যে খড়ের আইটেম), ৩২,৩৪% খড় (ছাদ এবং বেড়া, বাঁশ ও খড় নির্মিত) দ্বারা তৈরি। এগুলোর মধ্যে পাকা এবং আধাপাকা অস্থানান্তর যোগ্য অবকাঠামো বাকি অন্য সব স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো। ব্যক্তিগত জমির উপর নির্মিত ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক অবকাঠামোর মধ্যে সর্বোচ্চ ৩৫/১ নং পোল্ডারে ৩৬.৯২% এবং ৩২ নং পোল্ডারে আছে ৩২.১৬% । আইনগত মালিকদের (টাইটেল হোল্ডার) ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রদান করা হবে যা তাদের অবশিষ্ট জমির উপর তাদের নুতন অবকাঠামো অথবা স্থানান্তরের জন্য বিকল্প জমি ক্রয় করতে পারেন।

(২) এটা সত্য যে, দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবার সাধারণত খড়ের ও কাঁচা অবকাঠামোর ঘরে এবং অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত ধনী পরিবার টিনের তৈরি ঘরে বসবাস করে। শুধুমাত্র ধনী ব্যক্তিরা পাকা এবং আধা-পাকা অবকাঠামোর ঘরে বসবাস করে। যা হোক ভূমি মালিকদের (আইনি) ক্ষতিগ্রস্ত আবাসন অবকাঠামোর (বর্গফুটে) পরিমাণ নিম্নলিখিত টেবিলে-১৭ এ উপস্থাপন করা হলঃ

ছক ১৭: ব্যক্তিগত জমির উপর ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক অবকাঠামো (বর্গফুটে)

প্রকার	পোল্ডার-৩২	পোল্ডার -৩৩	পোল্ডার -৩৫/১	পোল্ডার -৩৫/৩	মোট	শতকরা হার (%)
পাকা	৪২৯৪	৭৬৯	৩৪৯৫	১৮২৬	১০,৩৮৪	২.৭৬
আধা-পাকা	৫২৮৩	৪৬৮৪	৩১৪৩	২২২৪	১৫,৩৩৪	৪.০৮
টিন	২০৬৮৮	১৫৯০২	৮০৫৩৬	৯৫০৮	১২৬,৬৩৪	৩৩.৬৯
কাঁচা	৩৪৩৪৭	২৪৪২৫	২৯২৯১	১৩৯৪৩	১০২,০০৬	২৭.১৩
খড়	৫৬২৭৮	২৩৬৩৪	২২৩২৭	১৯৩৩০	১২১,৫৬৯	৩২.৩৪
মোট	১২০৮৯০	৬৯৪১৪	১৩৮৭৯২	৪৬৮৩১	৩৭৫,৯২৭	১০০.০০
%	৩২.১৬	১৮.৪৬	৩৬.৯২	১২.৪৬	১০০.০০	

উৎস: শুমারি ও আইওএল জরিপ, মার্চ-মে ২০১৫

(৩) চারটি পোল্ডারে বাপাউবো বা অন্যান্য সরকারি জমির উপর ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামো (যেমন পাকা, আধাপাকা, টিনের, কাঁচা, খড়ের ইত্যাদি) যার সম্মিলিত আয়তন ১,৪৬২,৬৭২ বর্গফুট। এই মোট ক্ষতিগ্রস্ত আয়তনের মধ্যে মাত্র ১.৮২% পাকা (ইট নির্মিত), ৮.৪৪% আধা-পাকা, ২৮.৩৫% টিনের ঘর (বেড়া ও ছাদ দ্বারা সিআই শীট), ২৩.৯৭% কাঁচা (ছাদ এবং বেড়া খড়ের আইটেমে সিআই শীট) এবং ৩৭.৪০% খড় অবকাঠামো। সরকারী জমির উপর নির্মিত ভৌত ক্ষতিগ্রস্ত মোট অবকাঠামোর মধ্যে পোল্ডার-৩৩ এ সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত ৩৪.৫১%, পোল্ডার-৩৫.১ এ ৩৩.৪৩% এবং পোল্ডার-৩২ এ ২৭.২২%। সরকারী জমির উপর যাদের প্রাথমিক অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের শুধুমাত্র অবকাঠামো স্থানান্তর বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। বাপাউবো জমির উপর ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহায়তা ডিএসসি, র‍্যাপ দলের সহায়তায় সরাসরি বাপাউবো প্রদান করবে। বেসরকারী ও সরকারী জমির উপর নির্মিত ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণের হার প্রকারভেদে একই হবে। ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মালিক, প্রকল্পের কাজের বিলম্ব না করে বেসরকারী বা সরকারী জমির উপরস্থ অবকাঠামো/উপকরন বিনা খরচে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। সরকারী জমির উপর নির্মিত ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক অবকাঠামো (বর্গফুটে) নিম্নলিখিত টেবিল-১৮ এ বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছক ১৮: সরকারী জমির উপর ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক অবকাঠামো (বর্গফুটে)

প্রকার	পোল্ডার-৩২	পোল্ডার -৩৩	পোল্ডার -৩৫/১	পোল্ডার -৩৫/৩	মোট	শতকরা হার (%)
পাকা	৪২১৬	১৩০৭৩	৭৩৪৬	২২৩৮	২৬,৮৭৩	১.৮৪
আধাপাকা	২৭৩৭৯	৪০৪০৫	৫১৩৯৩	৪৩১২	১২৩,৪৮৯	৮.৪৪
টিন	৪৯২৪০	১২৫৮৬০	২২৫৬৮২	১৩৯০১	৪১৪,৬৮৩	২৮.৩৫
কাচা	৯৫৪২৩	১২৫৩১৬	১০৫৭০৯	২৪১৯৭	৩৫০,৬৪৫	২৩.৯৭
খড়ের	২২১৯২৩	২০০০৭৩	৯৮৮৮৯	২৬০৯৭	৫৪৬,৯৮২	৩৭.৪০
মোট	৩৯৮,১৮১	৫০৪,৭২৭	৪৮৯,০১৯	৭০৭৪৫	১,৪৬২,৬৭২	১০০.০০
শতকরা হার (%)	২৭.২২	৩৪.৫১	৩৩.৪৩	৪.৮৪	১০০.০০	

উৎস: শুমারি ও আই ও এল জরিপ, মার্চ-মে ২০১৫

(৪) তাছাড়া চারটি পোল্ডারের প্রাথমিক অবকাঠামোর বাইরে গৌন অবকাঠামো যেমনঃ স্যানিটারি ল্যাট্রিন, স্ল্যাব ল্যাট্রিন, কাঁচা পায়খানা, টিউবওয়েল/ওয়াটার পাম্প, সীমানা প্রাচীর, গেট, ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা দেখা যায় যে, ১০৮ টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ১০০৬ টি স্ল্যাব ল্যাট্রিন/প্রশাবখানা, ৯২টি কাঁচা পায়খানা, ৬০টি নলকূপ/পানির পাম্প, ২২৮ টি পিলার, ৭০৫০ ফিট সীমানা প্রাচীর প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সরকারি ও বেসরকারি জমিতে অবস্থিত গৌন অবকাঠামোর বিস্তারিত তথ্য নিম্নলিখিত টেবিল-১৯ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। বেসরকারী ও সরকারী জমির ক্ষতিগ্রস্ত সেকেন্ডারী অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ সমান হারে প্রদান করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর মালিকদের উপকরণ বিনা খরচে অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে।

ছক ১৯: ক্ষতিগ্রস্ত সেকেন্ডারি অবকাঠামো

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর প্রকারভেদ/ধরণ	পোল্ডার-৩২	পোল্ডার -৩৩	পোল্ডার -৩৫/১	পোল্ডার -৩৫/৩	মোট
১	স্যানিটারি পায়খানা (সংখ্যা)	২৮	৫৪	৪৯	১২	১৪৩
২	স্ল্যাব পায়খানা/প্রশ্রাবখানা (সংখ্যা)	২৫৩	২৭৫	৭৬৭	৫৬	১৩৫১
৩	কাঁচা পায়খানা (সংখ্যা)	৫০	৩১	২১	৯	১১১
৪	নলকূপ / পানির পাম্প (সংখ্যা)	১৩	২২	৩২	৮	৭৫
৫	৫ "সীমানা প্রাচীর / গেট (Rft.)	৩৬৪	৮৪৯	৬৩৬০	৩৮২	৭৯৫৫

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর প্রকারভেদ/ধরণ	পোল্ডার-৩২	পোল্ডার -৩৩	পোল্ডার -৩৫/১	পোল্ডার -৩৫/৩	মোট
৬	পিলার (সংখ্যা)	২৮	৫৩৩	৯৯	১৬	৬৭৬
৭	১০"সীমানা প্রাচীর / কবরস্থান / বেঞ্চ / শহীদ মিনার (Rft.)	৩১২	৫০৫	৭৫৫	৪৬	১৬১৮
৮	বিলবোর্ড / সাইনবোর্ড (Rft.)	০	১৯৫	৩৩০	০	৫২৫
৯	সিঁড়ি (Rft.)	৫৯	১৯৫	৮৯১	৯০	১২৩৫
১০	পানির ট্যাংক / সেপটিক ট্যাংক / জল ফিল্টার / মেশিন ফাউন্ডেশন / ওভেন (সিএফটি.)	১৩৯৯৫	৫৪১৯	১৫৮৮৪	২৩৮০	৩৭৬৭৮
১১	বৈদ্যুতিক খুঁটি (পাকা) (সংখ্যা)	২৩	৯০	৯৫	০	২০৮
১২	বৈদ্যুতিক খুঁটি (ষ্টীল) (সংখ্যা)	০	৬	০	০	৬
১৩	বৈদ্যুতিক খুঁটি (কাঠের) (সংখ্যা)	০	১৩৪	০	০	১৩৪

সূত্র: শুমারি ও আর্থসামাজিক সমীক্ষা, মার্চ ২০১৫-মে ২০১৫

৩.২.৩ স্থানান্তর এবং অ-স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো

স্থানান্তর যোগ্য অবকাঠামো হল সিআই শিট, বাঁশ, কাঠ, খড় প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে তৈরী অবকাঠামো যা সহজে এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যেতে পারে, আবার অ-স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো হলো ইট/কংক্রিট দ্বারা তৈরি যা সহজে স্থানান্তরিত করা যায় না। প্যাকেজ-১ এর অধীনে চার পোল্ডারে ১৭৬,০৮০ বর্গফুট অ-স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো এবং ১,৬৬২,৫১৯ বর্গফুটের স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জরিপে দেখা যাচ্ছে যে, স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো মূলত বাঁশ ও কাঠের ফ্রেম এবং ঢেউ তোলা লোহার সিট বা খড় দিয়ে প্রভৃতি নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে নির্মিত। ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর ৯০.৪২% ভাগের বেশি স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো এবং শুধুমাত্র ৯.৫৮% অংশ অস্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো। স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর মধ্যে কিছু কিছু আছে পায়ের উপর দাড়িয়ে (টিং দোকান) এ ধরনের অবকাঠামো অক্ষতভাবে সরানো যায়। এই ধরণের অবকাঠামোর ক্ষেত্রে পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত মূল্যের ৫% ক্ষতিপূরণ পাবে। টেবিল-২০ এ প্রকল্প দ্বারা প্রভাবিত স্থানান্তর এবং অ-স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর বিবরণ নিম্নে বর্ণনা করা হলঃ

ছক ২০: স্থানান্তর এবং অ-স্থানান্তর যোগ্য ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো

পোল্ডার নং	অ-স্থানান্তরযোগ্য		স্থানান্তরযোগ্য		মোট (বর্গফুট)
	বর্গফুট (এস,এফ, টি)	শতকরা হার (%)	বর্গফুট (এস,এফ, টি)	শতকরা হার (%)	
পোল্ডার-৩২	৪১,১৭২	২৩.৩৮	৪৭৭,৮৯৯	২৮.৭৫	৫১৯,০৭১
পোল্ডার-৩৩	৫৮,৯৩১	৩৩.৪৭	৫১৫,২১০	৩০.৯৯	৫৭৪,১৪১
পোল্ডার-৩৫/১	৬৫,৩৭৭	৩৭.১৩	৫৬২,৪৩৪	৩৩.৮৩	৬২৭,৮১১
পোল্ডার-৩৫/৩	১০,৬০০	৬.০২	১০৬,৯৭৬	৬.৪৩	১১৭,৫৭৬
মোট	**১৭৬,০৮০**	**১০০.০০**	**১,৬৬২,৫১৯**	**১০০**	১,৮৩৮,৫৯৯
	৯.৫৮%		৯০.৪২%		

সূত্রঃ হালনাগাদ সমীক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত জরিপ মার্চ-মে, ২০১৫।

৩.২.৪ গাছ ও উদ্ভিদ প্রজাতি

(১) চার পোল্ডারে ব্যক্তিগত জমিতে মোট ১৩৫,৭৭৮ টি গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মধ্যে ৬৭,৮৪৬টি বনজ গাছ, ৩১,৬৯৫টি ফলজ বৃক্ষ, ২৯,২২৩টি কলা এবং ২,৭০৮টি বাঁশ ঝাড় রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের বাঁধের ঢালে ৪,৩০৬টি ভেষজ উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গাছের সংখ্যার শতকরা হিসেবে বনজ গাছ ও ফলজ গাছ পর্যায়ক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই ইঙ্গিত দেয় যে, অনেক পরিবারে গাছের ধরণ ও আকার অনুযায়ী তাদের মূল্যবান গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বর্তমান বাজার দর (সিএমপি) অনুযায়ী গাছের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ডিসি অফিস বন বিভাগের সহায়তায় বিভিন্ন প্রজাতি এবং গাছের আকার ভেদে বর্তমান বাজার মূল্য নিরূপণ করবে। গাছের জন্য অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে সম্পত্তি মূল্য নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক গাছের ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত মূল্য ডিসি এর টপ-আপ পেমেন্ট প্রযোয্য হবে না। টেবিল-২১ এ বিভিন্ন গাছের সংখ্যা/পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হলঃ

ছক ২১: অধিগৃহীত ক্ষতিগ্রস্ত গাছের সংখ্যা/পরিমাণ

গাছ প্রকারভেদ	বড়	মধ্যম	ছোট	উদ্ভিদ	মোট
ফলজ	৭৫৫৪	৭৫৩৯	১১৪৯১	৫১১১	৩১,৬৯৫
কাঠ	৩৯৭৯	১০৭৪১	৩৯৬৪৫	১৩৪৮১	৬৭,৮৪৬
ঔষধি	১৭৭	৯৩৭	২২১২	৯৮০	৪,৩০৬
কলা	১১৮৯৪	৭৫৯৬	৫৪২০	৪৩১৩	২৯,২২৩
বাঁশ	৪৩৩	১৩৯৭	৭৯৩	৮৫	২,৭০৮
মোট	২৪,০৩৭	২৮,২১০	৫৯,৫৬১	২৩,৯৭০	১৩৫,৭৭৮

উৎস: শুমারি ও আইওএল জরিপ, মার্চ-মে ২০১৫

(২) প্রকল্পে ১২.০০ হেক্টর পুকুর এলাকা এবং চিংড়ি ঘের (চিংড়ী চাষাবাদ বীজতলা) ক্ষতিগ্রস্ত করবে। ভূমি অধিগ্রহণ (এলএ) আইন এবং র‍্যাপ নীতিমালা অনুযায়ী পুকুর/ঘেরের মাছের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। দন্ডায়মান ফসলের ক্ষতি-পূরণ জমি গ্রহণের সময় মূল্যায়ন করে প্রদান করা হবে। যদি ডিসি এর মূল্যায়নের পরিমাণ পিএভিসি এর পরিমাণের চেয়ে কম হয় তাহলে, র‍্যাপ নীতি অনুসারে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে।

৩.২.৫ আয় ও কর্মসংস্থান

৩.২.৫.১ ব্যবসায় থেকে আয় হারানো

প্রকল্পের প্রভাবে চারটি পোল্ডারে ১,৫৫৬ পরিবার তাদের ব্যবসা হারাবেন, যার মধ্যে ১,১৪৬ পরিবার নিজেরাই নিজস্ব স্থাপনায় (দোকান) ব্যবসা পরিচালনা করছে, এদের মধ্যে ৭২ জন পরিবার আবার নিজস্ব জমিতে ব্যবসা করছেন এবং ১,০৭৪ জন ব্যবসায়ি (পিএপি) সরকারি জমি/ বাঁধের উপর ব্যবসা পরিচালনা করছে। এছাড়াও এর বাইরে ১২ জন বৈধ (Titled) এবং ৩৯৮ জন অবৈধ (Non-titled) মোট ৪১০ জন ব্যবসা বাণিজ্যিক স্থাপনা/আবকাঠামো ভাড়া করে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করছেন। টেবিল-২২ এ মোট ব্যবসা হারানোর পরিবার বর্গের এবং মালিকানাা ধরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবসায়িরা ব্যবসায়িক ক্ষতি পূরণ বাবদ ৪৫ দিনের গড় আয়ের সমপরিমাণ অর্থ পাবেন। যা পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত।

ছক ২২: ব্যবসায় আয় হারানো (ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা)

পোল্ডার নং	টাইটেল	সম্পূর্ণ স্থানচ্যুতি		
		ব্যবসায়ী মালিক	ভাড়াটে	মোট
পোল্ডার-৩২	টাইটেলড/বৈধ	১৭	০	১৭
	অবৈধ	২৭৬	৮৬	৩৬২
পোল্ডার-৩৩	টাইটেলড/বৈধ	১৭	২	১৯
	অবৈধ	৩৭৯	১৪১	৫২০
পোল্ডারের-৩৫/১	টাইটেলড/বৈধ	২৭	১০	৩৭
	অবৈধ	৩৪৩	১৬৩	৫০৬
পোল্ডারের-৩৫/৩	টাইটেলড/বৈধ	১১	০	১১
	অবৈধ	৭৬	৮	৮৪
মোট	টাইটেলড/বৈধ	৭২	১২	৮৪
	অবৈধ	১০৭৪	৩৯৮	১৪৭২
	মোট	১১৪৬	৪১০	১৫৫৬

উৎস: শুমারি ও আইওএল জরিপ, মার্চ-মে ২০১৫।

৩.২.৫.২ ভাড়ার আয় হারানো

টেবিল-২৩ অনেক পরিবার বাঁধের উপর বাণিজ্যিক ও আবাসিক অবকাঠামো ভাড়া দিয়েছেন তারা প্রকল্পের কারনে ভাড়া বাবদ আয় হারাবেন। এ রুপ মোট ৪৪৮ পরিবার রয়েছে, যার ৩৮টি পরিবার আবাসিক (১০টি পরিবার সরকারি জমির উপর ও ২৮টি পরিবার ব্যক্তিগত জমির ওপর) এবং ৪১০টি পরিবার বাণিজ্যিক অবকাঠামো (ব্যক্তিগত জমি উপর ১২ টি ও সরকারী জমির উপর ৩৯৮ টি বাণিজ্যিক অবকাঠামোর) ভাড়া/আয় হারাবেন। ভাড়া আয়ের ক্ষতির সর্বোচ্চ প্রভাব পড়বে পোল্ডারের-৩৫/১ তে, এর পরে রয়েছে যথা ক্রমে পোল্ডার-৩৩, পোল্ডার-৩২ এবং পোল্ডার-৩৫/৩। এনটাইটেলমেন্ট (আইটেম নং-৬) অনুযায়ী অবকাঠামোর মালিক পাবেন তিন মাসের ভাড়া এবং ভাড়াটিরা পাবেন ছয় মাসের ভাতা।

ছক ২৩: পরিবার ও ব্যক্তি যারা ভাড়ার আয় হারাবেন

পোল্ডার	আবাসিক		ব্যবসায়িক	
	বৈধ (টাইটেলড)	অবৈধ/স্কোয়াটার (নন-টাইটেলড)	বৈধ (টাইটেলড)	অবৈধ/স্কোয়াটার (নন-টাইটেলড)
পোল্ডার ৩২	০	০	০	৮৬
পোল্ডার ৩৩	৩	১১	২	১৪১
পোল্ডার ৩৫/১	৭	১৬	১০	১৬৩
পোল্ডার ৩৫/৩	০	১	০	৮
মোট	১০	২৮	১২	৩৯৮
সর্বমোট	**৩৮**		**৪১০**	

উৎস: শুমারি ও আই ও এল জরিপ, মার্চ-মে ২০১৫।

৩.২.৫.৩ চাকরি/কর্ম হারানো

টেবিল-২৪ এ চার পোল্ডার বাণিজ্যিক সীমানার স্থানচ্যুতি কারণে কর্মসংস্থানের প্রভাবে যারা চাকরি/কর্ম হারাবেন তাদের সম্পর্কে তথ্য দেয়া হয়েছে। মূলত এরা বাঁধের উপর বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োজিত। মোট ১,৫৫৬টি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মধ্যে অধিকাংশ (১৪৩৭) মালিক দ্বারা চালিত এবং অবশিষ্ট ১১৯টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। সর্বশেষ ক্ষয়-ক্ষতির জরিপে মোট ২২৬ কর্মচারী চিহ্নিত হয়েছে যারা ৬ মাসের বেশী সময় ধরে মাসিক বেতন ভিত্তিক নিযুক্ত। এই কর্মচারীরা পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত হারে ৯০ দিনের মজুরির সমপরিমাণ অর্থ পাবেন।

ছক ২৪: ক্ষতিগ্রস্ত নিয়োজিত জনসংখ্যা

পোল্ডার নং	ব্যবসা পরিচালনার ধরণ (সংখ্যা)		৬ মাসের বেশী সময়ের জন্য নিযুক্ত কর্মী
	স্বনির্ভর (নিজ ব্যবস্থায়)	বেতনভোগী কর্মী	
পোল্ডার-৩২	৩৬৩	১৬	২৩
পোল্ডার-৩৩	৪৯৪	৪৫	৭৫
পোল্ডার-৩৫/১	৪৯২	৫১	১১৭
পোল্ডার-৩৫/৩	৮৮	৭	১১
মোট	**১৪৩৭**	**১১৯**	**২২৬**

উৎস: শুমারি ও আইওএল জরিপ, মার্চ-মে ২০১৫

৩.৩ অন্যান্য প্রভাব এবং দুর্বলতা

৩.৩.১ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের উপর প্রভাব

উন্নয়নের জন্য প্রস্তাবিত চার পোল্ডারে বসবাসকারী জনগণের বিচিত্র রকমের জীবন-জীবিকার সংমিশ্রণ সমৃদ্ধ। অধিকাংশ জনগণের পেশা কৃষি, ব্যবসা, সেবা, ক্ষেতমজুর, মাছ ধরা এবং কিছু অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমে জড়িত। বাঁধ নির্মাণের সময় অদক্ষ শ্রমিকদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হতে পারে, এই সম্ভাবনা জাতীয় বা আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। এর ফলে কৃষি ও মৎস্য সম্পদসহ স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রভাব ফেলতে পারে। নির্মাণের সময় স্থানীয় বেকার যুবক ও নারীদের কর্মসংস্থান ও ব্যবসায় ক্ষেত্র লাভ করবে। নিমার্ণের কাজে অনেক ধরনের পেশার লোকজন সমাগম হওয়ায় কিছু কিছু কৃষি ও মস্যে পন্যর দাম বেড়ে যেতে পারে, তাতে বিশেষ করে গরীব মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব বেড়ে যেতে পারে। যা হোক, উপকূলীয় নিয়মিত কৃষি ও মাছ ধরার কার্যক্রম প্রকল্পের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যদি না পূর্ত কাজ নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। পূর্ত কাজ চলাকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। এ সময়ে স্থানীয় জনসাধারনকে চলাচলে নিষেধ করা যাবে না যাতে তাদের নিয়মিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ঝামেলামুক্ত না হয়।

৩.৩.২ ছাত্রদের ওপর প্রভাব

চার পোল্ডারে ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যার প্রায় ২৬% ভাগ হল শিক্ষার্থী। প্রকল্প হস্তক্ষেপের কারণে ২৯টি বিদ্যালয় ও ১৪টি মাদ্রাসা (ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হবে এবং অনেক শিশু স্কুল থেকে ঝরে যেতে পারে, যদি উপযুক্ত স্থানান্তর (রিলোকেশন) কৌশল গ্রহণ না করা হয়। পরীক্ষার সময়সূচি স্থানান্তরের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে করতে হবে। কোন ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যত্র স্থানান্তর হওয়ার পূর্বেই বিকল্প স্থান খুঁজে বের করতে হবে ।

৩.৩.৩ নারী এবং ঝুঁকিপূর্ণ দলের উপর প্রভাব

(১) ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪৮.৭০% নারী যার প্রায় অর্ধেক গৃহিণী। চার পোল্ডারে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৯৮২ জন বিধবা, ১০০ জন স্বামী পরিত্যক্তা এবং ৪৬ জন তালাক প্রাপ্তা নারী। চারটি পোল্ডারে নারীদের কর্মসংস্থানের (পেশা) নিরিখে ১,২৩৩ জন নারী দিনমজুর, ব্যবসা, সেবা, মাছ ধরা, এবং সেলাই এর মত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত। বিধবা, নিঃসঙ্গ এবং তালাক

প্রাপ্তা নারীদের অন্যত্র চলে যাওয়া চ্যালেঞ্জিং। কর্মরত নারীদের বর্তমান অবস্থানে বাড়ির বাইরে কাজ করার একটি সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা তৈরী হয়েছে বা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা পূন:নির্মাণে সময় লাগতে পারে। নারীরা তাদের বর্তমান অবস্থানের বাইরে স্থানান্তরের ফলে পরস্পরের মধ্যে বিছিন্ন হবেন।

(২) বাংলাদেশ ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকস্ (বিবিএস) এর তথ্য অনুযায়ী, খুলনা বিভাগে গ্রামীণ জনসংখ্যার দারিদ্র্যসীমা (নিম্ন) ধরা হয়েছে যা, জন প্রতি মাসিক ১,১৩২ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আকার (গড়ে ৪.৩৬ জন) হিসেবে প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মাসিক আয় ৪,৯৩৫ টাকা (৫,০০০ টাকা)। চারটি পোল্ডারের ৫৭% ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার রয়েছে, যারা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন, তাদেরকে আয় স্তরের উপর ভিত্তি করে হতদরিদ্র পরিবারের হিসেবে বিবেচিত করা হয়েছে (২০১৫ সালের মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে প্রতি পরিবারের বাৎসরিক আয় সর্ব্বোচ ৮৭,০০০ টাকা)। এই সকল পরিবারকে আরো ভয়াবহ অবস্থায় ফেলে দেওয়া হবে যদি তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক এবং জীবিকার গন্ডির বাইরে স্থানান্তর সময় পুনঃব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে তারা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পরিবার প্রধানের নিয়মিত আয়ের ক্ষতি/হ্রাস এই সমস্ত দরিদ্র পরিবারকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং চারটি পোল্ডারে ৫৩৫ টি নারী-প্রধান পরিবার সমস্যায় থাকবে যদি স্থানান্তরের সময় তাদের কর্মদিবসের ক্ষতিপূরণ না প্রদান করা হয়।

৩.৪ কমিউনিটি অবকাঠামোর উপর প্রভাব

চারটি পোল্ডারে প্রকল্পের হস্তক্ষেপ কোনো ভৌত ও সাংস্কৃতিক সম্পদের ক্ষতি করবে না এবং সেই জন্য বিশ্ব ব্যাংকের ওপি-৪.১১ এখানে প্রযোজ্য নয়। টেবিল-২৫ এ দেখা যায় যে, চারটি পোল্ডারে মোট ২২৩টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমনঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান যা স্থানীয় কমিউনিটি ব্যবহার করছে। সর্বোচ্চ সংখ্যা পোল্ডার-৩৩ এ ৮৮ টি, পোল্ডার- ৩৫/১ এ ৬১টি, পোল্ডার-৩৫/৩ এ ৩৮ টি, এবং পোল্ডার-৩২ এ ৩৬টি অবকাঠামো রয়েছে। ২২৩টি ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণ সম্পত্তি অবকাঠামোর (সিপিএস) মধ্যে ৫৪টি মসজিদ, ৩৬টি মন্দির, ৪৫টি সমিতি, ২৮টি ক্লাব, ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। চার (০৪) টি সিপিএস সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং বাকিগুলি কমিউনিটির ব্যবহৃত স্থাপনা। অনেক অবকাঠামোর আংশিক ক্ষতি হবে যেমনঃ দেয়াল, সিঁড়ি, দরজা, ইত্যাদি। তবে এলাকার শিক্ষা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে কোনো প্রভাবিত করবে না। যদি কোন ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সম্পূর্ন ভেংগে ফেলা প্রয়োজন হয়, তাহলে প্রকল্প সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নেতিবাচক প্রভাব এড়িয়ে অনুরূপ সুবিধাদির সহায়তা প্রদান বা অনুরূপ অবকাঠামো তৈরী করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত সিপিএস পরিমাণ টেবিল-২৫ দেখানো হয়েছেঃ

ছক ২৫: ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটি সম্পত্তির অবকাঠামো

শ্রেনীবিন্যাস	পোল্ডার- ৩২	পোল্ডার- ৩৩	পোল্ডার- ৩৫/১	পোল্ডার- ৩৫/৩	মোট
মসজিদ	৫	১১	৩৪	৪	৫৪
সমিতি	৫	১০	৪	২৬	৪৫
মন্দির	৮	২৬	১	১	৩৬
ক্লাব	৯	১১	৭	১	২৮
স্কুল / পাঠশালা	৩	১১	৪	১	১৯
ইউনিয়ন পরিষদ		২	১	১	৪
এলজিইডি অফিস		১			১
জে, জে, এস ফিল্টার		১			১
প্রশিক্ষণ কেন্দ্র		১			১
আর্ন্তজাতিক ত্রান এনজিও অফিস		১			১
এতিমখানা	১		২	১	৪
বাপাউবো স্থাপনা	১	১	১	১	৪
এফ, সি, ডি, আই				১	১
মাদ্রাসা		১	২	১	৪
সি, এস, এস		১			১

শ্রেনীবিন্যাস	পোল্ডার- ৩২	পোল্ডার- ৩৩	পোল্ডার- ৩৫/১	পোল্ডার- ৩৫/৩	মোট
পাবলিক টয়লেট		১			১
বহুমূখী কার্যকরী সংস্থা		১			১
গীর্জা	১	১			২
বাংলাদেশ নায়ারিন মিশন		১			১
অবলম্বন/রিসোর্ট		১			১
সিটি প্রকল্প		২			২
জিআইজেড		১			১
পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি		১			১
পার্টি অফিস			২		২
এনজিও অফিস প্রতিফলিত সার্কেল	২				২
কমিউনিটি পুলিশিং ফোরাম			১		১
পুলিশ ফারি			১		১
হীড বাংলাদেশ	১				১
যাত্রী ছাউনি		১			১
শ্বশ্বাণ ঘাট			১		১
মোট	৩৬	৮৮	৬১	৩৮	২২৩

উৎসঃ শুমারি ও মতামত জরিপ, মার্চ-মে ২০১৫

অধ্যায় ৪ জনগণের সাথে মতবিনিময় ও প্রকল্প অবহিতকরণ

৪.১ অবহিতকরণ এবং আলোচনা প্রক্রিয়া

(১) প্রকল্পস্থ জনগণের এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে ফোকাস গ্রুপ সভা ও আলোচনার (এফজিডি) মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অবহিত করা হয়। সিইআইপি ফেজ-১ এর সম্ভাব্যতা সমীক্ষাকালে সামাজিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে এবং শুমারি ও আর্থ-সামাজিক সমীক্ষা চলাকালে প্যাকেজ-১ পোল্ডার সমূহের বিস্তারিত ডিজাইন ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে প্রকাশ এবং আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের শুমারি ও আর্থ-সামাজিক সমীক্ষায় (সিএসএস) চলাকালীন সময়ে স্টেক হোল্ডাগনের অংশগ্রহণমূলক আলোচনা ও তথ্যের উপর ভিত্তি করেই পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ) প্রস্তুত করা হয়েছে। র‍্যাপ বাপাউবো ওয়েবসাইট এবং বিশ্বব্যাংকের ইনফো-সপে প্রকাশ করা হয়েছিল। র‍্যাপটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে এবং ইহা বাপাউবোর ওয়েবসাইট এবং বিশ্বব্যাংকের ইনফো-সপে প্রকাশ করা হবে।

(২) প্রকল্পের প্রাথমিক স্টেকহোল্ডারের মধ্যে রয়েছে স্থানীয় কৃষক, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, নারীগ্রুপ ইত্যাদি এবং সেকেন্ডারী স্টেকহোল্ডারের মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি গ্রুপ, জেলে, মাঝি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (এজিআই)। অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের মধ্যে নির্বাহী সংস্থা (ইএ) হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বন অধিদপ্তর, বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া উল্লেখিত স্টেকহোল্ডারের মত ব্যবসায়ীক গ্রুপ যথাঃ ঠিকাদার, উপ-ঠিকাদার ও নির্মাণ সময়কালে সরবরাহকারী ব্যবসায়ীরা গ্রুপ প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার।

(৩) গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পাশাপাশি স্থানীয় কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে গ্রুপ মিটিং এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে পরামর্শ করা হয়েছিল। র‍্যাপ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের মতামত ও বিবেচনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ২০১২ সালে স্টেকহোল্ডাদের সাথে ১৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়, যার মধ্যে পোল্ডার- ৩২ এ ৩টি, পোল্ডার-৩৩ এ ৫টি, পোল্ডার-৩৫/১ এ ৪টি এবং পোল্ডার-৩৫/৩ এ ৩টি। মূল র‍্যাপের গাইডলাইন অনুসারে ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা ২০১৫ সালে আপডেট করা হয়েছে। আলোচনা ও সভার মাধ্যমে চারটি পোল্ডারের ক্ষয়-ক্ষতির হালনাগাদ করা হয়। বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার যেমনঃ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/সদস্য, শিক্ষক, ইমাম, স্থানীয় কমিউনিটি লিডার, রাজনৈতিক নেতা, কৃষক, দোকানদার এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্তরা সভায় অংশগ্রহণ করেন। র‍্যাপ বাস্তবায়নের পর ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন পেশাগত গ্রুপের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। সকল বাস্তুচ্যুত পরিবারের সমন্বয়ে মোট ২৩৭ টি ফোকাস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে তন্মধ্যে পোল্ডার-৩২ এ ৬৮টি, পোল্ডারের-৩৩ এ ৬৩টি, পোল্ডার-৩৫/১ এ ৮৮টি ও পোল্ডারের ৩৫/৩ এ ১৮টি। জুন, ২০১৬ এর হিসাব অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে ৯৪৯ টি ফোকাস গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এ সভায় তাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া, প্রাপ্যতার হিসাব-নিকাশ, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুতি ও হালনাগাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। র‍্যাপ বাস্তবায়ন কালে ও এই ধরনের ফোকাস গ্রুপ মিটিং অব্যাহত থাকবে।

৪.২ কমিউনিটি পরামর্শের ফলাফল

(১) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ নিরূপণের পদ্ধতি, তাদের জীবন-জীবিকার প্রকৃতি ও প্রভাব, ক্ষতিপূরণ প্রদান পদ্ধতি, অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের উপর বিশ্বব্যাংকের নীতি নির্ধারণের জন্য প্রক্রিয়া, কাট-অফ- ডেট, সম্পত্তির তালিকা ইত্যাদি ফোকাস গ্রুপ মিটিং এ আলোচনা হয়েছে। প্রকল্পের ডিজাইন, ক্ষতিপূরণ, রিলোকেশন সুবিধা ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিকূল সামাজিক প্রভাব ইত্যাদি কমিউনিটির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে বলা হয়। এছাড়া দখলদার এবং স্কোটারস দ্বারা সরকারি জমি ব্যবহার, দখল, রিলোকেশন প্রয়োজনীয়তা, ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান, প্রক্রিয়া, বিকল্প অপশন ইত্যাদি মতামত এই মিটিং এ প্রকাশ্যে আলোচনা করা হয়েছিল। নারী ও অন্যান্য অসহায় জনগোষ্ঠী ছাড়া ও নির্দিষ্টভাবে প্রকল্পের প্রভাব এবং তাদের জীবিকা বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

(২) ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়ের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনাসহ কনসালটেশন মিটিং করা হয়। ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে ক্ষয়-ক্ষতির জরিপ হালনাগাদ এবং বাস্তবায়নের সময় বিশ্বব্যাংকের পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ, বাপাউবোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞসহ একটি পরামর্শক দল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, দোকান ও কমিউনিটি প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিদর্শনকালে পরামর্শ প্রদান করেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ প্রকল্পের পক্ষে তাদের মতামত এবং জলোচ্ছ্বাস, আইলা ও সিডরের

মতো দুর্যোগ থেকে রক্ষাকল্পে দ্রুত বাস্তবায়ন চেয়েছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মানুষ নদীর তীর রক্ষা করার জন্য বাঁধ নির্মাণের মতামত প্রকাশ করেন। আইলা ও সিডরের মত দুর্যোগ থেকে তাদের মধ্যে এই ভয় সৃষ্টি হয়। তাদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদ, জীবিকা এবং বাড়িঘর ও ব্যবসা স্থানান্তরের জন্য বিকল্প জায়গার সুবিধাসহ পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করে। গ্রুপ বা ব্যক্তির স্থানান্তরের বিষয়ে তাদের মতামত গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়। বাস্তুচ্যুত মানুষের সকল ব্যক্তি স্ব-রিলোকেশন (Self-relocation) এর জন্য মতামত দেন, যদিও প্রকল্প হতে তাদের গ্রুপ রিলোকেশনের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ এই গ্রুপ রিলোকেশনের জন্য ভাল স্থানে জমি পাওয়া দুস্কর। এছাড়া, তারা পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য নিকট আত্নীয়ের কাছে ফিরে যেতে চায়। ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের উপর বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা, এবং অবৈধ দখলকারী, স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তার জন্য উপযুক্ত এলাকা, বিকল্প জমির সহজলভ্যতা ইত্যাদি উপর সরকারী আইন সম্পর্কে তাদের অবহিত করা হয়। স্টেকহোল্ডাদের সাথে মিটিং এর ফলাফল ক্ষয়ক্ষতির প্রশমন ব্যবস্থা ও নীতিমালা তৈরীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

ছক ২৬: মিটিং এর আলোচ্য বিষয়বস্তু

আলোচ্য বিষয়বস্তু	আলোচনা সভার ফলাফল
১. প্রকল্পের এলাইনমেন্টর পরিবর্তন ও সমন্বয় বিষয়ে কমিউনিটির উপলব্ধি এবং মনোভাব; ২. প্রকল্প ধারণা, ডিজাইন এবং সুবিধা; ৩. ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের তালিকা প্রণয়নে কাট-অফ-ডেট; ৪. অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের উপর বিশ্বব্যাংকের নীতি ৫. ডিসি কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি; ৬. জমি, অবকাঠামো, গাছপালা, এবং অন্যান্য সম্পদ, রিলোকেশন সহায়তা ইত্যাদির জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কার্যপ্রণালী; ৭. প্রকল্প বিরূপ প্রভাব ও প্রশমন ব্যবস্থা; ৮. ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি ও এনটাইটেলমেন্ট; ৯. বিকল্প স্থানান্তর এবং পুনর্বাসন, নাগরিক সুযোগ-সুবিধার চাহিদা ও একটি নির্দিষ্ট সাইটে স্থানান্তর; ১০. প্রকল্প সংক্রান্ত প্রধান সমস্যা এবং অসহায় গ্রুপের দিকে বিশেষ মনোযোগ; ১১. সাধারণ সম্পদ সম্পত্তি স্থানান্তর;	১. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রভাব সম্পর্কে জানানো হয় এবং সম্ভাব্য প্রকল্পের প্রভাব বিষয়ে সচেতন করা হয়। ২. জরিপের কাট-অফ- ডেট সম্পর্কে এবং পরিষ্কারভাবে জানানো হয় যে কাট-অফ- ডেট এর পরে জমি এবং অবকাঠামো মান এবং পরিমাণের কোন পরিবর্তন হবে না। ৩. প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ, স্থানান্তর, স্লুইস গেট নির্মাণ, বাঁধের উপর মাটি ভরাট, ইত্যাদি প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৪. বাঁধ সুদৃঢ় হিসাবে প্রকল্পের ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, জলোচ্ছ্বাস থেকে সুরক্ষা, ইত্যাদি অনুমান করতে পারে। ৫. এছাড়াও তারা বর্তমান অবস্থান থেকে বাধ্যতামূলক স্থানচ্যুতি, নতুন পরিবেশ, আর্থিক সমস্যা, রিলোকেশন সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম ইত্যাদি প্রকল্পের নেতিবাচক প্রভাব বিষয়ে সচেতন করা হয়। ৬. মানুষ তাদের ক্ষতিগ্রস্ত উপাদান অবকাঠামো নিরাপদ ব্যবধানে উদ্ধার করতে পারে। ৭. প্রকল্পের সহায়তায় নতুন সাইটে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্থানান্তর। ৮. পুনর্বাসন সাইটে তাদের স্থানান্তর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। ৯. প্রকল্পের কনস্ট্রাকশন কাজে তাদের কাজের অগ্রাধিকার সম্পর্কে জানানো। ১০. প্রকল্প কর্মসূচীর সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আছে ১১. অবশেষে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ সভায় প্রকল্পের সকল প্রকার কার্যক্রম এবং প্রকল্পটি স্থানীয় মানুষ, উপকূলীয় অঞ্চল সেই সাথে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা অবগত করা হয়েছে।

৪.৩ বাস্তবায়ন পর্যায়ে জনমত বিনিময় পরিকল্পনা

(১) পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (র‍্যাপ) প্রস্তুত কালে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং তাদের কমিউনিটিকে কনসালটেশন মিটিং এ অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। জনমত বিনিময় একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ সময়ে অব্যাহত রাখা হবে। র‍্যাপ বাস্তবায়নকালে, পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (ডব্লিউএমও) ও পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ (ডব্লিউএমজি) সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সহযোগিতা প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সহযোগিতা চাওয়া হবে। প্রকাশ্য আলোচনা ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনার মাধ্যমে, ক্ষতিগ্রস্তদের জানানো হবে যে তাদের বাপাউবো থেকে অভিযোগ প্রশমন করার অধিকার আছে। অভিযোগ নিরসন কমিটির (জিআরসি) মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাদের অভিযোগ দাখিল করতে পারবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ জিআরসির মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাহায্য চাইতে পারে। জিআরসি পুনর্বাসন সুবিধা, স্থানান্তর ও অন্যান্য সহায়তা পর্যালোচনা করবে। চারটি পোল্ডারে ইউনিয়ন ভিত্তিক জিআরসি গঠন করা হয়েছে। জিআরসির কাছে অভিযোগ দায়ের করার দুই সপ্তাহের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হবে। পানি সম্পাদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিআরসি এর ন্যায় পিএভিসি গঠন করা হয়েছে। যার কার্যাবলী চলমান। চারটি পোল্ডারের জন্য গঠিত পিএভিসি এর সুপারিশমতে ইউনিট রেট অনুযায়ী প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের বাজেট ও স্বতন্ত্র এনটাইটেলম্যান্ট তৈরী করা হয়।

(২) স্টেকহোল্ডারদের আলোচনায় যে সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা হলো: (ক) পুনর্বাসনকে যতদুর সম্ভব পরিহার বা সীমিত রাখার বিকল্প পন্থা বের করা (খ) ক্ষয়-ক্ষতির হিসাব ও মূল্যায়নে সহায়তা করা; (গ) প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির রিলোকেশন এবং আয় পুনরুদ্ধারে সহায়তা প্রদান; (ঘ) এনটাইটেলমেন্টের কাজের যোগান দেয়া; এবং (ঙ) রিলোকেশন সঙ্গে সাংঘর্ষিক ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।

(৩) বাপাউবো র‍্যাপ বাস্তবায়নের সময় আলোচনা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। পুনর্বাসন সংক্রান্ত পুস্তিকা, লিফলেট ও স্থানীয় ভাষায় (বাংলা) অন্যান্য যোগাযোগের উপকরণ ইতোমধ্যে প্রকাশিত এবং বাস্তুচ্যুত পরিবারের এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এই প্রকাশিত উপকরণ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং প্রকল্প অফিসে পাওয়া যাবে। আরও যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন: (১) বাস্তুচ্যুত মানুষের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ও প্রপ্যতা, প্রদান, পুনর্বাসন পরিকল্পনা, সময়সূচী এবং পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত রাখা, এবং (২) প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের রিলোকেশন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাথে জড়িত রাখা এবং র‍্যাপ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

(৪) পরামর্শ ও অংশগ্রহণ এফজিডি এর, প্রকাশ্য সভায় এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধমে করা হবে। স্কোয়াটারদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন জাতীয় পরিচয়পত্র, ট্রেড লাইসেন্স, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, ক্ষতিগ্রস্তদের পরিচয়পত্রের ফটোগ্রাফি ইত্যাদি বিষয়ে ফোকাস গ্রুপ মিটিং এ আলোচনা করা হয়েছে। গ্রুপে আলোচনার বৃহত্তর উদ্দেশ্য বাস্তুচ্যুত মানুষ এবং কমিউনিটির কাছে সময়মত তথ্য প্রদান করা এবং আসন্ন প্রকল্প প্রভাবে পর্যাপ্ত সুযোগের পাশাপাশি সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ ও মতামত নিশ্চিত করা।

অধ্যায় ৫ আইনি, নীতিমালা কাঠামো এবং প্রাপ্যতা

৫.১ আইনি কাঠামো

(১) বাংলাদেশে জমি অধিগ্রহণে প্রধান আইনি দলিল হল স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (অধ্যাদেশ ১৯৯৪ পর্যন্ত সংশোধনী সহ ১৯৮২ সনের ২নং অধ্যাদেশ - ARIPO- 1982), বাংলাদেশের অন্যান্য ভূমি আইন এবং সিকস্তি ও পয়োস্তি ভূমি প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক ম্যানুয়াল, চর, খাসজমি এবং বাংলাদেশ ভূমি প্রশাসন। ১৯৮২ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনঃ (১) জমি ও সম্পদ স্থায়ীভাবে অধিগ্রহণ (ক্ষেতের ফসল, গাছ, ঘরসহ) এবং (২) অন্য কোন ধরনের অধিগ্রহণ দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতির। অধ্যাদেশ অনুযায়ী মালিকদের সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য নিরাপত্তা হিসেবে নির্দিষ্ট "ন্যায্য মূল্য" প্রদানের বিধান রয়েছে। তাছাড়া অধ্যাদেশ অনুযায়ী নদীর তীর রক্ষার কাজে এবং স্বাভাবিকভাবেই নতুনভাবে গঠিত চর এলাকায় জমির উপর নদীর দিকে বেড়িবাঁধ সড়ানোর জন্য বাঁধ লাইন অধিগ্রহণের কারণে প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য অন্য প্রাসঙ্গিক আইন ছাড়াও, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৫০ অনুযায়ী (১৯৫১ সালের ইস্ট বেঙ্গল আইন নং-২৮ ধারা, অনুচ্ছেদ ৮৬ এবং ৮৭) মালিকানা নির্ধারণ এবং সিকস্তি জমি ব্যবহার অধিকার, এবং দেশের নদী বা সমুদ্রের থেকে জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে। আইনত, সরকারী বাঁধ লাইন এবং নদীতে ক্ষয়প্রাপ্ত জমি এবং নদীর দ্বারা যে জমি বিলীন হয় তার মালিক হল বাংলাদেশ সরকার। তবে "মূল" ব্যক্তিগত জমির মালিক/গন নদীতে ক্ষয়প্রাপ্ত জমি দাবি করতে পারেন যদি এটা নদী ভাঙ্গন বা ক্ষয়ের তারিখ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া পুনরায় দৃশ্যমান হয়। নদী শাসন এবং অন্যান্য সুরক্ষা ব্যবস্থার দরুন, ভূমির মালিক সিটু (situ) বা মূল সাইটে নতুন জমির দখল হারাতে পারেন। অতএব, প্যাকেজ-১ পোল্ডার গুলোর জন্য জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যেখানে বাঁধ লাইন রয়েছে এবং নতুন জমি উৎপত্তি হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই দুই জেলার- খুলনা ও বাগেরহাট জেলা প্রশাসক (ডিসি) দ্বারা পয়োস্তি এবং শিকস্তির (এডি) একটি যৌথ পর্যালোচনার পরে ক্ষতিপূরণের বিবেচনা করা হবে।

(২) ডিসি সব ক্ষেত্রেই অধিগ্রহণের নোটিশ (অধ্যাদেশ ধারা ৩ এর অধীনে) জারির তারিখে অধিগ্রহণকৃত সম্পদের বাজার মূল্য নির্ধারণ করবেন। ডিসি বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণের কারণে বিদ্যমান ফসল ছাড়া সকল অর্জিত সম্পদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CUL) এর জন্য মূল্যায়ন মূল্য ৫০% প্রিমিয়াম যোগ করেন। জমির মালিকগণ স্ট্যাম্প শুল্ক ও নিবন্ধন ফি কম দেখানোর ফলে ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত এবং প্রদেয় আইনানুগ "বাজার মূল্য" (CUL) ৩ গুন অপেক্ষা কম হয়। যদি লিখিত চুক্তির অধীনে বর্গাদার দ্বারা অধিগ্রহণকৃত জমিতে বিদ্যমান ফসল থাকে তাহলে ক্ষতিপূরণের অর্থের সে অংশ চুক্তি অনুযায়ী তাকে/তাদের আইনত নগদ ক্ষতিপূরণ মূল্য প্রদান করতে হবে। উপাসনালয়, কবরস্থান এবং শ্মশান স্থানসমূহের কোন জমি অধিগ্রহণ নিরুসাহিত করা হয়। আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের উপর উদ্ধারকৃত অবকাঠামোর উপকরণ সামগ্রী সরকার দ্বারা নিলাম করা হবে। ১৯৮২ সনের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সরকার শুধুমাত্র বৈধ সম্পদের অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। ইতোপূর্বে বিদ্যমান জমি/বাঁধ হতে পরিবার ও সম্পদ স্থানান্তরিত হলেও পূর্বে অধিগৃহীত সম্পত্তি নতুন করে অধিগ্রহণ প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না বিধায় প্রকল্পে আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CUL) প্রদান এর জন্য বিবেচিত হবে না। বাপাউবো দ্বারা পোল্ডার এর উন্নতকরণ জন্য অধিগ্রহণকৃত ভূমি অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

৫.২ অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনে বিশ্ব ব্যাংকের অপারেশন পলিসি (ওপি ৪.১২)

(১) প্রকল্পের কার্যক্রমে প্যাকেজ-১ এর চুক্তির আওতায় অতিরিক্ত ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহন এবং বিদ্যমান বাঁধ থেকে জনগণ স্থানচ্যুত হবে। অনুরূপভাবে ঘরবাড়ি, উৎপাদনশীল সম্পদ ও জীবিকা থেকে স্থানচ্যুত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন নীতি প্রযোজ্য হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শুমারি থেকে দেখা যায় যে, তারা ভূমি ও সাধারণ স্বার্থ সংশিষ্ট প্রতিষ্ঠান হারাবে। বিশ্বব্যাংকের ওপি ৪.১২ অনুযায়ী অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন, অর্থনৈতিক, সামাজিক, এবং পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাস এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জীবিকা পুনঃরূদ্ধার করতে হবে। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের কারণে দীর্ঘমেয়াদী ভোগান্তি, দারিদ্র্য ইত্যাদি নিরসনকল্পে সততার সাথে সঠিক পদক্ষেপ ও যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন নীতির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলঃ

(ক) অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন যথাসম্ভব এড়ানো বা কমিয়ে আনা বা টেকসই বিকল্প প্রকল্পের ডিজাইন অন্বেষণ করা।

(খ) যে ক্ষেত্রে পুনর্বাসন এড়ানো সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে পুনর্বাসন কার্যক্রমের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি, পর্যাপ্ত সম্পদ বিনিয়োগ যাতে করে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিরা প্রকল্পের সুফল পেতে পারে।

(গ) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের সঙ্গে অর্থপূর্ণ আলোচনা, পুনর্বাসন কর্মসূচি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা ।

(ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকে বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের তাদের জীবিকা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে বা অন্তত তাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে, বাস্তব পদক্ষেপ এবং প্রাক স্থানচ্যুতি সময়েও ক্ষতির মাত্রা হিসেবে সহায়তা করতে হবে।

(২) নীতি অনুসারে উপরে লক্ষ্য অর্জনে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজনঃ

(ক) বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ ও পদক্ষেপ নিশ্চিত করার জন্য যা করতে হবেঃ

- তাদের ইচ্ছা ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা;
- ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে পুনর্বাসনের কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আলোচনা এবং ইচ্ছা প্রদানের সুযোগ দেয়া;
- প্রকল্প গ্রহণ করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষতির জন্য পরিপূর্ণ প্রতিস্থাপন মূল্য প্রদান এবং কার্যকর ক্ষতিপূরণ দেওয়া।

(খ) যদি ভৌত স্থানান্তর হয়, তাহলে পুনর্বাসন পরিকল্পনা বা পুনর্বাসন নীতি কাঠামো অনুযায়ী বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিকে দ্রুত ও যুক্তিযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে যা নিশ্চিত করতে হবেঃ

- স্থানান্তরের সময়ে (যেমন যাতায়ত) সহায়তা প্রদান; এবং
- আবাসিক হাউজিং, বা হাউজিং সাইট, বা প্রয়োজনীয় কৃষি জমির জন্য সম্ভাব্য উৎপাদনশীল সুবিধাজনক রিলোকেশন সাইট এবং অন্যান্য যা অন্ততঃ পুরনো সাইটের সুবিধার সমতূল্য হবে।

(গ) প্রয়োজনীয় নীতির লক্ষ্য অর্জনে এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা/পদক্ষেপসহ বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি/ব্যক্তিকে নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণে যা করতে হবেঃ

- স্থানচ্যুতির পর তাদের জীবিকা এবং জীবনযাত্রার মান পুনঃরূদ্ধার করতে গ্রহনযোগ্য বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে একটি যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নেওয়া।
- ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ছাড়াও জমি প্রস্তুতি, ঋণ সুবিধা, প্রশিক্ষণ, বা কাজের সুযোগ ইত্যাদি উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

(৩) এই নীতি অনুযায়ী পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার জন্য যে স্থানচ্যুতি ঘটবে তা প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের আগেই পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। পুনর্বাসন ব্যবস্থায় ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং স্থানান্তরের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান যেমন পূর্ব স্থানচ্যুতি/পূর্ব প্রস্তুতির সময় এবং পুনর্বাসন সাইটে প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। বিশেষ করে, প্রযোজ্যক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করার পর ভূমি ও সংশিষ্ট সম্পদ গ্রহণ করা, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সাইট এবং অন্যত্র যাওয়ার অনুদান প্রাপ্তিতে সহায়তা করা।

(৪) বিশ্বব্যাংক নীতিতে বৈধ মালিকানার অনুপস্থিতিতে পুনর্বাসন পরিকল্পনার আওতায় বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জমির ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা প্রদানে কোন বাধা নেই। অবৈধভাবে বসবাসকারীদের সরাতে সরকারের গতানুগতিক ও ঐতিহ্যগত ধারাকে পরিহার করতে হবে।

৫.৩ সামাজিক সেফগার্ড নীতিমালা মেনে চলা

(ক) বাংলাদেশে ভূমি অধিগ্রহণের আইনগত কাঠামোয় জমির ক্ষতিপূরণ ছাড়াও জীবিকা পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তির জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। এটা শুধুমাত্র বৈধ মালিকগন এবং আইনত চুক্তি গঠন ছাড়া অবৈধ ব্যক্তি/দের যেমন স্কোয়াটারস/দখলদার, অধিগ্রহণকৃত জমিতে অনানুষ্ঠানিক ভাড়াটেদের এবং আইনগত চুক্তিবিহীন ইজারা গ্রহীতাদের স্বীকৃতি দেয়া হয় না। প্রকল্পের ভৌত কাজ সম্পাদনে এই আইনি কাঠামো জমি অধিগ্রহণ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্থান খালি করার

কারণে কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করে না। আইনি কাঠামোর অধীনে অবকাঠামোর আইনি প্রক্রিয়ায় বাজার মূল্যে নির্ধারিত ক্ষতিপূরণের প্রতিস্থাপন মূল্য নিশ্চিত করে না। ক্ষতিপূরণ প্রদানের দ্বারা অধিগৃহিত সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর চূড়ান্ত হয়। একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সঙ্গে জীবিকা ও স্থানান্তর বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত। জমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্তদের উৎপাদনশীল সম্পদ গ্রাস ও বাস্তুচ্যুতের ঝুঁকি বহন করে।

(খ) বিশ্বব্যাংক ওপি ৪.১২ এর আলোকে বাংলাদেশের আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপঃ

(১) ভূমি মালিকদের সহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাদের অন্যান্য সুযোগ এবং পুনর্বাসন সংক্রান্ত অধিকার সম্পর্কে অবহিত করা হয় না;

(২) পুনর্বাসনের বিকল্প কারিগরি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা বিষয়ে কোন পরামর্শ দেওয়া হয় না;

(৩) সরাসরি প্রকল্প প্রভাবে সম্পদের ক্ষতির জন্য কোন প্রতিস্থাপন খরচ এবং কার্যকর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয় না;

(৪) বাস্তব রিলোকেশন সহায়তার ক্ষেত্রে আবাসিক হাউজিং, হাউজিং সাইট, বা প্রয়োজনীয় কৃষি সাইট সুবিধার সমতূল্য সাইট সমর্থন করে না;

(৫) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাদের স্থানচ্যুতির পর জীবিকা এবং জীবনযাত্রার মান পুনরুদ্ধারে প্রয়োজনীয় একটি যুক্তিসঙ্গত সহায়তা দেওয়া হয় না;

(৬) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যেমন জমি প্রস্তুতি, ঋণ সুবিধা, প্রশিক্ষণ বা কাজের সুযোগের জন্য অনুদান হিসেবে ক্ষতিপূরণ বা অন্যান্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নাই।

(৭) প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সামাজিকভাবে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না।

(৮) বাঁধে বসবাসকারীদের জমি অধিগ্রহণ আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, অত:পর কোন সহায়তা ছাড়াই তাদের উচ্ছেদ করা হয়।

৫.৪ প্রকল্পের সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন নীতি

যেহেতু ১৯৮২ সনের অধ্যাদেশ বিশ্বব্যাংক এর নীতি অনুসারে অপ্রতুল বিধায় বিশ্বব্যাংকের সামাজিক নিরাপত্তা নীতিমালা ওপি ৪.১২ অনুসরনে প্রকল্প সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন নীতিমালা কাঠামো (SMRPF) প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ আইন-১৯৮২ (এআরআইপিও, ১৯৮২) প্যাকেজ -১ পোল্ডারগুলোর জন্য ভূমি অধিগ্রহণের আইনি যন্ত্র হিসাবে বিশ্বব্যাংক ওপি-৪.১২ প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নের ভিত্তি হবে। প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতিও বাপাউবোর অনুরূপ অন্যান্য প্রকল্প এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য সংস্থার পুনর্বাসন অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হয়েছে। প্যাকেজ -১ পোল্ডারগুলোর জন্য এবং বাস্তবায়ন প্রভাব প্রশমনে ওপি-৪.১২ এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাপাউবো বেসরকারী জমি অর্জন এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের থেকে সরকারিভাবে জমি সংকলনে নিম্নলিখিত নীতি এবং নির্দেশাবলী ব্যবহার করবে।

৫.৪.১ নীতিমালা

(ক) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রকল্পের পূর্ত কাজ শুরু করার এক বছর পূর্বে ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য জেলা প্রশাসকদের তাগিদ দেয়। কিন্তু ডিসি অফিস এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের পূর্ববর্তী অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া যাচাই জরিপ বিলম্ব, পূর্বের অধিগ্রহণকৃত জমির কাগজপত্র অপ্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে ভূমি অধিগ্রহণ বিলম্বিত হয়। ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব (LAP) প্রস্তুতির পরেও ডিজাইন এবং এ্যালাইনমেন্ট পরিবর্তনের কারণে ডিসি কর্তৃক ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিলম্ব ঘঠে। পানি উন্নয়ন বোর্ড জমির মালিকদের সাথে পূর্ব আলোচনা সম্পন্ন করে সংশোধিত ল্যাপ জেলা প্রশাসক বরাবর দাখিল করে। প্রত্যাশি সংস্থা পূর্ত কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে ভূমি অধিগ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরনের অর্থ প্রদান করার শর্তে সম্ভাব্য ভূমি মালিকদের সাথে একটি অনানুষ্ঠানিক চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে অধিগ্রহণযোগ্য ভূমি ব্যবহার করে। প্রত্যাশি সংস্থা ক্ষতিপূরণের অর্থ জেলা প্রশাসকের কাছে জমা দিবে এবং যথাসময়ে ভূমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে ।

(খ) এছাড়াও বাপাউবো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাদের সম্প্রদায়ের ওপর বিরূপ প্রভাব কমানোর জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি ব্যবহার করতে পারেঃ

- ব্যক্তিগত জমি অধিগ্রহণ এড়িয়ে অথবা কমিয়ে যতটা সম্ভব সরকারি জমি ব্যবহার;
- বসতবাড়ির মালিকদের স্থানচ্যুতি এড়ানো বা কমান উৎপাদনশীল জমি, উচ্চ মূল্যবান ভবন/স্থাপনা, স্থায়ী ব্যবসা এবং / অথবা বাণিজ্যিক কার্যক্রম, স্কোটারস/উত্থুলীদের স্থানচ্যুতি; এবং সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সুবিধাদির উপর প্রভাব যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয়, কবরস্থান, ইত্যাদি এবং সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভবন/স্থাপনা;
- বেড়িবাঁধের সেকশন পুনরায় ডিজাইন করতে হবে, শুধুমাত্র যেখানে এটা কার্যকারী জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও নিরাপত্তা মান পূরণ করতে, বা বাণিজ্যিক কার্যক্রম কেন্দ্রীকরণ এড়াতে;
- যে ক্ষেত্রে অধিগ্রহণকৃত জমি ছাড়াও অবশিষ্ট জমি অর্থনৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা হারায় সে ক্ষেত্রে প্রত্যাশি সংস্থা জমির মালিকগণের সম্পূর্ণ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব অন্তর্ভূক্ত করার পছন্দের ব্যবস্থা থাকবে;
- আদিবাসীদের উপর বিরূপ প্রভাব এড়িয়ে চলা বা কমানো।

৫.৪.২ প্রভাব প্রশমন নীতি

প্রতিকূল প্রভাব যেখানে এড়ানো সম্ভব হয় না, বাপাউবো তাদের নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসারে প্রশমিত করার পরিকল্পনা করবেঃ

১) প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও প্রকল্প ডিজাইন অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হবে;
২) আইনি টাইটেলের অনুপস্থিত অবৈধভাবে সরকারি জমি ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আর্থ-সামাজিকভাবে অরক্ষিত দলের জন্য পুনর্বসতি ও পুনর্বাসন সহায়তা বিবেচনা করা হবে না;
৩) অসহায় ক্ষতিগ্রস্তদের/পরিবারের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা হবে এবং র‍্যাপের শর্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রশমন গ্রহণ;
৪) বাঁধ ও অন্যান্য সরকারী জমিতে বসবাসকারী বসতবাড়ি হারানো দরিদ্র ও অসহায় পরিবারের ভূমির উপরস্থ সম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণসহ এবং ভৌত রিলোকেশন সহায়তা প্রদান করা হবে। ঐ সমস্ত স্কোয়াটার যারা দলগতভাবে গুচ্ছ পুনর্বসতি হবে তাদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের মত মৌলিক সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে;
৫) স্কোয়াটারস/অনাধিকারী স্ব-রিলোকেশন জন্য উৎসাহ ও প্রয়োজনীয় বিকল্প জমি নির্ধারণে সহায়তা করা হবে। প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত/স্কোয়াটারস/পরিবারে জমি অনুসন্ধান, স্থায়ী সাইটে স্থানান্তর এবং পুনর্বাসনের অবৈধ দখলকারীকে সহায়তা করবে। সম্ভাব্য রিলোকেশন সাইট হিসেবে সরকারি খালি জমি বা বাপাউবোর অব্যবহৃত জমি, উপযুক্ত মালিকানা বিহীন নতুন জমি, এবং অনুৎপাদনশীল ব্যক্তিগত জমি হতে পারে;
৬) অবৈধভাবে সরকারী অধিগ্রহণকৃত জমি বা সম্পত্তিতে বসবাসকারীরা (আইনি চুক্তি ছাড়া ভূমি ব্যবহারের জন্য) স্থানান্তরের জন্য আর্থিক এবং পুনর্বাসন সহায়তার জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে, যদি তারা প্রকল্পের নীতি কাঠামোর গণনা বা পুনর্বাসন অধীনে নির্দিষ্ট শুমারীতে চিহ্নিত হয়;
৭) সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশের মত সম্পদ যা দূরে অক্ষতাবস্তায় বহনযোগ্য সেগুলি ক্ষতিপূরণের যোগ্য হবে না, কিন্তু এ সমস্ত যন্ত্রাংশ ধ্বংস বা ক্ষতির এবং বহনের জন্য মালিকদের প্রকৃত খরচ প্রদান করা হবে;
৮) ব্যবসা ও ব্যবসায়ীদের সাময়িক অসুবিধার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রদান করা হবে না, যদি নির্মাণ সময়কাল সম্পূর্ণরূপে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করার প্রয়োজন হয়। তবে, তাদের আয় প্রবাহের নিশ্চিত করার জন্য বাপাউবো সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি এবং ডিজাইন ও সুপারভিশন কনসালটেন্ট এর সাথে পরামর্শক্রমে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেঃ
   - পরিকল্পনা ও নির্মাণ বাস্তবায়ন কাজ এমনভাবে করতে হবে যেন ব্যবহৃত বাঁধ/রাস্তার ভাঙ্গন কমান বা এড়ানো যায় এবং ব্যবসায়িক/ট্রেডিং কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যেখানে প্রযোজ্য;
   - তাদের বর্তমান অবস্থানের মধ্যে সব অস্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত ব্যবসা/বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের জন্য উপযুক্ত জায়গা নিশ্চিতকরণ, বা তাদের উপযুক্ত স্থানে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত করার অনুমতি দেয়া।
৯) যেখানে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রদায়ের সুবিধা, সাধারণ সম্পত্তি ইত্যাদিতে সম্প্রদায় ব্যাপী প্রভাব সৃষ্টি করে, বাপাউবো তাদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করবে।

৫.৪.৩ ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা

জমির সত্ত্বাধিকার এবং ভোগদখলের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গ নির্বিশেষে ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা পাবার যোগ্য হবে। বাপাউবো নিম্নলিখিত উপায়ে প্রভাব প্রশমিত করবেঃ

(১) বেসরকারী জমির মালিকদের ক্ষেত্রে, যাদের অধিগ্রহণকৃত সম্প্রতি যেমন জমি, ঘর, অন্যান্য স্থাপনা, গাছপালা, ইত্যাদির উপর বৈধ অধিকার আছে এবং যা তাদের তৈরী বা ওয়ারিস সূত্রে প্রাপ্ত;

(২) স্কোয়াটারস ও দখলদার (শব্দকোষের সংজ্ঞায়িত-আইটেম ৫ স্কোয়াটারস এবং ১৯ দখলদার): বিদ্যমান বাঁধের এবং সরকারী জমির উপর স্কোয়াটারস এবং বিদ্যমান বাঁধ অধিগ্রহণের আওতায় সরকারি ও বেসরকারি জমির অধীনে বা অন্য কোন সরকারি জমির (উভয়ে কোনো আইনি বৈধতা ছাড়া তাদের আবাসিক, বাণিজ্যিক বা জীবিকার উদ্দেশ্যে ব্যবহার) জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে না, কিন্তু তৈরীকৃত এবং ভূমির উপর ওয়ারিস সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ক্ষতিপূরণের অন্তর্ভূক্ত;

(৩) স্থানচ্যুত ব্যবসা মালিকদের ক্ষেত্রে: ব্যবসায়িক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ যেমন (১) ব্যক্তিগত বাঁধের ঢালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মালিকানা ও অন্যান্য সরকারী সংস্থার জমি হতে স্থানচ্যুত এবং (২) পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের সময় অস্থায়ীভাবে ব্যবসা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবসার প্রকৃত মালিকদের ক্ষতিপূরণ/সহায়তা দেওয়া হবে;

(৪) নারী প্রধান পরিবার যে সমস্ত পরিবারের সর্বোচ্চ বাৎসরিক আয় ৮৭,০০০ টাকা, শারীরিকভাবে বৃদ্ধ এবং অনুরূপ অন্যদের জন্য এককালীন নগদ অনুদান হিসাবে একটি বিশেষ সহায়তা পাওয়ার যোগ্য বলে গণ্য হবেন;

(৫) ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান কর্মচারীর ক্ষেত্রে: উপরে উল্লেখিত দু'ধরণের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায় নিযুক্ত কর্মচারী;

(৬) ভাড়া থেকে আয় উপার্জনকারীর ক্ষেত্রে: বেসরকারী বা সরকারি জমির উপর নির্মিত প্রতিষ্ঠান থেকে ভাড়া প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ;

(৭) ভিএনআর মালিক/ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে: প্রকল্পের জন্য অধিগৃহীত ভূমি বর্তমান ব্যবহারকারী এবং অন্যান্য সম্পদ যা 'ভিএনআর সম্পদ' হিসাবে চিহ্নিত। ভিএনআর ভূমি মালিকদের এবং ব্যবহারকারীদের জমি অধিগ্রহণের সময় শুধুমাত্র জেলা প্রশাসক চিহ্নিত করবে;

(৮) অন্যের সম্পত্তির অধিকার ধারকদের ক্ষেত্রে: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা, কৃষি, মৎস্য ও ইজারা-সরকারি জমি, যেখানে ইজারাদারদের (আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক) ক্ষেত্রে সম্পুরক শর্ত হিসেবে জমি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া বা ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অর্জিত হয় সেক্ষেত্রে ইজারাদার ক্ষতিপূরণের দাবিদার;

(৯) কমিউনিটি এবং গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে: যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায় এবং দল বা ব্যক্তিবর্গ যারা সাধারণ সম্পদ (কমন প্রোপার্টি থেকে) আয় রোজগারের সুযোগ বা অধিগম্যতা হারায়।

৫.৪.৪ ক্ষতিপূরণের মূলনীতি ও মান

ব্যক্তি/পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা নির্ধারণে বিভিন্ন শ্রেণির প্রভাব নিরসনে নিম্নলিখিত নীতি এবং মান ব্যবহার করা হবেঃ

(১) জমি ও অন্যান্য সম্পদ অধিগ্রহণঃ

- জমির প্রতিস্থাপন মূল্য একই ব্যবহার এবং মানের রেজিস্ট্রেশন খরচ এবং স্ট্যাম্প শুল্ক সহ সম পরিমাণ;
- ঘর/অবকাঠামো ও অন্যান্য নির্মিত অস্থাবর সম্পত্তির (যেমন পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, ড্রেনেজ, ইত্যাদি), নির্মাণ উপকরণের বর্তমান বাজার মূল্যে/ প্রতিস্থাপন মূল্য, বিল্ডিং উপকরণ সহ শ্রমের বর্তমান মূল্য'
- গাছ এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পদের বর্তমান বাজার মূল্য। ফলজ বৃক্ষের মূল্য ফলের পরিপক্কতা ও ফসল মূল্য তুলনা করে নির্ধারিত হবে;
- মাঠে জমি বা গাছের ফসলের বর্তমান বাজার মূল্য যদি ফসল তোলার আগে ব্যবহার করা হয়;
- যদি অধিগ্রহণকৃত জমি কৃষিজমি হয় এবং তা কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মোট উৎপাদনশীল জমির ২০% বা এর অধিক হয় তবে উক্ত জমিতে বছরে উৎপাদিত ফসলের মূল্যের তিনগুন অনুদান প্রযোজ্য হবে।

(২) বসতবাড়ি থেকে স্থানচ্যুতঃ

- বেসরকারী জমি থেকে স্থানচ্যুত: ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার যাতে বসবাসের জন্য ব্যক্তিগতভাবে জমি কেনার ব্যবস্থা করতে পারে সে জন্য রিলোকেশন সহায়তা প্রদান অথবা বাপাউবো কর্তৃক সরকারি জমির ব্যবস্থা করা;
- সরকারি জমি থেকে বাস্তুচ্যুত: জমি অধিগ্রহণের কারণে বাস্তুচ্যুত পরিবারের রিলোকেশন জন্য বাপাউবো বিকল্প সরকারী জমির ব্যবস্থা করবে। বিদ্যমান বাঁধে স্থানচ্যুত স্কোটারস রিলোকেশন সহায়াতা, বিকল্প সাইট নির্ধারণ বা জমি ক্রয়ে বাপাউবোর প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা। বিকল্প বসতি সন্ধানে তারা যদি ব্যর্থ হয় (এরূপ চরম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়) স্কোয়াটার কোথায় অস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে যতক্ষণ স্থায়ী আবাসন খুঁজে না পায়;
- ভিএনআর জমি থেকে স্থানচ্যুত: রিলোকেশন সহায়তায় তারা ব্যক্তিগতভাবে জমি কেনার ব্যবস্থা করতে পারে, অথবা বাপাউবোর ব্যবস্থাপনায় সরকারি জমি;
- গ্রুপ রিলোকেশনের ক্ষেত্রে প্রাক অধিগ্রহণ স্তরে বিভিন্ন মৌলিক নাগরিক সুবিধাদিঃ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমনঃ বিদ্যালয়, চিকিৎসা সুবিধা, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে। যদি তারা দলগতভাবে একটি স্থানে না আসে তবে তারা এ সুবিধা পাবে না।

(৩) ব্যবসা, চাকুরী ও ভাড়া থেকে প্রাপ্ত আয়ের ক্ষতিঃ

সাময়িকভাবে বন্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানঃ

নির্মাণের সময় বা প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য ব্যবসায়িক কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়া মালিক পুনরায় ব্যবসা চালু হওয়ার ন্যুনতম সময়ে অথবা পূর্ত কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সময়ে তাদের দৈনিক গড় আয়ের হারে ক্ষতিপূরণ পাবেন। এই অবস্থায় ব্যবসা পুনরায় চালু না হওয়া পর্যন্ত মালিকদের অস্থায়ী স্থানান্তর গ্রহনযোগ্য।

আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা:

যেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং এবং বাকী অংশ ব্যবহারযোগ্য ও নিরাপদে রয়েছে তার ক্ষতিপূরনের হার উপরে বর্ণিত নিয়মানুযায়ী অর্থাৎ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ব্যবসা পুনরায় চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দিনের সংখ্যা হিসেবে ক্ষতিপূরণ পাবে।

বর্তমান অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত ব্যবসা:

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা মালিকদের দৈনিক গড় নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে ৪৫ দিনের আয় হারানোর জন্য ক্ষতিপূরণ এবং নতুন অবস্থানে তাদের ব্যবসা রিলোকেশন সহায়তা করা হবে। স্থায়ী রিলোকেশন জন্য ব্যবসা মালিকদের এই সহায়তায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুত বা বন্ধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চাকুরী বাবদ আয়ের ক্ষতি:

যারা বন্ধ বা বাস্তুচ্যুত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাট-অফ-ডেট এর পূর্বে কমপক্ষে ছয় (০৬) মাস কর্মরত ছিলেন তারা ঐ ব্যবসা পুনরায় শুরু না হওয়া পর্যন্ত বা সর্বোচ্চ ৩০ দিনের (সম পরিমাণ ক্ষতি) ক্ষতিপূরণ পাবেন। দৈনিক হার নির্ধারণ করা হবে মালিক থেকে প্রাপ্ত মাসিক/দৈনিক মুজুরীর উপর ভিত্তি করে।

ভাড়া প্রতিষ্ঠান থেকে আয়ের ক্ষতি:

বেসরকারী/সরকারী/বাপাউবোর ভূমিস্থ ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে ভাড়া বাবদ আয় হারানোর জন্য তিন মাসের ভাড়ার সম পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে। সরকারী/বাপাউবোর জমির উপর বসবাসকারী অসহায় পরিবার তারা অসহায় কিনা তা পরিমাপ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জমি ও তাদের সকল উৎস থেকে মোট আয় বিবেচনা করা হবে।

(৪) ভিএনআর সম্পত্তি

কৃষি জমি:

- বর্তমান ব্যবহারকারীদের/মালিকদের এক বছর অর্জিত অধিগ্রহণকৃত জমিতে উৎপাদিত সকল ফসলের তিনগুন সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ অর্জন করবে
- মাঠে ফসল তোলার আগে জমি ব্যবহৃত হলে বা মাঠে শষ্যের/গাছের বর্তমান বাজার মূল্য এবং
- অধিগ্রহণের ফলে ভূমি আংশিক ক্ষতি হলে মালিক/ব্যবহারকারীদের বাকি অংশ ব্যবহার করতে দেয়া হবে।

অধিগ্রহণকৃত বসতবাড়ি (ঘর/অবকাঠামোসহ):

আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ মোকাবেলার জন্য, পানি উন্নয়ন বোর্ডে বর্তমান মালিকদের/ব্যবহারকারীদের সাথে পরামর্শক্রমে নিম্নলিখিত বিকল্প বিবেচনা করবে:

- আংশিকভাবে অধিগ্রহণকৃত বসতবাড়ি (ঘর/অবকাঠামোসহ):

বর্তমান মালিক/ব্যবহারকারীরা তাদের অবশিষ্ট জমির উপর ঘর/অবকাঠামো পুন:নির্মাণ বা সরানোর সহায়তা।

- সম্পূর্ণরূপে অধিগ্রহণকৃত বসতবাড়ি (ঘর/অবকাঠামোসহ):

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জমি কিনে বা বাপাউবোর সরকারী জমিতে পুনর্বসতির (relocation) জন্য সহায়তা পবেন; অথবা নিকটবর্তী শহরে এরূপ বাসস্থান ভাড়ার বসবাসের জন্য জন্য ছয় মাসের ভাড়া দেয়া হবে।

(৫) ইজারা (লিজহোল্ড) জমি

- সরকারের কোনো সংস্থা থেকে নিয়ম/আইনানুগ ইজারা: ইজারা চুক্তির অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ
- খাস (ভিএনআর) জমিতে আইনত ইজারা: ইজারার চুক্তিতে ক্ষতিপূরণ যদি থাকে

৫.৪.৫ নিদিষ্ট কাট-অফ-ডেট

(১) ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা এবং পুনর্বাসন সহায়তা নিদিষ্ট কাট-অফ-ডেট (COD) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CUL) এর (১৯৮২ অধ্যাদেশ- ২) জন্য কাট-অফ-ডেট ডিসি দ্বারা ৩ ধারা অথবা অধিগ্রহণের জন্য যৌথ যাচাই এবং নোটিশ জারির সময়, যেটা আগে আসবে (আইনিত সিওডি) সেটাই বিবেচনা করা হবে। প্যাকেজ-১ এর ডিজাইন চূড়ান্তকরণ থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত GOB অনুমোদিত হয়ে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২) হালনাগাদ শুমারি এবং আইএলও জরিপ চারটি পোল্ডারে ২০১৫ সালের মার্চ-মে সময়ে পরিচালনা করা হয়েছিল। জরিপের প্রথম দিন কাট-অফ-তারিখ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে সকল স্কোটারস/উথুলী বা অন্যান্য অবৈধ বা বৈধ বসবাসকারীদের জন্য । শুমারী এবং আইওএল জরিপ শুরুর তারিখ যেমন পোল্ডার ৩২ ও ৩৩ এ সামাজিক সিওডি ৮ মার্চ ২০১৫ এবং৩৫/১ এবং ৩৫/৩ পোল্ডারের জন্য ১৬ মার্চ ২০১৫ এ নির্ধারিত হয়। শুমারীতে প্রতিটি অবকাঠামোকে ভবিষ্যতে চেনার জন্য ডাটাবেজের একটি রেফারেন্স নম্বর অবকাঠামোতে সবুজ কালি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে।

(৩) কাট-অফ-ডেটের পর প্রকল্প এলাকায় (RoW) চলে আসা ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। তবে যদি কোনো বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি কাট-অফ-ডেট এর পূর্বে গণনার সময় বাদ পরে তবে জিআরসি থেকে অনুমোদন সাপেক্ষে তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। যদি জমি অধিগ্রহণ ও র‍্যাপ বাস্তবায়ন সময় এক বছরেরও বেশি সময় বিলম্ব হয় তবে বাপাউবো সংশ্লিষ্ট পোল্ডার সংশোধিত সিওডি গ্রহন করবে।

৫.৫ যোগ্যতা ও এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স

৫.৫.১ যোগ্যতা নির্ণায়ক

(১) আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সকল টাইটেল বা নন-টাইটেল (PAPs) ক্ষতিপূরণ ও সহায়তা পাওয়ার যোগ্যতা নির্ধারিত হবে এই প্রকল্পের নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী [৮]। যাইহোক ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার এবং অন্যান্য সহায়তা কাট-অফ- ডেটে সীমাবদ্ধ হবে। প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলেই যদি আইনি বৈধতা নাও থাকে তবে এ্যানটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পেতে কোন বাঁধা হবে না।

(২) বৈধ ক্ষতিগ্রস্তরা CUL পাবেন এবং নন-টাইটেল/স্কোয়াটার্সরা নগদ এনটাইটেলমেন্ট পাবেন। জমির বৈধ মালিকগণ (Titled) আইনানুযায়ী ক্ষতিপূরণ (CUL) এর অধীনে অতিরিক্ত সহায়তা পাবেন যদি মালিকানা হারানোর সময় প্রতিস্থাপন মূল্যে আইন অনুযায়ী প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ অপর্যাপ্ত হয়। অসহায় পিএপিদের অতিরিক্ত সহায়তা তাদের নুতন স্থান এবং জীবিকা পুনঃরুদ্ধার সহজতর হবে। পরিবারের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর এবং একই পুনর্গঠনে অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তার উদ্দেশ্যে এনটাইটেল করা হবে।

৫.৫.২ ক্ষতিপূরণ এবং এনটাইটেলমেন্ট

(১) প্যাকেজ-১ পোল্ডারে প্রকল্পের পুনর্বাসন নীতি কাঠামো অনুসরনে হালনাগাদ জরিপ এবং ক্ষয়-ক্ষতির তালিকা প্রকাশ এবং আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে প্রতিটি শ্রেণী/ক্যাটেগরী ভিত্তিক প্রাপ্যতা নীতিবন্ধনী (এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স) প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাপ্যতা ম্যাট্রিক্স এর শুমারির ভিত্তিতে চিহ্নিত এবং অবকাঠামোর মাধ্যমেই ক্ষতির প্রতিটি টাইপের জন্য এনটাইটেলমেন্ট দেয়া হয়। নিম্নলিখিত টেবিলে প্যাকেজ -১ এর অধীনে চারটি পোল্ডারের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য ক্ষতিপূরণ ও এনটাইটেলমেন্টের ম্যাট্রিক্স ও সময় মূল্যায়নের বিস্তারিত ডিজাইন ক্যাটাগরী অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের প্রাপ্যতা নির্ধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ-নির্দেশনা এবং প্রভাব অন্তর্ভুক্ত। একজন ব্যক্তি একাধিক বিভাগে ক্ষতিপূরণ/এনটাইটেলমেন্টের জন্য এবং একাধিক মৌজার[৯] মধ্যে যোগ্য হতে পারে। ডিসি এক ব্যক্তির একাধিক জমি / সম্পদ মৌজার প্রতিটি আলাদাভাবে মৌজার জন্য আইনি ক্ষতিপূরণ দিবে। বাপাউবো প্রশমন ব্যবস্থা ভালভাবে বাস্তবায়নের জন্য র‍্যাপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে পরামর্শ করবে।

(২) নিম্নলিখিত ম্যাট্রিক্স সুনির্দিষ্টভাবে ক্ষয়-ক্ষতির ধরণ অনুযায়ী প্রযোজ্য এ্যানটাইটেলমেন্ট যা প্রভাব প্রশমনের নীতিমালা ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। কে কি পাবেন, কার দ্বায়িত্ব কিভাবে বাস্তবায়ন হবে তা উল্লেখ করা হয়েছেঃ

ক্যাটাগরী-১ ঃ কৃষি/আবাসিক অথবা ব্যবসায়িক জমির ক্ষতি

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১) বৈধ মালিক(গণ)ঃ ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ মালিক(গণ) অথবা আইনি বিবাদের ক্ষেত্রে আদালত দ্বারা নির্ধারিত বৈধ মালিক(গণ)।	১) আইনানুগ ক্ষতিপূরণ [Compens-ation Under Law (CUL)] যাতে অন্তর্ভুক্ত ৫০% প্রিমিয়ামসহ বর্তমান বাজার মূল্য অথবা প্রতিস্থাপন মূল্য, [Replacement Value (RV)] উভয়ের	১) সম্পত্তির হিসাব ও মূল্য নিরূপণ কমিটি [Property Assessment and valuation Committee(PAVC)] জমির বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করার মাধ্যমে জমির প্রতিস্থাপন	১) তিন ধারা নোটিশ জারির পর ক্ষতিগ্রস্তদেরকে ক্ষতিপূরনের নীতিমালা বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হবে। ২) ক্ষতিগ্রস্ত জমির দলিল ও কাগজ পত্র	১) প্রকল্পের সার্বিক পরিচালনা, বাস্তবায়ন, সমন্বয়, সরকারের সহযোগিতা ও সময়মত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব

[৮] CEIP-I প্রকল্পের হস্তক্ষেপ করার কারণে একটি SMRPF যেটি বিস্তারিত ক্ষতির তালিকা, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের জন্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা নির্ধারণের জন্য নির্দেশাবলী অবলম্বন করা হয়েছে।

[৯] পুরস্কার বা CUL মৌজার একক অনুযায়ী নির্ধারিত হয় (বাংলাদেশে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন সীমা)। ফলস্বরূপ, একজন ব্যক্তি হিসাবে একাধিক পুরস্কার বা CUL তার সম্পত্তি অধিগ্রহণ সংখ্যা হিসেবে এনটাইটেল প্রাপ্তহয়। পুরস্কার প্রতিটি মৌজার জন্য আলাদাভাবে অর্থ প্রদান করা হয়।

প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
২) যৌথ মালিক(গণ)ঃ যৌথ মালিকানা বৈধ দলিলের মাধ্যমে ও বন্ধক সম্পর্কিত দলিলের মাধ্যমে ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	মধ্যে যেটি বৃহত্তর। ২) প্রকল্পের কারণে উৎপাদনক্ষম জমি হতে আয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে অন্তর্বর্তী/ক্রান্তিকাল ভাতা (TA) ।	মূল্য এবং অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করবে। ২) জমির বর্তমান বাজার মূল্য এবং দলিল রেজিট্রেশনের ব্যয়ের সমষ্টিই হলো প্রতিস্থাপন মূল্য। ৩) ফসল কাটা ও সংগ্রহের জন্যে এক মাসের নোটিশ দেয়া হয়। এটা সম্ভব না হলে, ফসল তোলার সময়ে নির্ধারিত ফসলের মূল্যের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ৪) প্রতিস্থাপন মূল্য আইনানুগ ক্ষতিপূরনের (CUL) তুলনায় বেশি হলে বাপাউবো পার্থক্যেও সমপরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত অনুদান হিসাবে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রদান করবে। ৫) মোট উৎপাদনশীল জমির ২০ শতাংশেরও বেশি ক্ষতিগ্রস্তব্যক্তিকে অন্তর্বর্তী/ক্রান্তিকাল ভাতা প্রদান করা হবে।	সংগ্রহ করতে জমির মালিকদের সহায়তা করা যাতে তাঁরা ডিসি অফিস থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারেন। ৩) মৌজা ভিত্তিক জমির বাজার মূল্য নির্ধারন করা হয়। কয় ফসলি জমি, কী ধরনের ফসল উৎপাদিত হয়, বন্যা প্রবণ কিনা, সেচ সুবিধা আছে কিনা, যাতায়াতের রাস্তা থাক না থাকা, ইত্যাদির উপর জমির মূল্য নির্ভর করে। ৪) ক্ষতিগ্রস্ত জমির খাজনা/কর প্রদান করা প্রকল্পের উপর বর্তায় না। ৫) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির একাধিক প্লটে জমি অধিগ্রহণ করা হলে অধিগ্রহণকৃত জমির মোট আইনানুগ ক্ষতিপুরন (CUL) এবং মোট প্রতিস্থাপন মূল্যের (RV) ভিত্তিতে অতিরিক্ত অনুদান নির্ধারন করা হবে।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের। ২) ডিসি ক্ষতিগ্রস্ত জমির বৈধ মালিকগনকে ও ক্ষতিগ্রস্ত জমিতে যাদের বৈধ স্বার্থ রয়েছে তাদেরকে আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন। ৩) বাপাউবো/পুনর্বাসন বাস্তবায়নকারী সংস্থা (IA) ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার নীতিমালা অবহিত করবে, দলিল সংগ্রহ ও কাগজপত্র নবায়নে (নামজারি সংগ্রহে) সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়াও, পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। ৪) আইনানুগ ক্ষতিপুরণ (CUL) নির্ধারন করবেন জেলা প্রশাসক। সম্পদের হিসাব ও মূল্য নিরূপন কমিটি (PAVC) ও পরামর্শক/ সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারন করবেন বাপাউবো।

ক্যাটাগরী-২ঃ পুকুর এবং মৎস্য সম্পদ ক্ষয়ক্ষতি

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১) পুকুরের বৈধ মালিক(গন)ঃ বৈধ মালিক(গন) জমির ক্ষতিপূরণ পাবে। Usufruct right holder (s): বৈধ অথবা সামাজিক ভাবে স্বীকৃত (বন্ধক ও ইজারা গ্রহিতা) ব্যবহাকারী ক্ষতিগ্রস্ত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবে।	১) আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CUL) যাতে অর্ন্তভুক্ত ৫০% প্রিমিয়ামসহ বর্তমান বাজার মূল্য অথবা প্রতিস্থাপন মূল্য যেটি বৃহত্তর)। পুকুরের প্রতিস্থাপন মূল্য ও খননের ব্যয় অর্ন্তভুক্ত। ২) প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষীবৃন্দ পুকুরের/ ঘেরের মাছ নিয়ে যেতে পারবেন। ৩) যদি পুকুর কোনও সরকারী সংস্থা থেকে ইজারা নেয়া হয় তবে ইজারার শর্তানুযায়ী ডিসি ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।	১) ক্যাটাগরী ১ এর ক্ষতিপূরণ দেয়া ক্ষতির নির্দেশিকা ১, ২, ৩ এখানে প্রযোজ্য। ২) মাছের পুকুর যদি ইজারাবিহীন সরকারী জমিতে / অর্পিত সম্পত্তিতে হয়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি পুকুরের মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন এবং অবশিষ্ট মাছ নিয়ে যেতে পারবেন। ৩) জমির বৈধ মালিক যদি নিজে মাছ চাষ করেন তবে মৎস্য সম্পদের জন্য তিনি ক্ষতিপূরণ পাবেন। ৪) ইজারাকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পুকুরের ক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী ইজারাদারদের মৎস্য সম্পদ এবং অন্যান্য ক্ষতিপুরণ দেয়া হবে।	১) মাছের পরিমাণ ও বর্তমান বাজার মূল্য মৎস্য বিভাগের সহায়তায় PAVC নির্ধারন করবে। ২) ক্ষতিগ্রস্ত পুকুরের ক্ষতির পরিমাণ PAVC ধার্য করবে।	১) সমগ্র প্রকল্প পরিচালনা, দেখাশোনা, সরকারের সহযোগিতা ও সময়মত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের। ২) জেলা প্রশাসক জমির আইনানুগ ক্ষতিপূরণ ক্ষতিগ্রস্ত বৈধ মালিক ও যাদের মাছের পুকুরের সাথে স্বার্থ যুক্ত রয়েছে তাদেরকে প্রদান করবেন। ৩) বাপাউবো/পূনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষন করবে। ৪) বাপাউবো মাছের বর্তমান মূল্য ও পুকুরের প্রতিস্থাপন মূল্য সম্পত্তির হিসাব ও মূল্য নিরূপন কমিটি ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এর সহায়তায় নির্ধারণ করবেন এবং জেলা প্রশাসক আইনানুগ প্রাপ্য নির্ধারন করবেন।

ক্যাটাগরী-৩ঃ বসবাস ও ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত অবকাঠামো

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১) সত্ত্ব ব্যক্তিবর্গ এবং স্কোয়াটার/ এনক্রোচার, যাদের জরিপের সময় সরকারী জমিতে ও বাঁধের ধারে অবকাঠামোর মালিক হিসেবে । ২) মালিক ও ইজারা	ক) আইনানুগ ক্ষতিপূরণ (CUL) যাতে অর্ন্তভুক্ত ৫০% অধিহার অথবা প্রতিস্থাপন মূল্যের মধ্যে তুলনামুলক উচ্চতর মূল্য পরিশোধিত হবে। খ) গৃহ নির্মাণ অনুদান	১) বৈধ মালিকগণ: ৩ ধারা নোটিশ জারির সময় ব্যক্তিগত জমির উপর যেসব ঘর-বাড়ি বা স্থাপনা বিদ্যমান তার সব কিছুর জন্য প্রযোজ্য হবে।	১) PAVC শুমারী জরিপ ও বাজার দর নির্ধারনী জরিপের অবকাঠামো ও নির্মান সামগ্রীর প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারন করবে। ২) CUL থেকে	১) জেলা প্রশাসক সমস্ত সত্বাধীকারী স্থাপনার মালিককে CUL প্রদান করবেন। ২) বাপাউবো/পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
ব্যতিত অর্পিত সম্পত্তির ব্যবহারকারী (ডিসি কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানের সময় চিহ্নিত) ১) আবাসিক অথবা ব্যবসায়িক অবকাঠামোর ভাড়াটে বৃন্দ	দেয়া হবে। গ) অসহায় ও নারী প্রধান পরিবার বিশেষ অর্থ সহায়তা পাবে। ঘ) সকল গৃহ/অবকাঠামোর মালিকের উদ্ধারযোগ্য নির্মাণ সামগ্রী নিজ দায়িত্বে নিয়ে যাবার অধিকার রয়েছে। ১) PAVC কর্তৃক নির্ধারিত অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য ২) বাড়ি-ঘর/ অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (STG) এবং গৃহ নির্মাণ অনুদান (HCG)। ৩) অস্থায়ী অবকাঠামো রিলোকেশন জন্যে অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান (STG)। ৪) জমি উন্নয়ন/বসত ভিটার জন্য ভিটা উন্নয়ন অনুদান। ৫) জমি সত্বহীনদের অস্থায়ী আবাসনের জন্য অবকাঠামো মজবুত করার অনুদান। ৬) অসহায় ও নারী প্রধান পরিবারবর্গ বিশেষ অর্থ সহায়তা পাবে। ৭) সকল গৃহ / অবকাঠামোর মালিকগন উদ্ধারযোগ্য নির্মান সামগ্রী নিজ দায়িত্বে নিয়ে যাবার অনুমতি	২) সরকারী বা বাপাউবো এর বাঁধের উপর থেকে স্থাপনা অন্যত্র প্রকল্পের কারণে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর করলে স্কোয়েটারগণ বা এনক্রোচাররা ক্ষতিপূরণ (প্রতিস্থাপন মূল্য) পাবার অধিকার রাখে। ৩) যে সকল অবকাঠামো (বাঁশ, খড়, পাতা, ভাংগার অনুপোযোগী বেড়া / দেওয়াল ও টিন, খড়/পাতা, ইত্যাদি দিয়ে ঘরের চাল তৈরি) সহজে সরানো যায়, সেগুলোর জন্য অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% এবং অন্যত্র নতুনভাবে তৈরী করার জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% গৃহ নির্মাণ অনুদান হিসাবে দেয়া হবে। ৪) যে সকল স্থাপনা সরানো সম্ভব নয় (পাকা দালান) সেগুলোর জন্য গৃহ স্থানান্তর অনুদান হবে প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫%। ৫) ভুমিহীন স্কোয়াটার বাঁধ খেকে অন্যত্র স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হলে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর প্রতি বর্গ ফুটের জন্য ৫০ টাকা করে ভিটা উন্নয়ন অনুদান পাবেন।	যেসকল স্থাপনা বাদ পড়েছে, সেগুলোর Cut-off Date ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে শুমারী করা হয়েছে সে অনুযায়ী গনণা করা হবে। ৩) PAVC ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো গুলোকে অস্থানান্তরযোগ্য, স্থানান্তরযোগ্য এবং অস্থাবর অবকাঠামো হিসাবে শ্রেণী বিণ্যস্ত করবে। ৪) বাপাউবো স্থাণীয় সংশ্লিষ্টদের সহায়তায় সত্বাবিহীনদের জন্য বিকল্প আবাসন স্থান বন্দোবস্তের জন্য সম্ভব হলে চেষ্টা করব। ৫) বাজার দর নির্ধারনী শুমারির মাধ্যমে নির্ধারিত সমস্ত ক্ষতিপূরণ প্রতিস্থাপন মূল্যে দেয়া হবে।	সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার নীতিমালা অবহিত করবেন, অতিরিক্ত অনুদান প্রদান করবে এবং কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। ৩) জেলা প্রশাসক নির্ধারন করবেন এবং বাপাউবো সম্পত্তির হিসাব ও মূল্য নিরূপন কমিটি ও পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর সহায়তায় অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারন করবেন।

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
	রাখে।	৬) হতদরিদ্র খানাসমূহ (যাদের বার্ষিক আয় ৬০০০০.০০ টাকা, অচল অক্ষম বা অতিবৃদ্ধ খানা প্রধান, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) এককালীন ৫০০০ টাকার বিশেষ অনুদান পাবেন। ৭) পূর্ণ বয়স্ক পুরষ সদস্য ব্যতীত নারী প্রধান পরিবারবর্গ এককালীন ৫০০০.০০ টাকা বিশেষ অর্থ সহায়তা পাবেন। ৮) যে সকল ছোট স্থাপনাগুলো বাঁশ বা কাঠের পায়ার সাহায্যে বাঁধের উপর দাড় করানো যা কিনা ক্ষতিসাধন না করেও স্থানান্তর করা যায় (পান-বিড়ি দোকান, চায়ের দোকান, মুদি দোকান ইত্যাদি) সেগুলোর ক্ষতিপূরণ এর জন্য বিবেচিত হবে না। কিন্তু অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিকল্প স্থান খুজতে সহায়তা প্রদানের চেষ্টা করা হবে এবং প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% স্থানান্তর অনুদান দেয়া হবে। ৯) ভুমিহীন স্কোয়াটার খানাসমুহ যারা নির্মাণ কাজের পূর্বেই স্থানান্তরিত হবেন, তাদেরকে অবকাঠামো স্থানান্তর অনুদান এবং		

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
		অবকাঠামো নির্মাণ অনুদান প্রদান করা হবে। ১০) অবকাঠামো মজবুত করার অনুদান, গৃহ নির্মান অনুদানের সমতুল্য হবে যা স্থানান্তরিত অবস্থানে অবকাঠামো পুনঃ নির্মাণের প্রেক্ষিতে প্রদান করা হবে। মালামাল এবং সম্পদ স্থানান্তর অনুদান, ভিটা স্থানান্তর অনুদানের সম মান হবে।		

ক্যাটাগরী-৪ঃ ক্ষয়ক্ষতির ধরনঃ ফলজ ও বনজ গাছপালা

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১) CUL প্রদানের সময় জেলা প্রশাসকের কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ মালিক। ২) সামাজিকভাবে স্বীকৃত দখলদার; যেমনঃ উথুলি বা অনুপ্রবেশকারী। ৩) সরকারী সংস্থা থেকে ইজারা নেয়া বৈধ ইজারাগণ। ৪) পাবলিক সংস্থা/NGO[10] কর্তৃক পরিচালিত দল/সমিতি	১) বর্তমান বাজার মূল্য (হস্তান্তরের সময়)।	১) বর্তমান বাজার মূল্য নিম্নের মাপকাঠির উপর ভিত্তি করে নির্ধারন করা হবে। ক) মোট বর্তমান মূল্য অথবা খ) বর্তমান বয়স, জীবনকাল, উৎপাদন ক্ষমতা, বর্তমান বাজার মূল্য।	১) দলগত মালিকানার ক্ষেত্রে প্রকল্পের দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবেন যে চুক্তি অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে ক্ষতিপূরণ বন্টন করা হবে। ২) ইজারা সংক্রান্ত আইন অনুযায়ী PAVC ক্ষতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করবে (ইজারা অথবা NGO দল/সমিতি মালিকানার ক্ষেত্রে)।	১) জেলা প্রশাসক গাছপালার মূল্য নির্ধারন করবেন এবং সকল বৈধ মালিকদের CUL প্রদান করবেন, তারাও ক্ষতিপূরণ পাবেন যারা usufructuary/খাই খালাসী অনুযায়ী দাবীদার।[১১] ২) বাপাউবো/পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা / প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্তদের RAP এর নীতিমালা অবহিত এবং

[10] এনজিও বা সরকারি সংস্থা বন্যা বাঁধ, রাস্ড়, রেলপথ বাঁধ, বা অন্য কোন পাবলিক স্পেস ঢালে সামাজিক বনায়নের জন্য সামাজিক বন রুলস ২০০৪ (মার্চ ২০১০ সংশোধিত) অধীনে সম্প্রদায়ের লোকদের দলের সঙ্গে চুক্তি করে। এই গ্রুপ জমির মালিক নয় কিন্তু রোপণ গাছ থেকে রাজস্বের ভাগ পায় এবং তারাও চুক্তির অধীন গাছ লালন পালন করার জন্য দায়ী।

[11] ইজারা, খাজনা বা গতানুগতিক অধিকার মাধ্যমে আইনগত মালিকানা পরিপ্রেক্ষিতে এবং অন্যের সম্পত্তির ক্ষতি অধিকার

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
(সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।				দলিল নবায়ন, বাজার মূল্য প্রদান, Top-up নির্ধারনে সহায়তা করবেন এবং RAP বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন ও পরিবীক্ষণ করবেন। ৩) জেলা প্রশাসক CUL নির্ধারন করবেন এবং বাপাউবো প্রকল্পের PAVC ও পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর সহায়তায় স্থাপনা সমূহের প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারন করবে।

ক্যাটাগরী-৫ ঃ ক্ষয়ক্ষতির ধরন ঃ দন্ডায়মান ফসল

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১) জরিপ অথবা যৌথ ভেরিফিকেশনের সময় নির্ধারিত কৃষক (যিনি ফসল রোপন করেছেন), মালিক, ইজারাদার, ভাড়াটে, বর্গাচাষী ইত্যাদি (যাদের আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক চুক্তি আছে)।	১) ভূমি হস্তান্তরের সময় দন্ডায়মান ফসলের ক্ষতিপূরণ। ২) ফসল ও গাছ পালা কৃষক / মালিক নিয়ে যেতে পারবেন।	১) PAVC ফসল তোলার মৌসুমের সময়ে বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে। ২) দন্ডায়মান পরিপক্ক ফসল কাটার জন্য অগ্রিম নোটিশ দিতে হবে, তা না হলে সম্পূর্ণ ফসলের দাম দিতে হবে। ৩) বর্গাচাষীদের জন্য জীবিকা পূনঃরুদ্ধার কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে।	১) PAVC জমি হস্তান্তরের পূর্বেই মাঠ পর্যায়ে যাচাই করে পরিপক্ক ফসলের দাম নির্ধারণ করবেন। ২) দখল হস্তান্তরের সময় দন্ডায়মান ফসল আছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করতে হবে। ৩) জমির প্রকৃত মালিক এবং বর্গাচাষী শনাক্ত করবেন PAVC ।	১) জেলা প্রশাসক কৃষি বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে বিপনন বিভাগের সহায়তায় ফসলের দাম নির্ধারণ করবেন ও সকল বৈধ মালিককে এবং জমি সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্টদেরকে CUL প্রদান করবেন। ২) বাপাউবো/পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান ক্ষতি গ্রস্তদের RAPএর নীতিমালা অবহিত করবে, ক্ষতিগ্রস্তদের দলিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে,

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
				অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ (Top-up) প্রদান করবে এবং RAP বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। ৩) উৎপাদনের তথ্য উপাত্ত এবং জেলা প্রশাসকের ব্যবহৃত উৎস অনুযায়ী বাপাউবো বাজার মূল্য নির্ধারণ করবে এবং PAVC অথবা পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় স্থানীয় বাজারের প্রকৃত মূল্যর সাথে তুলনা করবে।

ক্যাটাগরী-৬ ঃ ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানচ্যুত হওয়ায় আয়ের ক্ষতি।

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১) যে কোন ব্যবসায়ী বা পরিচালক (সত্ত্বাধিকারী অথবা সত্ত্ববিহীন) যিনি ৩ (তিন) ধারা নোটিশ জারির সময় বা শুমারী জরিপের সময় স্থাপনায় বাণিজ্যিক কর্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। ২) শুমারি জরিপে চিহ্নিত ব্যক্তিগত/ বাপাউবো/সরকারী জমিকে স্থাপিত এবং ভাড়া দেওয়া স্থাপনার মালিক।	১) বাণিজ্যিক আয়ের ক্ষতি পুষিয়ে দেবার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ২) ভাড়া দেওয়া স্থাপনা থেকে আয়ের ক্ষতি নিরসনের জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।	১) ক্ষতিগ্রস্ত স্থায়ী বাণিজ্যিক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যবসা থেকে প্রাপ্ত আয় ক্ষতিগ্রস্ত হলে দৈনিক সর্বমোট ৪৫ দিনের আয় হিসেবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে যা PAVC ধার্য করবে। ২) অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/ উথুলি/ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর যতদিন ব্যবসা থেকে আয় ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ততদিন উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত আয়ের ক্ষতিপূরণ পাবেন তবে	১) বাণিজ্যিক স্থাপনার ভূমি থেকে ছাদ পর্যন্ত স্থায়ী দেয়াল থাকলে (এটা উঠিয়ে/সরিয়ে নেওয়ার মত স্থাপনা নয়) তাহলে সেগুলো ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য । ২) ব্যবসার ধরন, মেঝের আকার এবং মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ শুমারির সময় লিখিত নেওয়া হবে। ৩) শনাক্তকরণের পূর্বে যথাযোগ্য মালিক,	১) যৌথ তদন্তের সরেজমিন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক ব্যবসার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে পারেন বাপাউবো সহোযোগিতায় অথবা শুধু ব্যবসায়িক অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে পারে। ২) ব্যবসা থেকে দৈনিক গড় আয়, বাপাউবো, PAVC এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
		সর্বাধিক ৪৫ দিনের বেশি নয়। ৩) আংশিক বা অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা নতুনভাবে ব্যবসা পুন:গঠন ও চালুর জন্য পুনর্বাসন ক্ষতিপূরণ পাবেন তবে তা ৪৫ দিনের বেশি নয়। ৪) সরকারী বা ব্যক্তিগত জমিতে অবস্থিত বাণিজ্যিক স্থাপনার মালিক ৩ (তিন) মাসের ভাড়ার সমপরিমাণ মূল্য/টাকা পাবেন এবং এর পরিমাণ নির্ধারণ করবেন PAVC । ৫) কোন পরিবার /খানা যদি স্থায়ীভাবে আয় /ব্যবসা হারান, তাদের জন্য কর্মসংস্থান পুনঃরূদ্ধার কর্মসূচি বিবেচনা করা হচ্ছে।	ভাড়াটিয়া ও ব্যবসার স্থান PAVC কর্তৃক যাচাই করা হবে।	সহায়তায় নির্ধারণ করবে এবং তার ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা/ভাড়ার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবেন। ৩) বাপাউবো/ পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্তদের RAP এর নীতিমালা অবহিত করবেন এবং দলিল সংগ্রহ করা, Top-up বা বাজার মূল্য নির্ধারণে ও প্রদানে সহায়তা করবেন এবং RAP বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন ও পরিবীক্ষণ করবেন।

ক্যাটাগরী-৭ঃ আয়ের সাময়িক ক্ষতি (বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও শিল্প কারখানার শ্রমিক) ও কর্মদিবসের ক্ষতি

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১) সরকারী এবং বে-সরকারী জমি থেকে বাস্তুচ্যুত ব্যবসায় অন্তত ছয় মাসের জন্য ক্রমাগত নিযুক্ত পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি। ২) বসত ভিটা পূর্ণ রিলোকেশন কারণে কার্যদিবস হারানো সদস্যগণ	১) মজুরি আয়ের সাময়িক ক্ষতি প্রশমন অনুদান দেয়া হবে। ২) মালিক এবং Squatter বসত ভিটা রিলোকেশন কারণে হারানো কার্যদিবসের ক্ষতি প্রশমন অনুদান দেওয়া হবে।	১) Cut-of date থেকে চাকুরীর মেয়াদকাল গণনা করা হবে। ২) GTL ৯০ দিনের মজুরীর সমান হবে, দৈনন্দিন মজুরির সাম্প্রতিক বাজার মূল্য অনুসারে যা PAVC কর্তৃক নির্ধারিত হবে।	১) পিএভিসি (PAVC) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা থেকে শ্রমিকের সংখ্য তদন্তের ম্যধ্যমে নির্ধারণ করবে। ২) বসতবাড়ি স্থানান্তর ও পুন:স্থাপনের জন্য প্রকৃতপক্ষে যতদিন লাগে তত দিনের মজুরী এবং দিনের সংখ্য মূল্যায়ন করবে	১) PAVC এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকলাপনা বাস্তবায়ন সহোযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর সহায়তা বাপাউবো শ্রমিকদের গড় দৈনিক বেতন নির্ধারন করবে। ২) BWDB / পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
		৩) বসত ভিটা পুন:স্থাপনের জন্য প্রকৃতপক্ষে যতদিন লাগে সে হিসেবে GWL হবে (সর্বনিম্ন ১০ দিন বা সর্বোচ্চ ৩০ দিন) তা বাজারে মূল্য অনুসারে দৈনিক মজুরি। ৪) শিশু শ্রমিক সদস্য যদি ব্যবসায় সাময়িকভাবে সহায্য করে তবে ক্ষতিপূরণ পাবেনা।	পিএভিসি (PAVC) ।	সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্তদের RAP এর নীতিমালা অবহিত করবেন এবং দলিল সংগ্রহ করা, GWL, GTL প্রদান করবেন এবং RAP বাস্তবায়নের অগ্রগতির প্রতিবেদন ও পরিবীক্ষণ করবেন।

ক্যাটাগরী-৮ ঃ লীজ, বর্গাচষী, বন্ধকী বা খাস জমির ক্ষেত্রে

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১) চুক্তিনামা অনুযায়ী বৈধ মালিক (গণ) ২) অলিখিত ভোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি মোতাবেক সমাজ স্বীকৃত বর্গাচাষী/ লীজ/ বন্ধকী/খাসজমি ভোক্তা।	১) চুক্তি মোতাবেক ক্ষতির ধরন ১ ও ২ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ ভাগাভাগি হবে।	১) আইন সম্মত চুক্তির ক্ষেত্রে: জেলা প্রশাসক জমির মালিক এবং বর্গাচাষী/লীজ গ্রহীতাকে আইন অনুসারে CUL প্রদান করবেন। ২) প্রথাগত আইন: জমির বৈধ মালিক বর্গাদার/ ইজারাদারের বকেয়া পাওনা চুক্তি মোতাবেক পরিশোধ করবেন এবং জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে CUL সংগ্রহ করবে । ৩) CUL যদি RV চেয়ে কম হয় তাহলে বৈধ মালিকগণ বাপাউবো থেকে Top-up পাবেন; তবে শর্ত থাকে যে- ক) সমস্ত বকেয়া পরিশোধ হয়েছে। খ) যদি না হয়ে থাকে তবে বকেয়া পরিশোধ	১) PAVC এর তদন্তে অধিগ্রহণাধীন বর্গা জমির মালিক এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট বর্গাচাষী বা খাই খালাসি চাষী শনাক্ত হবে। ২) জমি বর্তমান মালিকানার উপর কোন মত পার্থক্য থাকলে অভিযোগ নিরসন কমিটির মাধ্যমে তা নিস্পত্তি করা হবে।	১) জেলা প্রশাসক চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের সনাক্তকরবেন এবং ক্ষতিপূরণ দেবেন। ২) বাপাউবো, বাস্তবায়ন সংস্থার সহায়তা চুক্তি মোতাবেক অলিখত ভোগ দখল দারদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদান করবেন। ৩) বাপাউবো নিশ্চিত করবে যে লীজকারীর সকল দায়-দেনা পরিশোধ হয়েছে।

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
		যোগ্য পরিমাণ রেখে দেওয়ার পর যা বাকি থাকবে তা বৈধ মালিক পাওয়ার যোগ্য হবেন। বাপাউবো এর প্রদেয় অর্থের চেয়ে যদি দায়-দেনা বেশি হয় তবে মালিক উক্ত পরিমাণ পরিশোধ হবে।		

ক্যাটাগরী-৯ ঃ কায়েমী / অর্পিত অনাবাসিক সম্পত্তি / জমিতে অধিগমন সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতি

প্রাপ্তযোগ্য ব্যক্তি	প্রাপ্যসমূহ	বাস্তবায়ন নির্দেশনা	বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি	দায়িত্ব
১) কায়েমী ও অনাবাসিক জমির বর্তমান ব্যাবহারকারীগণ RAP জরিপের মাধ্যমে শনাক্ত করা হবে। CUL প্রদানের সময় জেলা প্রশাসক VNR সম্পত্তি শনাক্ত করবেন।	১) কৃষি জমি ঃ এ বছরে বা তার পূর্বের বছরে জমিতে উৎপাদিত ফসলের মোট মূল্যের তিনগুন পরিমাণ মূল্য। ২) বসত ভিটা ঃ ক) যদি জমির এক অংশ অধিগৃহীত হয় তবে অবশিষ্টাংশে বসবাস করতে পারবে এবং HTG, HCG অনুদানের মাধ্যমে বসতভিটা রিলোকেশন সহায়তা করা হবে। খ) জমি পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হলে এবং বাড়িঘর অন্য স্থানে রিলোকেশন প্রয়োজন পড়লে তাদের ছয় মাসের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে তবে লীজ ব্যতীত।	১) সে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেগুলো প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহনের সময় জেলা প্রশাসক কর্তৃক শনাক্তকৃত। ২) তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যারা ১৯৮৪ দ্বারা শনাক্তকৃত এ সকল জমির ইজারাদারগণ জেলা প্রশাসক কর্তৃক চুক্তি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে।	১) CEIP-1 এর জন্য অধিগ্রহনের সময় PAVC যাচাই করবে যে, সম্পত্তি আগে (১৯৮৪ইং) থেকেই কায়েমী ঘোষিত কিনা।	১) অধিগৃহীত সম্পত্তি VNR কিনা তা বাপাউবো যাচাই করবেন এবং ক্ষতিপূণের উপযুক্ততা নির্ধারণ করবে এবং ক্ষতিপূরণ দিবেন।

৫.৬ ক্ষতিপূরণ পরিশোধ

(১) অধিগৃহীত জমির ক্ষেত্রে, জমি ও জমির উপর অবস্থিত সম্পদের হিসাব নিরূপণ এবং ক্ষতি বাবদ ক্ষতিপূরণের একটা অংশ জেলা প্রশাসক (জমি অধিগ্রহণের কমিটির প্রধান) সম্পত্তির মালিকদের দিবেন। পরিশোধিত ক্ষতিপূরণ যদি প্রতিস্থাপন মূল্যের চেয়ে কম হয়, সেক্ষেত্রে বাপাউবো বা উভয়ের তারতম্যে "টপ-আপ" হিসাবে অতিরিক্ত মূল্য সরাসরি পরিশোধ করবে।

(২) অধিগ্রহণ বা অধিগ্রহণ ছাড়াও, ক্ষতিপূরণ সহায়তা সকল ক্ষতিগ্রস্তদের যেমন স্কোয়াটারস/অনুঃপ্রবেশকারী, ব্যবসার মালিক এবং কর্মচারী, যারা অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ আওতায় পড়েনি, কিন্তু র‍্যাপ অনুযায়ী তাদের ক্ষতিপূরণ সহায়তা সরাসরি বাপাউবো প্রদান করবে।

নির্ধারণ ও পরিশোধঃ

(৩) 'টপ-আপ' যদি জমি এবং অন্যান্য সম্পদের মালিক একাধিক মৌজা বা ভূমি প্রশাসন ইউনিটের অন্তর্ভূক্ত হয় সেক্ষেত্রে তাকে একত্রে একবার গনণা করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাপ্য যা ডিসি কর্তৃক আইনানুগ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের প্রতিস্থাপন বা বাজার মূল্যের মধ্যে তুলনা করে নির্ধারণ করে একত্রে পরিশোধ করা হবে।

(৪) ক্ষতিগ্রস্ত জমি ও সম্পদের মালিককে আইনি বিবাদ বা অন্যান্য কারণে ডিসি কর্তৃক CUL পেমেন্ট দেওয়া সম্ভব না হয় তবে বাপাউবো অধিগৃহীত সম্পদের জন্য টপ-আপ নির্ধারণ করবে। বিরোধ নিস্পত্তির পর যখন বাকী সম্পত্তির উপর CUL পরিশোধ হবে তখল টপ-আপ দেওয়া হবে।

(৫) সবার জন্য ক্ষতিপূরণঃ যারা অধিগ্রহণের অধ্যাদেশের আওতায় ক্ষতিপূরণ পাবেন না তারাও পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য হবেন। সরকারী বা বেসরকারী জমি থেকে উচ্ছেদ করার পূর্বেই তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

(৬) প্রকল্পের প্রয়োজনে, অধিগ্রহণের মাধ্যমে যে সমস্ত সম্পদ (জমি, অবকাঠামো ইত্যাদি) স্থানচ্যুত/উচ্ছেদ হবে তার পূর্ণাঙ্গ ক্ষতিপূরণ বাপাউবো নিশ্চিত করবে। SMRPF ও RAP নীতিমালা অনুযায়ী PAVC ক্ষতিপূরন নির্ধারণ করবেন।

অধ্যায় ৬ রিলোকেশন ও জীবিকা পুনঃরুদ্ধার

৬.১ রিলোকেশন ক্ষেত্রসমূহ

(১) প্রকল্পের প্যাকেজ-১ এর অধীনস্থ চার পোল্ডারের বেসরকারী ও সরকারী জমি হতে আবাসিক পরিবার, দোকান, সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ও অন্যান্য ইউনিটসহ ৫,৪৫৩টি প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিট (পিএইউ) স্থানান্তরিত হতে হবে। প্রকল্প দ্বারা স্থানান্তরের কারণে ৫,২২৫টি ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিট এবং ২২৮ কমিউনিটি গ্রুপ আবাসন ও বাণিজ্যিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর (পিএএইচ) বেশিরভাগই বর্তমান বাঁধে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে অনেকে দরিদ্র ও ভূমিহীন। তবে, নভেম্বর, ২০১২ সালের নন-টাইটেলড ইপিদের জরিপে দেখা যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ৫০% এর পোল্ডারের ভিতরে বিভিন্ন শ্রেণীর জমি আছে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো (squatters/ encroachers), একটি বিশেষ এলাকায় স্থানান্তরের জন্য প্রকল্প থেকে সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয় যাতে তারা তাদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে এবং জীবন যাত্রার মান পুনঃরুদ্ধার করতে পারেন। সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বসান নীতিমালা কাঠামো (SMRPF) এবং পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (RAP) এর নীতিমালা অনুযায়ী, বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের অবকাঠামো এবং অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধার জন্য প্রতিস্থাপন মূল্য প্রদান করা হবে, যাতে তারা স্বতন্ত্রভাবে বা দলগতভাবে বিকল্প স্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। মূল্য নির্ধারণ কমিটি পোল্ডারস্থ ভূমির মূল্য বিবেচনা করে নিরুপিত ক্ষতিপূরণ বিকল্প জমি ক্রয়ের জন্য এবং বাস্তুচ্যুত স্কোয়াটার কর্তৃক (squatters) অবকাঠামো বাবদ ক্ষতিপূরণের টাকা প্রদান করা হবে। বাস্তুচ্যুত পরিবারবর্গের সঙ্গে ২০১৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় সংগৃহীত মতামত অনুযায়ী, তারা স্বতন্ত্রভাবে বিকল্প জমি ক্রয় করে বা তাদের নিজস্ব বা আত্মীয়ের নিকটে জমির উপর স্থানান্তরিত হতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে তারা ওয়াকিবহাল যে, অবকাঠামো বাবদ প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, জমি ক্রয় এবং পোল্ডারের ভিতরে জমির অন্তত ৪ শতক বালি দ্বারা পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট। তাদের আরও জানানো হয় যে, ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো থেকে প্রাপ্ত নির্মাণ সামগ্রী তাদের অবকাঠামো পুনঃনির্মাণের জন্য বিনা খরচে নিয়ে যেতে পারবে।

(২) কমিউনিটির সম্পদ ও সেকেন্ডারী অবকাঠামো এবং শুধুমাত্র গাছ হারানো খানা সদস্য ব্যতীত মোট ৫০৫৬ টি পরিবার এবং দোকান প্রতিস্থাপনের অন্তর্ভুক্ত। বাস্তুচ্যুত পরিবারগুলোর মধ্যে (বিশেষত পোল্ডার ৩৫/১ এ) অধিকাংশ তাদের নিজের জমি থেকে এবং কিছু বাপাউবো এবং অন্যান্য সরকারি জমি থেকে বাস্তুচ্যুত হবে। SMRPF অনুযায়ী, প্রকল্প থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর বাস্তুচ্যুত পরিবার/ মানুষগুলোকে স্ব-স্থানান্তরের জন্য উৎসাহিত করা হবে। এইরূপ স্ব-স্থানান্তর তাদের আত্মীয়ের সাথে বসসাসের এবং পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করবে। তবে তাদেরকে দলবদ্ধ পদ্ধতিতে স্ব-রিলোকেশন উৎসাহ প্রদান করা হয়। যেহেতু সরকারিভাবে স্থানান্তরের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন ভূমি না থাকায় RAP বাস্তবায়নের সময় আলোচনা সভা ও এফ জি ডি এবং বাস্তুচ্যুত ব্যক্তিদের/খানা সদস্যদের নিজ উদ্যোগে স্থানান্তরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটিতে একই রেখা বরাবর ভূমি অধিগ্রহণ এবং সেখানে বিদ্যমান সম্প্রদায়/ গ্রুপের সঙ্গে তাদের জীবিকা ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকার কারণে এমনটি হয়েছে। প্রকল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের ন্যূনতম নাগরিক সুযোগ-সুবিধা যেমনঃ নলকূপ (১:১০), টয়লেট (১:১) অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ইত্যাদি গুচ্ছ-পদ্ধতিতে (প্রতিটি গুচ্ছের মধ্যে কমপক্ষে ১০ পরিবার) প্রদান করবে। ২০১৫ সালে হালনাগাদকৃত জরিপ এবং ক্ষতির তালিকা অনুযায়ী স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে খানাসদস্য এবং দোকানের টেবিল-২৭ এ বর্ণনা করা হল;

ছক ২৭: প্রতিষ্ঠাপন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী খানাসদস্য এবং দোকান এর সংখ্যা

প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শ্রেণি	পোল্ডার- ৩২	পোল্ডার- ৩৩	পোল্ডার- ৩৫/১	পোল্ডার -৩৫/৩	মোট
PAHs দের ক্ষতিগ্রস্ত বাসভবন সংখ্যা	১০৫৫	৮৮৯	১০৬৩	১৫৬	৩১৬৩
PAHs দের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা প্রাঙ্গন সংখ্যা	৩৮৮	৪৯৫	৫৭০	১৪৯	১৬০২
PAHs দের ক্ষতিগ্রস্ত আবাসিক ও ব্যবসায়িক প্রাঙ্গন	৭৫	১২৬	৮১	৯	২৯১
মোট	**১৫১৮**	**১৫১০**	**১৭১৪**	**৩১৪**	**৫০৫৬**

উৎস: হালনাগাতকৃত এবং আইওএল জরিপ মার্চ-মে, ২০১৫

(৩) বিদ্যমান জীবিকা অর্জনের সুযোগ সুবিধা এবং সেই সাথে পারস্পরিক সমর্থন, সামাজিক পরিচয়, সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ, যোগাযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা, ইত্যাদির জন্য মানুষ (স্কোয়াটারস বা জমির মালিক উভয়ই) সাধারণত নির্দিষ্ট এলাকায় তাদের পরিজনদের মধ্যে বসবাস করে। যেহেতু পরিবারগুলো দীর্ঘ বাঁধের উপর বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছে তাই তাদের স্থানান্তর করা একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। অতএব, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে নিজেদেরই প্রতিষ্ঠাপনের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা একটি টেকসই জীবিকা নির্বাহের জন্য উপযুক্ত হবে এবং তাদের পছন্দের একটি আর্থ-সামাজিক জীবন গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, SMRPF অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে নন-টাইটেলড (স্কোয়াটারগণকে) অধিগ্রহণকৃত জমি ছেড়ে দিতে হবে এবং বাঁধ নির্মাণের পর বসবাসের জন্য তারা আর বাঁধে ফিরে আসতে পারবে না।

৬.২ বাঁধে বসবাসকারী জনগণ ও ভূমিহীনতা

(১) আর্থ-সামাজিক জরিপ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে পরামর্শ/আলোচনা সভায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে স্থানান্তর প্রসঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছিল। এতে বোঝা গিয়েছিল যে, বাঁধে বসবাসকারীদের স্থানান্তরিত করার জন্য পোল্ডারের ভেতরে পর্যাপ্ত স্থান নেই। পোল্ডারের ভিতরে যাদের নিজস্ব জমি ছিল তাদের কিছু লোক সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় এবং বর্ষা কালের বন্যার সময় বাঁধে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এবং এখনো সেখানে অবস্থান করছে। তাদের অনেকেই ভূমিহীন কিন্তু বাঁধ দখলকৃত পরিবার এবং ব্যক্তিবর্গের পোল্ডারের ভিতরে জমি-জমা আছে ।

(২) ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে, বাঁধে বসবাসকারীদের উপর পরিচালিত একটি পৃথক জরিপে দেখা যায়, তাদের মধ্যে মাত্র ৪৭% ভূমিহীন (ল্যান্ড হোল্ডিং-০)। বাঁধে বসবাসকারীদের মধ্যে ৪৭% লোকের উঁচু জমি আছে যেখানে তারা প্রতিস্থাপিত হতে পারেন এবং তাদের মধ্যে ২% এর অন্যান্য ধরনের ভূমি আছে। আরও দেখা যায় যে, সিএসএস জরিপ এর সময় যাদের চিহ্নিত করা হয়েছিল তাদের ৪% বাঁধ ছেড়ে চলে গেছে এবং অধিকাংশ সম্ভবত পোল্ডারের ভিতরে নিজেদের জমিতেই অবস্থান করছে।বর্তমান অবস্থান থেকে এই সকল উঁচু জমির দূরত্ব নিরীক্ষা করা হয় এবং জানা যায় squatters/encroacher এর অধিকাংশের (৯১.৪৮%) অবস্থান ১.০০ কিলোমিটারের মধ্যে এবং বাকিদের অবস্থান ১.০০ কি.মি. এর বাইরে।

৬.৩ প্রকল্পে প্রতিস্থাপনের/স্থানান্তরের কৌশল

(১) বাস্তুচ্যুত পরিবার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি সম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে squatter দের বসতি স্থাপনা বিষয়ে স্থানান্তরের কৌশল বিবেচনা করা হয়েছে। প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত squatters এবং অন্যান্য পরিবারের স্থানান্তর একটি কৌশল হিসেবে বা স্থায়ী রিলোকেশন আগে স্ব-স্থানান্তর (স্থায়ী), গ্রুপ স্থানান্তর (স্থায়ী) এবং অস্থায়ী স্থানান্তরের উপায় গুলো চিহ্নিত করে। ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাহত জীবিকা প্রশমিতকরণে, স্থানান্তর এবং অবকাঠামো পুনর্গঠনের সময় পর্যাপ্ত জীবিকানির্বাহ সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান করা হবে।

(২) প্রকল্প পরিচালক (পিডি) মাঠ পর্যায়ে নিযুক্ত প্রকল্প ব্যবস্থাপক, সমাজ বিশেষজ্ঞ (SSS), রাজস্ব ষ্টাফ ও Physical Relocation Assistance Committee (PRAC) এর সহায়তায় পোল্ডার ভিত্তিক বাস্তুচ্যুত পরিবার এবং বাণিজ্যিক প্রাঙ্গনের রিলোকেশন সম্পর্কিত বিষয়টা পরিচালনা করবে। PRAC, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহিত পরামর্শক্রমে পোল্ডারগুলোতে বসবাসরত (স্কোয়াটার), অন্যান্য পরিবার এবং দোকান অন্যত্র স্থানান্তরের জন্য উপযুক্ত এবং বিকল্প জমি খুঁজে বের করবে। উপকূলীয় বিকল্প সম্ভাব্য রিলোকেশন সাইটগুলো: খালি সরকারি জমি বা বাপাউবো অব্যবহৃত জমি, পুনর্বাসনের জন্য উপযুক্ত মালিকানাবিহীন নতুন জমি, এবং উৎপাদনহীন ব্যক্তিগত জমি হতে পারে। প্রকল্প ব্যবস্থাপক, পিএমইউ এর প্রকল্প পরিচালককে সরাসরি রিপোর্ট করবেন। রিলোকেশন বিষয়ে ডেপুটি টিম লিডার (র‍্যাপ/ল্যাপ) রিলোকেশন স্পেশালিস্ট হিসেবে কাজ করবেন। রিলোকেশন স্পেশালিস্টের অধীনে মাঠ সমন্বয়কারী পদমর্যাদায় একজন রিলোকেশন সহকারী নিয়োগ করা হবে। র‍্যাপ টিম, স্থানচ্যুতির পূর্বে বাস্তুচ্যুত পরিবারের মধ্যে প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন, জরিপ/স্থানান্তরের অপশন জরিপ পরিচালনা করবে এবং এ প্রতিবেদন টিম লিডার, সিইআইপি-১ এর মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকের কাছে দাখিল করবে। প্রকল্প পরিচালক, ডিএস কনসালটেন্ট ও প্রকল্প ব্যবস্থাপকের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে বাস্তুচ্যুত পরিবার এবং দোকান স্থানান্তরের বিকল্প সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৬.৩.১ স্বেচ্ছায় প্রতিস্থাপন/স্থানান্তর

(১) বিদ্যমান বাঁধের বেশির ভাগ অংশেই প্রকল্পটি একটি দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ জমি দখল করেছে। নতুন বাঁধের জন্য মোট (১২৩.৫৪ হেক্টর) জমি নেয়া হবে যা চার পোল্ডারে (২৬০ কি.মি.) পুরো বাঁধ দৈঘ্যের মাত্র ১২.৬%। আবার প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের বেশির ভাগই মূলত squatters/encroachers (৭০%) যারা শুধুমাত্র বিদ্যমান বাঁধের সাথে সংযুক্ত বা বাঁধের অংশে বরাবর বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছে। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত স্কোয়াটারসদের পুনর্বাসনের জন্য উন্নত জমি এবং উপযুক্ত স্থানে খালি জমিও পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই। এই অবস্থায় প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সংগঠিত সাইটে রিলোকেশন উৎসাহিত করা হচ্ছে না। অতএব প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে নিজস্ব নিকটস্থ জমিতে স্থায়ীভাবে "স্ব-রিলোকেশন" করার জন্য উৎসাহিত করা হবে। তার উদ্দেশ্য হল পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সামাজিক ভাঙ্গন কমানো এবং মানুষ পারস্পরিক সমর্থনের জন্য দলের মধ্যে আত্নীয়তার বন্ধনে একত্রে থাকতে উৎসাহী করা। উভয় খেতাবধারী এবং squatters/encroachers এই সুযোগ নিতে উৎসাহিত করা হবে এবং আশা করা হয় যে স্থায়ী রিলোকেশন এনটাইটেলমেন্ট বরাদ্দ স্থান যেন সংকুলানযোগ্য হয়।

(২) স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠাপনের জন্য উৎসাহ প্রদান ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে বিকল্প জমি অন্বেষনে squatters / encroachers দের সাহায্য করা হবে। প্রকল্প জমি অনুসন্ধানের কার্যভার গ্রহণ করবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার/ squatters/ encroachers দের স্থায়ী স্থানে স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা করবে। ক্ষতিগ্রস্ত squatters / encroachers যারা স্ব-স্থানান্তরিত হতে চায় তারা ঘোষনা পত্র (অ্যানেক্স-vi এর বিন্যাস কাঠামো ব্যবহার করে) তাদের সিদ্ধান্ত জানাবেন।

৬.৩.২ দলগত প্রতিষ্ঠাপন

দলগত প্রতিষ্ঠাপন হল, একটি সংগঠিত স্ব-স্থানান্তর এবং স্থায়ী স্থানান্তর ঘোষনা। কিছু সংখ্যক পরিবার দলগতভাবে একত্রে রিলোকেশনে আগ্রহী হলে পুনর্বাসন এলাকায় অবকাঠামোগত কিছু সুযোগ-সুবিধা যেমন রাস্তা, বনায়ন, নলকূপ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রদান করা হবে। পুনর্বাসন খরচ এবং এই র‍্যাপে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রতিস্থাপন মূল্য, স্থানান্তর, অবকাঠামো পুনর্গঠনের জন্য এবং স্থায়ীভাবে বাঁধ থেকে সরে যেতে যে ক্ষতিপূরণ পাবে তা দিয়ে পোল্ডারের ভিতরে যৌথভাবে বিকল্প জমি সহজেই ক্রয় করতে ভূমিহীন স্কোয়াটারদের দলে সংগঠিত করা যেতে পারে। এই অপশনটি সম্ভব হবে যদি প্রকল্প এলাকার জমি বাজার পুনর্বাসনে সহায়তাদানে অনুমতি পদান করে। Squatters-দের পোল্ডারের দীর্ঘ স্ট্রিপ বরাবর বসবাস করে যার অর্থ, একটি "গুচ্ছ বন্দোবস্ত"এর জন্য একটি স্থান নির্বাচিত করা প্রয়োজন, যা তাদের সান্নিধ্যে হবে, কিন্তু বাঁধের অন্য তীরে যারা বাস করছে তাদের থেকে দূর হতে পারে। অত:পর, স্থানান্তরের ধরণের কৌশলের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানচ্যুতি মানুষ স্ব-রিলোকেশন অপশন (ব্যক্তি) পছন্দ করেছে। বিশেষভাবে, ২০১৬ সালের এপ্রিল-মে মাসে রিলোকেশন বিষয়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও গ্রুপ আলোচনার ফলাফল হল ক্ষতিগ্রস্তরা মূলত: নিজেরাই স্বতন্ত্রভাবে স্থানান্তরিত হবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে।

৬.৩.৩ অস্থায়ী প্রতিষ্ঠাপন

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পোল্ডরের অন্যত্র স্থায়ী ভাবে বসবাসের জন্য জায়গা না পাওয়া গেলে এবং এ ধরণের সংকটাপন্ন অবস্থায়, ভূমিহীন squatters গণ সাময়িকভাবে বাঁধ ছাড়া অন্য কোথাও নিজেদের অস্থায়ীভাবে অন্যত্র স্থানান্তর করতে পারেন। তাদেরকে তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে পছন্দমত স্থানে ক্ষণস্থায়ীভাবে সরে যেতে হবে। ক্ষণস্থায়ীভাবে বসবাসের কিছু সময় পরে দলের স্থায়ী রিলোকেশন ক্ষেত্রে র‍্যাপ এর নীতিমালা অনুযায়ী নাগরিক সুবিধা প্রদান করা হবে।পোল্ডারের ভিতরে যাদের নিজস্ব জমি আছে তাদের আবার নিজস্ব জমিতে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হবে। ক্ষতিগ্রস্তদের আর বাঁধে ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হবে না। যারা স্ব-স্থানান্তরিত হতে চায় তারা ঘোষন পত্রে (অ্যানেক্স-vi এর বিন্যাস কাঠামো ব্যবহার করে) তাদের সিদ্ধান্ত জানাবে।

৬.৩.৪ সাধারণ অবকাঠামো স্থানান্তর

(১) প্রকল্পটি নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য সব কমিউনিটি গ্রুপকে ক্ষতিপূরণ এবং রিলোকেশন সহায়তা প্রদান করবে। সহায়তা পাবার জন্য প্রযোজ্য আবাসিক পরিবার এবং দোকানগুলোকে সকল প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান করা হবে। PRAC সাধারণ প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের জন্য বিকল্প সাইট অনুসন্ধানসহ সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

(২) হালনাগাদ গণনা এবং ক্ষয়-ক্ষতির জরিপ অনুযায়ী চারটি পোল্ডারের বাঁধের ঢালুর ২২৫টি সাধারণ অবকাঠামো যেমন: মসজিদ, মন্দির, ক্লাব, স্কুল, পাবলিক টয়লেট, ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পুনরায় সেকশন কাজ এবং অন্যান্য কাজের জন্য মূলত সাধারণ অবকাঠামো স্থানান্তর প্রয়োজন। ধর্মীয় এবং সামাজিক দিক দিয়ে সাধারণ অবকাঠামো গুলো খুবই সংবেদনশীল এবং এইগুলো স্থানান্তরের সময়ে ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং স্থানীয় জনগণের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। যদি এগুলো স্থানান্তর করা হয় তবে প্রতিটি সাধারণ স্থাপনার এর ব্যবস্থাপনা কমিটি বাপাউবো থেকে ক্ষতিপূরণ/সহায়তা পাবেন। বাজেটে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যাতে কমিটি কর্তৃক নতুন অবকাঠামোটি আকৃতিগতভাবে নির্মিত হতে পারে।

(৩) চারটি পোল্ডারে বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং এটি এলাকার শিক্ষার্থীদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। প্রকল্পটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নেতিবাচক প্রভাব কমানোর চেষ্টা করবে।শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে এই অবকাঠামো ভাঙ্গার পূর্বে অন্য কোন বিকল্প স্থানে পুনরায় নির্মাণ করবে।যদি এধরনের নির্মাণ সম্ভবপর না হয় তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলানে নিকটবর্তী অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করবে।

৬.৪ আয় ও জীবিকা পুনঃরূদ্ধার কৌশল

(১) সম্পদ ও জীবিকার ক্ষতি প্রশমনই হল RAP এর প্রধান লক্ষ্য। পানি উন্নয়ন বোর্ড, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার এবং ব্যক্তিদের নিজস্ব সান্নিধ্যের মধ্যে রাখতে প্রচেষ্টা চালাবে যেন তাদের ক্লায়েন্টের ভিত্তি এবং জীবিকা অক্ষত থাকে। রিলোকেশন সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জীবিকা পুনঃরুদ্ধারের দিক বিবেচনা করে যথাযথ সহায়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সনাক্তকৃত ক্ষতির হিসেবে, নিজস্ব এলাকা থেকে নতুন অবস্থানে পরিবারের স্থানান্তরে তাদের জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হবে। এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে কিছু সময় লাগবে এবং তাদের জীবিকা ব্যাহত হবে। আয় ও জীবিকা পুনঃরুদ্ধার কৌশল তাদের রিলোকেশন পরবর্তী অবস্থার উপর নজর রাখবে এবং জীবণযাত্রার মান সমুন্নত রাখতে উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। র‍্যাপ এর নীতিমালা অনুযায়ী স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পরামর্শ দেওয়া হয়। এছাড়া স্থানান্তর এবং আয় পুনঃরুদ্ধারের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকল্প থেকে সমর্থন পাবে। ক্ষতিগ্রস্ত লোকগুলোকে স্থানান্তরের পূর্বে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ/ পুনর্বাসন সহায়তা দেওয়া হবে। উপরন্তু, অসহায় পরিবারগুলো বিশেষ সমর্থন লাভ করবেন এবং সাধারণ নির্মাণ কাজে নিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন। আশা করা যায় যে, স্বল্প মেয়াদি উৎপাদনশীল সম্পদ ও আয়ের ক্ষতি পুষিয়ে তারা জীবিকা নির্বাহ তরান্বিত করবে।

(২) র‍্যাপ এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত যারা কিনা অন্যত্র স্থানান্তর মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হবে বাপাউবো তাদের ক্ষতিপূরণ ছাড়াও আয় পুনঃরুদ্ধারে সহায়তার জন্য সম্পদ চিহ্নিত করবে। স্থায়ীভাবে যারা আয় হারাবে সে সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গের যোগ্য সদস্যগণ তাদের আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ পাবেন যেমন: ক্ষুদ্র ব্যবসা, হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটাতাজাকরণ, সেলাইকাজ ইত্যাদি। প্রকল্প নীতির অধীনে বাস্তবায়নকারী এনজিও, চাহিদা মূল্যায়ন এবং বিশেষ দলের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চিহ্নিত করবে। অর্জিত দক্ষতা ব্যবহার করার জন্য একটি বাজার মূল্যায়ন এই প্রশিক্ষণ সুবিধা বাড়ানোর লক্ষ্যে পরিচালিত হবে। পুনর্বাসন বাজেটে আয়ের স্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া পরিবারের সদস্যদের জন্য আয় বর্ধক প্রশিক্ষনের জন্য বিধান রাখা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার থেকে একজন করে ব্যক্তি এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ড শুরু করার জন্য আরও সহায়তা প্রদান করা হবে।

(৩) ইতোমধ্যে এ প্রকল্পে অসহায় এবং মহিলা নেতৃত্বাধীন পরিবারের জন্য বিশেষ ভাতা সরবরাহ করা হয়েছে। উপরন্তু, সরকার দ্বারা পরিচালিত কর্মসূচী যেমন: হতদরিদ্র গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ) প্রোগ্রাম, হতদরিদ্র গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) প্রোগ্রাম, কর্মসংস্থান প্রোগ্রাম, ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত করতে র‍্যাপ বাস্তবায়নকারী সংস্থা; বাপাউবো এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তায় বিভিন্ন কর্মকান্ডের সূচনা করবে। ভিজিএফ, ভিজিডি ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (LGI) যেমনঃ ইউনিয়ন পরিষদের (বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গঠিত একটি উপ-জেলা) অসহায় পরিবার এবং ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে। বাপাউবো উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও- উপ-জেলা প্রশাসকদের প্রধান নির্বাহী) মাধ্যমে, সরকারের অর্থায়নে চলমান নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের (চেয়ারম্যান ও ইউপিতে সদস্য) অনুরোধ করবে। র‍্যাপ টিম/এনজিও এর অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের তালিকা প্রস্তুত করে সেগুলোকে ইউনিয়ন

পরিষদের প্রতিনিধিদের কাছে প্রদান করবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ইউএনও এবং স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন।

(৪) স্বাভাবিক আয় পুনঃরুদ্ধারে সহায়তা প্রদানের জন্য উপরে উল্লেখিত অতিরিক্ত সমর্থনের জন্য র‍্যাপ দল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোক যাদের বয়স ১৫ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে তাদের চাহিদা ও দক্ষতা মূল্যায়নের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। বেসরকারী সংস্থা, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের আয় পুনঃরুদ্ধারে উপযুক্ত সদস্যদের প্রাসঙ্গিক প্রোফাইলের ভিত্তিতে একটি তালিকা প্রস্তুত করে তা প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

টেবিল-২৮ এ র‍্যাপ এর জীবিকা পুনঃরুদ্ধার কর্মসূচির আওতায় স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী আয় সৃষ্টিমূলক কর্মসূচির উল্লেখ করা হল:

ছক ২৮: জীবিকা পুনঃরুদ্ধারের সুযোগ/ক্ষেত্রগুলো

১. দরিদ্র পরিবারের যোগ্য সদস্যগণ, প্রতি বছর যাদের আয় সর্বোচ্চ টাকা ৮৭,০০০.০০, প্রকল্প এলাকা থেকে তাদের স্থানান্তর করা হবে।	১.১ স্বল্পমেয়াদী: অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ, স্থানান্তর ভাতা, পুনর্গঠন সহায়তা, এবং নির্মাণকাজে কর্মসংস্থানের অগ্রাধিকার। ১.২ দীর্ঘমেয়াদী: চাহিদা এবং ক্ষমতা সনাক্তকরণ, মানব উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।
২. দরিদ্র নারী প্রধান পরিবারের যোগ্য সদস্যগণ যাদের প্রাপ্ত বয়স্ক কোন পুরুষ সদস্য নেই	২.১ স্বল্পমেয়াদী: অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ, স্থানান্তর ভাতা, পুনর্গঠন সহায়তা, এবং নির্মাণকাজে কর্মসংস্থানের সাথে অতিরিক্ত ভাতা। ২.২ দীর্ঘমেয়াদী: চাহিদা এবং ক্ষমতা সনাক্তকরণ, মানব উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ।

(৫) উপকূলীয় পোল্ডারগুলোতে স্থানীয় জনগণ, যাদের জীবিকা প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে; তারা প্রকল্প নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত কাজে অগ্রাধিকার পাবেন। বাপাউবো ডিডিএস কনসালটেন্ট এর RAP টিম এর সহায়তায় প্রতিটি পোল্ডারে ক্ষতিগ্রস্তদের, শ্রম ঠিকাদারি সমাজ (LCS) গঠন সুগম করবে। ভৌত কাজে নিযুক্ত ঠিকাদার LCS এর মাধ্যমে স্থানীয় মজুর ভাড়া করবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ তাদের বয়স, শিক্ষা এবং দক্ষতার উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের কাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্ম পাবেন। প্রকল্প নির্মাণের পর ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের দরিদ্র ও অসহায় নারী সদস্যদের LCS এর সদস্য হিসেবে বাঁধ সংক্রান্ত কর্মকান্ডে নিযুক্ত করা হবে। নির্মাণ কাজে, অল্পদক্ষ ও অদক্ষ ক্যাটাগরির ভিত্তিতে প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের, অন্যান্যের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(৬) সমীক্ষায় দেখা যায় যে, উপকূলীয় নারীদের কর্মসংস্থান খুবই কম। নারীদের শুধুমাত্র ২.৩% লাভ জনক কর্মসংস্থানে নিযুক্ত। প্রকল্পটি IGA উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করে মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে এবং এই ধরনের কার্যকলাপে তাদের লিপ্ত হতে উৎসাহিত করবে। প্রকল্পটিতে নারীদের উন্নয়নে স্থানীয় এনজিওকে সংগঠিত করার চেষ্টা করা হবে যাতে করে তারা ক্ষতিগ্রস্ত এবং যোগ্য মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

(৭) প্রকল্পটি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ভালোর জন্য অথবা কমপক্ষে জীবিকা পুনরুদ্ধারের জন্য স্থানীয় সম্পদগুলো সহজলভ্য করবে। প্রকল্পটি উপকূলে চলমান কার্যক্রম উন্নয়নে অংশীদার ও এনজিও এর সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের তাদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করবে। পিএমইউ এর অধীনে কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, সামাজিক এবং পরিবেশগত সেল এলাকাতে তাদের সম্পদ সচল রাখতে এবং সকল ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে উন্নয়নের সুযোগ সক্রিয় করতে উন্নয়ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করবে। এই ধরনের একটি উদ্যোগ; এলাকায় সক্রিয় ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলির (এমএফআই) অনুগমন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের জন্য একটি ক্রেডিট প্রোগ্রাম নিশ্চিত করবে। এইভাবে সরকার, বেসরকারী সংস্থার বা অন্য কোন উন্নয়নকারী সহযোগী দ্বারা প্রদেয় সহজ লভ্য সুযোগগুলো প্রকল্প উৎঘাটন করবে এবং এই সকল সংস্থার কাছ থেকে উপকার/সহায়তা লাভের পথ সুগম করবে।

(৮) প্রকল্পটি; বাঁধ বরাবর বৃক্ষরোপণ সহ বনায়ন কম্পোনেন্টের মাধ্যমে পোল্ডারে সুবিধা ভাগাভাগি করার প্রক্রিয়াটি বিবেচনা করবে। বাপাউবো, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং পরামর্শক এর দিক নির্দেশনায় স্থানীয় র‍্যাপ টিম বনায়ন কর্মসূচির তত্ত্বাবধায়ন ও ব্যস্থাপনার জন্য কমিউনিটি বনায়ন কমিটি গঠন করবে এবং এটা নিশ্চিত করবে যে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন এই কর্মসূচিতে লাভবান হবে।

অধ্যায় ৭ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

৭.১ প্রকল্প নির্বাহী সংস্থা

বাংলাদেশ সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবে। সামগ্রিক দিক নির্দেশনা, নীতিগত পরামর্শ এবং প্রকল্প কার্যক্রম সমন্বয় ও আন্তঃসংস্থা বিষয়ে অবগত করার জন্য প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি একটি ফোরাম গঠিত হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্পটি নির্বাহী সংস্থা হল বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড। বাপাউবো প্রকল্প সম্পাদন ও বাস্তবায়নের জন্য পিএমইউ এর মাধ্যমে দায়বদ্ধ থাকবে।

৭.২ প্রকল্প পরিচালনা কমিটি (পিএসসি)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে পিএসসি পরিচালিত হবে এবং অন্যান্যদের মধ্যে অর্থ, কৃষি, পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, বন ও বন্য প্রাণী মন্ত্রণালয়ের সচিবগণ, নির্বাচিত র‍্যাপ বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এবং স্থানীয়/ জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিগণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকবে । পিএসসি প্রকল্পটি তত্ত্বাবধায়ন করবে, নীতি নির্ধারনী নির্দেশনা ও প্রকল্পের আন্তঃসংস্থার সমন্বয় সাধন করবে। পিএমইউ এর পিডি পিএসসির সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

৭.৩ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট (পিএমইউ)

(১) পানি উন্নয়ন বোর্ড, প্রকল্পের উন্নয়ন ও তত্ত্বাবধায়নের জন্য একটি পিএমইউ প্রতিষ্ঠা করেছে। পিএমইউ, বাপাউবো কর্তৃক নিযুক্ত একজন প্রকল্প পরিচালক দ্বারা পরিচালিত হয়। ঢাকায় বাপাউবো এর সদর দপ্তরে এর একটি কেন্দ্রীয় অফিস আছে। পিডি যিনি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী সমপদ মর্যাদার হবেন এবং সরাসরি মহাপরিচালক (ডিজি) বরাবর রিপোর্ট করেন। পিএমইউ এর অধীনস্ত তিনটি সাব-ইউনিট রয়েছে: (ক) প্রকৌশল ইউনিট; (আ) প্রকিউরমেন্ট এবং ফাইন্যান্স ইউনিট; এবং (গ) সামাজিক, পরিবেশ ও যোগাযোগ ইউনিট (SECU)। ঢাকাস্থ পিএমইউ অফিস ছাড়াও প্রকল্প এলাকায় তিনটি ফিল্ড অফিস থাকবে যার প্রতিটি প্রকল্প দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী পদ মর্যাদার প্রকল্পের ম্যানেজার (পিএম) এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। তিনটি প্রধান জেলা, যথা খুলনা, বাগেরহাট ও পটুয়াখালী/ বরগুনাতে প্রকল্পের ফিল্ড অফিসগুলো (FO) অবস্থিত। পিএমইউ এর ভূমিকা মূলত: সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা, সতর্কতার সাথে তাদের কর্মক্ষমতা ও কাজ তদারকি করা, সকল কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে নিয়মিত প্রতিবেদন পেশ করা।

(২) একটি অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) যার প্রকল্প এলাকায় শক্তিশালী অবস্থান থেকে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পিএমইউ কে সহায়তা প্রদান করবে এবং পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMOs) প্রতিষ্ঠা করবে। এনজিও সরাসরি পিডির তত্ত্বাবধায়নে তার কার্যক্রম সম্পাদন করবে, কিন্তু প্রকল্পের আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের প্রকৌশলীর সাথে এর সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে।

(৩) ঠিকাদারী প্যাকেজের আকার, সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ধরন অনুযায়ী প্রকল্প অধীনে গুরুত্বপূর্ন পদে পদায়নের জন্য যথাযোগ্য লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বাপাউবোর বিদ্যমান কর্মীদের মধ্য থেকে বা বহিরাগত থেকে পদ পূরণ করা যেতে পারে। প্রকল্পে প্রকিউরমেন্ট ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা কর্মীসহ কারিগরি / প্রকৌশল ইউনিটের এবং সামাজিক, পরিবেশ ও বন ইউনিটের কর্মী থাকবে যারা সরাসরি পিডির কাছে রিপোর্ট করবে।

(৪) একটি পৃথক মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন (M&E) পরামর্শক, র‍্যাপ বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধায়নের জন্য সমর্থন প্রদান করবে, এবং পিএমইউ এর কাছে রিপোর্ট করবে। একটি ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অব এ্যাক্সপার্ট (IPOE) প্রকল্পের সামাজিক নিরাপত্তাসহ সার্বিক দিক দেখাশোনার জন্য PMU কে সহায়তা প্রদান করবে।

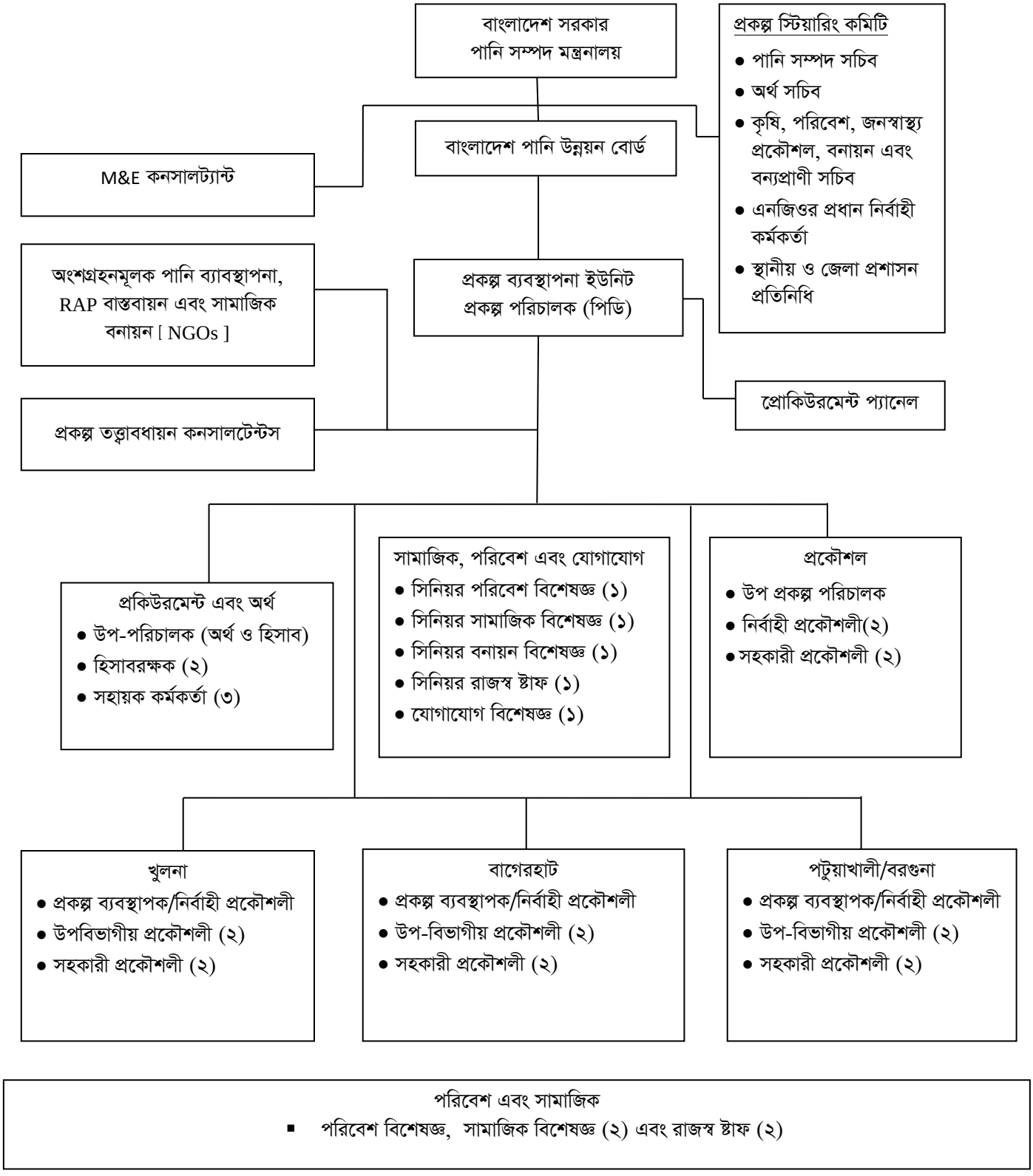

চিত্র ৯: প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

৭.৪ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

মাঠ পর্যায়ে র‍্যাপ বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বিভিন্ন অংশ গ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা সংগঠন (কমিটি) গঠন করবে। বাস্তবায়নকারী সংস্থা জেলা প্রশাসক, বাপাউবো, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে গঠিত সকল কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে কাজ করবে। এই কমিটি স্থানীয় জনগণের (স্টেকহোল্ডার) অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে এবং অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের স্বার্থ/দাবিগুলো সমুন্নত রাখবে। কমিটি সমূহের ক্ষমতা ও কর্ম পরিধি/আওতা গেজেট নোটিফিকেশন (প্রজ্ঞাপন) এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করা হবে।

৭.৫ পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন

সুবিধাভোগী সম্প্রদায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে প্রকল্প কনসেপচুয়ালাইজেশন, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা হবে। বিদ্যমান পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনকে শক্তিশালী করা হবে এবং বাপাউবো এর নীতি ও প্রথা অনুযায়ী নতুন WMO গঠন করা হবে। এই WMO গুলো প্রকল্প ডিজাইন ও বাস্তবায়নে উপাত্ত দেবে এবং র‍্যাপ প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবে। WMO গুলোকে মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশনেও সম্পৃক্ত করা হবে।

৭.৬ বাপাউবো মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ

পিএমইউ এর মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের একটি খুলনায়, একটি বাগেরহাটে এবং একটি পটুয়াখালী বা বরগুনাতে স্থাপন করা হবে। মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বসতি ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত কাজগুলোর সমন্বয় সাধন করবে, পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করবে, এবং উন্নয়ন মূলক কর্মসূচিতে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করবে। মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ র‍্যাপ বাস্তবায়ন বিষয়ক নিম্নোক্ত নির্দিষ্ট কাজগুলো সম্পাদন করবে:

- র‍্যাপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে লিয়াজোঁ যেমন- PAVC সদস্যদের নিযুক্তকরকণ;
- পুনর্বসতি ও পুনর্বাসন কর্মসূচির পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব পালন;
- সকল কার্যক্রমের জন্য বাজেট প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- পুনর্বাসন কার্যক্রম সিংক্রোনাইজ করা এবং নির্মাণ সিডিউল অনুযায়ী ঠিকাদারদের ঝামেলামুক্ত/দখলমুক্ত জমি হস্তান্তর করা;
- র‍্যাপ বাস্তবায়নের উপাত্ত মানোন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় কমিটি গঠন;
- এনটাইটেলমেন্টের প্যাকেজের কার্যকারিতা এবং পেমেন্ট মডালিটি মনিটরং করা;

৭.৭ বাস্তবায়নকারী সংস্থা

(১) প্রকল্প সামাজিক জরিপ, জমি অধিগ্রহণের ফলোআপ, র‍্যাপ বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ড প্রভৃতি সেবা প্রদানের জন্য র‍্যাপ বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে (আইএ) অর্থায়ন করবে। এই বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের সঙ্গে তাদের কাজের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় পুনর্বাসন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ন সহায়ক সেবা প্রদানকে স্বীকৃতী দেয়া হয়েছে। অপরপক্ষে, স্থানীয় আইন এবং বিশ্বব্যাংকের সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণে র‍্যাপ পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নে বাপাউবোর আঞ্চলিক, জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে জনবল সীমিত। সুতরাং, ভূমি অধিগ্রহণ প্ল্যান (ল্যাপ) ও র‍্যাপ প্রস্তুতি এবং র‍্যাপ বাস্তবায়ন কার্যক্রম পিএমইউ এবং মাঠ অফিসকে সহায়তা প্রদানের জন্য ডিএস কনসালটেন্ট দ্বারা অভিজ্ঞ সংস্থা নিয়োজিত করা হয়েছে।

(২) বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রধান কাজ হল প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং এর সাথে জড়িত লোকজনদের শনাক্তকরণ, তাদের ক্ষয়ক্ষতির হিসাব, স্থানান্তর এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্যতা প্রক্রিয়া এর অন্যতম প্রধান কাজ হল মাঠ পর্যায়ের অফিসকে সাহায্য ও সহায়তা করা এনটাইটেলমেন্ট বিতরণে, যেগুলো সরকারের ভূমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী একটি পোল্ডারে সরবরাহ করার মাধ্যমে। ক্ষতিগ্রস্ত এবং অসহায় মানুষজনের বৈধ অভিযোগসমূহ তুলে ধরার ক্ষেত্রেও বাস্তবায়নকারী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। মাঠ জরিপ, উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত ব্যবস্থাপনা এবং সেগুলোর অগ্রগতির জন্য অভিজ্ঞ এবং দক্ষতাসম্পন্ন

কর্মচারী নিয়োগ করবেন এবং একজন অভিজ্ঞ ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ, এবং একজন পুনর্বাসন তথ্য ব্যবস্থাপনা বিশেজ্ঞের নেতৃত্বে বাস্তবায়নকারী সহায়কসমূহ প্রস্তুত করবেন। বাস্তবায়নকারী সংস্থার দায়িত্বসমূহ অ্যানেক্স- IV এ দেয়া আছে।

৭.৮ বহিরাগত মনিটরিং

প্রকৌশল ডিজাইন, বাস্তবায়ন, নির্মাণ কার্যক্রম, পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি সহ প্রকল্পের সব উপাদান মনিটরিং এর জন্য পিএমইউ বহিরাগত পর্যবেক্ষণ সংস্থা নিয়োগ দিয়েছেন। তারা সরাসরি পিডি এবং বিশ্ব ব্যাংক এর কাছে জবাবদিহি করবে। বহিরাগত নিরীক্ষন, র‍্যাপ প্রস্তুত এবং বাস্তবায়ন কর্মসূচির পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা করবে এবং পরিশেষে মূল্যায়ন করবেন। সিনিয়র পর্যায়ের (একজন আন্তর্জাতিক এবং একজন জাতীয়) পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন ও পরীবিক্ষণ (ইএমএ) টিমে রয়েছে। এই ইএমএ, ডিএসসি এবং র‍্যাপ/ল্যাপ টিমকে দিক নির্দেশনা দিবে এবং কর্মপরিধি (ToR) অনুযায়ী তাদের কাজ মূল্যায়ন করবে।

৭.৯ জেলা প্রশাসক

খুলনা ও বাগেরহাটের জেলা প্রশাসকগণ জমি অধিগ্রহণের বৈধতা প্রদান করবে এবং তাদের নিজ নিজ প্রশাসনিক এলাকায় অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির মালিকদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ দিবেন। আইনানুগ ক্ষতিপূরণ হল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রদানকৃত প্রতিস্থাপন মূল্যের অংশ। আইনানুগ ক্ষতিপূরণের অতিরিক্ত সহায়তা অর্থাৎ টপ-আপ (প্রতিস্থাপন মূল্য যদি আইনানুগ ক্ষতিপূরণের চেয়ে বেশি হয়) বাপাউবো বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় সরাসরি প্রদান করবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দুইটি কমিটি গঠণ করবে যেমনঃ পিএভিসি এবং জিআরসি। এগুলোর মধ্যে, পিএভিসি সংগঠিত হবে বাপাউবো, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, এবং ডিসির প্রতিনিধি নিয়ে। ডিসি অফিস ক্ষতির পরিমাণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের জন্য তাদের প্রতিনিধিগণকে কমিটির সদস্য হিসেবে নিয়োগ দিবেন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপণ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করতে বাস্তবায়নকারী সংস্থা সংশ্লিষ্ট ডিসি অফিসের সাথে লিয়াজো বজায় রাখবে। র‍্যাপ প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন কর্মকান্ডের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ টেবিল নং-২৬ এ দেখানো হল ঃ

ছক ২৯: পূনর্বাসন প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক দায়দায়িত্বঃ

	পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব সম্পর্কিত কর্মকান্ড এবং দায়িত্বসমূহ	দায়িত্ব
১	বাস্তবায়নকারী সংস্থা নিয়োগ	পিএমইউ/ডিএসসি
২	র‍্যাপ এর তথ্য সম্বলিত ব্রসিউরের ডিজাইন এবং প্রতিলিপিকরণ	এফও / আইএ
৩	আলোচনা সভা ও জনগনের সাথে মত বিনিময়	এফও / আইএ
৪	পিএভিসি, জিআরসি, এবং পিআরএসির সদস্য নির্বাচন	এফও / আইএ
৫	পিএভিসির মাধ্যমে ডিজাইন এবং জেভিএস সম্পাদন	ডিসি/ এফও / আইএ
৬	পিএভিসির মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির বাজার মূল্য মূল্যায়ন	আইএ
৭	একক মূল্য নির্ধারণ	পিএমইউ
৮	প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জেভিএস উপাত্ত প্রকরণ	আইএ
৯	ক্ষতিগ্রস্ত ও অসহায়পরিবারবর্গ/ লোকদের রিলোকেশন বিষয়ক হিসাব	এনজিও / এফও
১০	ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের এনটাইটেলমেন্ট নির্ধারণ	এফও / আইএ
১১	বাপাউবো, ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন এবং অন্যান্যদের কাছে র‍্যাপ প্রকাশ করা	পিএমইউ/আইএ
১২	র‍্যাপ রিভিউ	বিশ্বব্যাংক
১৩	র‍্যাপ অনুমোদন	বাপাউবো
১৪	জিআরসি মোবালাইজেশন	পিএমইউ/ফিল্ড অফিস/আইএ
১৫	অভ্যন্তরীণ মনিটরিং/পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠা	বাপাউবো
১৬	ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন এর বাজেট অনুমোদন	পিএমইউ
১৭	ক্ষতিগ্রস্ত এবং পুনর্বাসন এর জন্য ফান্ড/তহবিল অবমুক্তি	বাপাউবো/পিএমইউ
১৮	ক্ষতিগ্রস্ত এবং পুনর্বাসন এর জন্য অর্থ প্রদান	এফও/আইএ
১৯	ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ নিরসন	এফও/জিআরএম/আইএ
২০	ভৌত কাজের ছারপত্র প্রদানের পূর্বে অনাপত্তি নিশ্চিত করণ	বিশ্বব্যাংক
২১	পুনর্বাসন এবং জীবিকা পুনরূদ্ধারে সহায়তা	আইএ/মাঠ অফিস
২২	অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ এবং তত্ত্বাবধায়ন	পিএমইউ/এফও/ডিএসসি
২৩	স্বাধীন বহিরাগত মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন	স্বাধীন পর্যবেক্ষণ/ বিশ্ব ব্যাংক

৭.১০ অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা সঙ্ঘ

৭.১০.১ সম্পত্তির হিসাব এবং মূল্য নিরূপন কমিটি (PAVC)ঃ

(১) CEIP এর জন্য নির্বাচিত পোল্ডারগুলো, যেখানে বেসরকারী জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাব দেয়া হয়েছে সেগুলো ডিসি এবং বাপাউবো যৌথভাবে যাচাই করবেন। এছাড়াও জমির জন্য সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, অবকাঠামোর জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তর, বৃক্ষের জন্য বন অধিদপ্তর, ও ফসলের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ ও কৃষি বিপণন বিভাগের সহায়তা এবং তথ্য সরবরাহ করে ক্ষতিগ্রস্ত জমি, অবকাঠামো, গাছপালা ও ফসলের বাজার দর মূল্যায়ন করবে ডিসি। অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিশ্ব ব্যাংকের ওপি ৪.১২ অনুযায়ী, সরকারি জমি/বাপাউবো জমির অনুমোদিত এবং অনুনোমোদিত দখলকারীদের এই RAP অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার যোগ্য হবেন। প্রকল্পের আওতায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিটি মাঠ অফিসের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি PAVC দ্বারা এই নন-টাইটেলড ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ এবং তাদের ভৌত ও আর্থিক ক্ষতিগুলো (জমি অধিগ্রহণের আওতায় নন-টাইটেলড ব্যক্তিবর্গ) মূল্যায়ন করা হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুগত সম্পদের প্রতিস্থাপন মূল্য ও আয় নির্ধারিত হবে। প্রতিটি ফিল্ড অফিসে ৫ সদস্যের PAVC কমিটি থাকবে। PAVC

সদস্যগণ বাপাউবো এর বিভাগীয় অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত এবং পিডি, পিএমইউ, বাপাউবো, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

PAVC এর সদস্যপদ

১.	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (পিএমইউ, এফও)	:	আহ্বায়ক
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি (DTL, RAP/ALP)	:	সদস্য-সচিব
৩.	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের প্রতিনিধি	:	সদস্য
৪.	সহকারী পরিচালক, ভূমি ও রাজস্ব (বাপাউবো সার্কেল)/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী	:	সদস্য
৫.	ওয়ার্ড সদস্য/কাউন্সিলর (সংশ্লিষ্ট)	:	সদস্য

(২) PAVC, নিজ নিজ প্রকল্প এলাকায় পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা প্রসাশক কর্তৃক যৌথ জরিপ (JVS) এর ফিল্ড বুক যাচাই এবং ক্রস চেক করবে। এছাড়াও, PAVC বাপাউবো বাস্তবায়নকারী সংস্থার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার/খানাসদস্য (টাইটেলড এবং নন-টাইটেলড) এবং সম্পদের গণনা/জরিপের কাজটি পর্যালোচনা করবে এবং সে অনুযায়ী প্রত্যায়ন করবে। ক্ষতিগ্রস্ত জমি পরিমাপের ক্ষেত্রে শুমারী এবং JVS উপাত্তের মধ্যে যদি বড় ধরণের ব্যবধান (১০% এর অধিক) থাকে তাহলে PAVC টাইটেলড ক্ষতি এবং নন-টাইটেলড ক্ষতির শুমারি নিয়ে যৌথ জরীপ পরিচালনাকারীর সাথে পরামর্শ করবে। PAVC, বাপাউবো/সরকারী জমির উপর অবস্থিত ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পত্তির (অবকাঠামো, গাছ, ব্যবসা, সাধারণ সম্পত্তি ইত্যাদি) পরিমাণ এবং ধরণ মূল্যায়ন করবে। PAVC বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির প্রতিস্থাপন মূল্য (RC) নির্ধারিত করবে। জরিপ ও জনমতের ভিত্তিতে PAVC সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ জরিপের (PVS) ডিজাইন পরিচালনা করবে। PAVC বর্তমান বাজার মূল্যের ভিত্তিতে জমি, অবকাঠামো, গাছপালা ও ফসলের মূল্য এবং আয়ের পরিমাণসহ প্রতিস্থাপন মূল্য (RC) সুপারিশ করবে।

৭.১০.২ রিলোকেশন সহায়তা কমিটি (PRAC)

প্রতিটি পোল্ডারের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, গ্রামের নেতৃত্বস্থানীয়, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি, পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন (WMO) (যদি থাকে), নারী (যদি থাকে) ও বাপাউবো এর প্রতিনিধি নিয়ে একটি করে PRAC গঠন করা হবে। PRAC প্রধান হবেন বাপাউবোর বিভাগীয় অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী, যিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (স্কোয়াটার) স্থায়ী রিলোকেশনের ও পুনর্বসতির জন্য জমি অনুসন্ধানে সহায়তা প্রদান করবে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার, ব্যবসার মালিকগণ এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত মালিকদের রিলোকেশনের জন্য বিকল্প জমি অনুসন্ধানে ব্যর্থ হলে PRAC বাপাউবোর নিজস্ব সম্পত্তি খুঁজবে।

PRAC এর সদস্যপদ

১.	নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএমইউ এফও)	:	আহ্বায়ক
২.	বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি (DTL, RAP/LAP)	:	সদস্য-সচিব
৪.	স্থানীয় ইউপি সদস্য/ওয়ার্ড কাউন্সিলর (ইউপি বা পৌর সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
৬.	সহকারী পরিচালক, ভূমি ও রাজস্ব, বাপাউবো সার্কেল অফিস	:	সদস্য
৭.	বাস্তুচ্যুত পরিবার/ব্যক্তিবর্গ থেকে প্রতিনিধি	:	সদস্য

৭.১০.৩ অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC)

(১) প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও স্থানীয় জনগণের সহজ অভিগম্যতার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যেকটি ইউনিয়নে অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRC) গঠন করা হবে। এই স্থানীয় কমিটির মূল দায়িত্ব হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি করা যা হবে অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। GRM তথ্য ও যোগাযোগ কৌশলের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে অবহিত করবে যে বিষয়ে অভিযোগ, পরামর্শ দেয়ার তাদের অধিকার রয়েছে। জিআরএম প্রক্রিয়ায় প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত সমস্ত অভিযোগ জিআরসি এর নিকট প্রেরণ করা হবে। প্রতিটি জিআরসি এর সাচিবিক কাজ নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে সম্পন্ন করা হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের অভিযোগ প্রকল্পের নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের অভিযোগ গ্রহণ করা হবে। যদি কোন অভিযোগ, অভিযোগ নিরিসন কমিটি দ্বারা নিরসন সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি অভিযোগ নিরসন কমিটির (GRC) কনভেনারকে তা প্রকল্প পরিচালকের নিকট প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন। কনভেনারের কার্যালয়ে অথবা ইউনিয়ন পরিষদ/ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে সকল সদস্যের সম্মতিতে সকল অভিযোগের শুনানী হবে। GRC সদস্যগণ অভিযোগ বা ক্ষোভের যথার্থ প্রতিফলন নিরপেক্ষ শুনানী ও তদন্ত নিস্পত্তি নিশ্চিত করবেন।

অভিযোগ নিরসন কমিটির সদস্যপদঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএমইউ এফও)	:	আহ্বায়ক
বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি	:	সদস্য-সচিব
স্থানীয়ইউপি সদস্য / ওয়ার্ড কাউন্সিলর	:	সদস্য
স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক (উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক মনোনীত)	:	সদস্য
স্থানীয় মহিলা প্রতিনিধি	:	সদস্য
ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিনিধি	:	সদস্য

(২) যদি আদিবাসি সম্প্রদায় (আইপি) ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আইপি সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে কোনো প্রথাগত দ্বন্দ্ব নিরসন ব্যবস্থা ও আদিবাসি সম্প্রদায়ের সাধারণত প্রথা অনুযায়ী GRCs এর সদস্য পদ গঠিত হবে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি একজন আদিবাসি মহিলা হয়, তাহলে পানি উন্নয়ন বোর্ড সংশ্লিষ্ট মহিলা ইউপি সদস্য বা পৌর ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে শুনানিতে অংশ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানাবেন।

(৩) GRCs সদস্যগণ বিভাগীয় পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক মনোনীত এবং পিডি, পিএমইউ, বাপাউবো, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৭.১১ অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়াসমূহ

৭.১১.১ পটভূমি ও উদ্দেশ্যসমূহ

এদেশের জমি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী জমির মালিক আইনি প্রক্রিয়ার শুরুতে অধিগ্রহন সংক্রান্ত আপত্তি জানাতে পারবেন। একবার আপত্তি শোনা এবং এর নিস্পত্তি করা হয়ে গেলে, প্রক্রিয়ার পরবর্তী পর্যায়ে জমির মালিকদের কার্যত ক্ষোভ এবং অভিযোগ মোকাবেলার আর কোন বিধান নেই। যেহেতু অধ্যাদেশ তাদের কোন স্বীকৃতি দেয় নাই তাই অধিগ্রহনকৃত জমিতে বৈধতা ব্যতীত তাদের অভিযোগ শোনা বা নিরসন করার কোন উপায় নেই। বিভিন্ন প্রকল্পে যেমন দেখা গেছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জমির মালিকানা ও উত্তরাধিকার নিয়ে বিরোধ, এবং শুমারিতে বাদ পরা সম্পদসমূহ, ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের মূল্যায়ণ, ক্ষতিপূরণের অর্থ, এবং এ রকম আরো ঘটনা থেকে অভিযোগ ও ক্ষোভ বিস্তৃত হতে পারে; প্রয়োজন অনুসারে, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব প্রশমন ও

মূল্যায়ণ বিষয়ে প্রশ্নের জবাব এবং এই RAP এ গৃহীত নির্দেশাবলী প্রয়োগে কোন প্রকার অনিয়ম সম্পর্কে ক্ষোভ ও অভিযোগ উত্থাপনের জন্য একটি পদ্ধতি বাপাউবো স্থাপন করবে। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের এবং তাদের সম্প্রদায়ের কাছ থেকে অভিযোগ গ্রহণ এবং দুঃখ-দুর্দশা নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিটি পোল্ডারের জন্য GRC গঠন করা হবে। ঐক্যমতের উপর ভিত্তি করে; পদ্ধতিটি ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে ব্যয়বহুল, সময়সাপেক্ষ আইনি ব্যবস্থা অবলম্বন করা থেকে রক্ষা করে আপসে শান্তিপূর্ণ এবং দ্রুত সমস্যা/দ্বন্দ্ব সমাধান করতে সাহায্য করবে। জিআরএম অবশ্য কোন ব্যক্তি তার অধিকার আদায়ে আদালতে যেতে বাধাঁ দেবে না।

৭.১১.২ অভিযোগ নিরসন/লাঘব প্রক্রিয়া

(১) সকল অভিযোগ বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় GRC তে গৃহীত হবে। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণ অভিযোগ নিরসনের জন্য সরাসরি পিডি বা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বা এমনকি আদালতের আশ্রয় নিতে পারেন। সদস্য সচিব অভিযোগ পর্যালোচনা করে অভিযোগের প্রকৃতি বিশ্লেষণ, দ্রুত নিরসনের জন্য আহ্বায়কের সহিত পরামর্শক্রমে শুনানির সময়সূচী জানাবে। অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে সকল কেসের শুনানী হবে।

(২) স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোগ নিরসনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে, GRC অভিযোগ শুনানীর সভা, সিদ্ধান্তসহ আরও পর্যালোচনার জন্য পিএমইউ এর পিডি বরাবর পাঠাবে। পিডি প্রাপ্ত অভিযোগ মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহনে সহায়তা করতে, পিএমইউ এর সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন সমন্বয়কারীর নিকট পর্যালোচনার জন্য SDRC প্রেরণ করবে। SDRC কেস রেকর্ডগুলো পর্যালোচনা এবং ক্রস পরীক্ষার জন্য মাঠ পরিদর্শন করবে এবং প্রয়োজনে GRC সদস্য সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করবে। এ পর্যায়েও ক্ষুব্ধ ব্যক্তির নিকট সিদ্ধান্ত গ্রহণগেযাগ্য না হয় বা যদি ক্ষোভ থাকে তাহলে বাপাউবো, স্থানীয় সদর দপ্তর থেকে শুনানির পর পরই পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে মামলাটি পাঠাতে পারেন (টেবিল-২৭)। কোন মামলার সিদ্ধান্ত যদি অমীমাংসিত থাকে তবে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে MoWR এর সচিব কর্তৃক অনুর্ধ্ব চার সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। শুনানির যেকোন পর্যায়ে ক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত সম্মত হলে বাপাউবো তা লিপিবদ্ধ করবে।

(৩) টেবিল-৩০ এ প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্বসমূহ অভিযোগ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলঃ

ছক ৩০: অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপঃ

ধাপ ১	• বাপাউবো এর পক্ষে বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন নীতি, ক্ষতিপূরণ ও এনটাইটেলমেন্টের পদ্ধতি, এনটাইটেলমেন্টের প্যাকেজ, যোগ্যতা ও প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত করেন এবং পরামর্শ দিয়ে থাকেন। • RAP এর অধীনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনানুগ ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তার জন্য প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন স্পষ্ট ধারণার সঙ্গে ডিসি এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার কাছে যান। • জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া ও এনটাইটেলমেন্ট বৈধতা নিয়ে কোন বিভ্রান্তি, বৈধ অভিযোগ থাকলে PAPs তা নিরসনের এর জন্য GRC এর সরণাপন্ন হবেন। ক্ষুব্ধ ব্যক্তিবর্গ সিদ্ধান্তের জন্য তাদের অভিযোগ সরাসরি পিএমইউ বা MoWR এর সচিব বরাবর উত্থাপন করতে পারেন।
ধাপ২	• বাস্তবায়ণকারী সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত লোকজনকে তাদের অভিযোগ, প্রত্যাশা সহ লিখিত অভিযোগ GRC এর আহ্বায়ক বরাবর দাখিল করতে সহায়তা করবে। বাস্তবায়ণকারী সংস্থা কর্তৃক ক্ষুব্ধ লোকজনকে অভিযোগ নিরসনের প্রমান পত্র ও কার্যবিবরণী প্রদান বাধ্যতামূলক। • GRC মামলা রেকর্ড দেখে যে কেসগুলো GRC এর মাধ্যমে সমাধান করা সম্ভব সেগুলো রেখে এবং অন্যগুলি ডিসি বা আদালত বরাবর নিস্পত্তির জন্য প্রেরণ করবে। • GRC সচিবালয়ে বা স্থানীয় পর্যায়ে ইউপি অফিসে মামলার শুনানি সংগঠিত এবং অভিযোগ প্রাপ্তির ৪ সপ্তাহের মধ্যে GRC দ্বারা নিরসন করা হয়। • অভিযোগ নিরসনে সন্তুষ্ট লোকজন RAP বিধানের অধীনে পুনর্বাসন সহায়তার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার সরণাপন্ন হয়। এনটাইটেলমেন্ট প্রক্রিয়াকরণের আগে গ্রহনকৃত রেজল্যুশন পিএমইউ এর কাছে পিডির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হবে। • ক্ষুব্ধ ব্যক্তির কাছে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য না হয় তবে তিনি বাস্তবায়নকারী সংস্থার সহায়তায় GRC

	আহ্বায়কের মাধ্যমে আরও পর্যালোচনার জন্য পিএমইউ এর কাছে প্রেরণ করে।
ধাপ ৩	• যেসকল মামলা প্রসিডিংস সহ পিএমইউ তে পেশ করা হয়, যেখানে প্রকল্প পরিচালক পিএমইউতে কর্মরত সিনিয়র সামাজিক স্পেশালিস্ট এর (এসএসএস) সহায়তায় সেগুলো পর্যালোচনা করবেন। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করত: অভিযোগ প্রাপ্তির ৪ সপ্তাহের মধ্যে সমাধান দেওয়া হয়। • যদি অভিযোগ নিরসনে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় তাহলে গৃহীত রেজল্যুশন আহ্বায়ক অফিসে পাঠানো হবে। তারপর পিডি দ্বারা অনুমোদিত হয়। • সিদ্ধান্ত যদি ক্ষুব্ধ ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে তিনি মাঠ পর্যায়ের সামাজিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় পিএমইউ এর সিনিয়র সোস্যাল স্পেশালিস্ট (SSS) এর মাধ্যমে MoWR এর সচিবের কাছে যেতে পারেন।
ধাপ ৪	• GRC এবং পিএমইউ এর কাছ থেকে প্রাপ্ত যে সকল মামলা প্রসিডিংস সহ পানি সম্পদ মন্ত্রনালোয়ের সচিব এর কাছে পেশ করা হয়, যেখানে তিনি গুরুত্বের ভিত্তিতে অভিযোগ নিরসনের জন্য একজন পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করেন এবং অভিযোগ প্রাপ্তির ৪ সপ্তাহের মধ্যে লিখিত সিদ্ধান্ত সহ পিএমইউ এর পিডি বরাবর মামলাটি রেকর্ডসহ পুনরায় প্রেরণ করবে। • অভিযোগ নিরসনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিগণ/ক্ষতিগ্রস্তরা যদি তা মেনে নেয়ার জন্য সন্তুষ্ট হন, তাহলে সিদ্ধান্তটি আহ্বায়ক এর অফিসে পাঠানো হবে। ক্ষুব্ধ ব্যক্তি দ্বারা গৃহীত রেজল্যুশনটি তারপর পিডি দ্বারা অনুমোদিত হবে। • MoWR এর রেজল্যুশন যদি ক্ষুব্ধ ব্যক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য না হয়, তবে তিনি আইনী পন্থা অবলম্বন করতে পারেন এবং দেশের যেকোন আদালতে যেতে পারেন।
ধাপ ৫	• সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যদি অভিযোগ নিরসনে সন্তুষ্ট হন, যে কোন স্তরের (GRC, PMU, MoWR) হোকনা কেন তার রেজল্যুশন পিডি দ্বারা অনুমোদিত হয়ে আহ্বায়ক এর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হবে এবং তার কার্যালয়ে রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে। • অনুমোদিত অভিযোগ নিরসনের উপর ভিত্তি করে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা তার এনটাইটেলমেন্ট প্রসেস করবে এবং পেমেন্ট ব্যবস্থাপনায় বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সাহায্য করে।

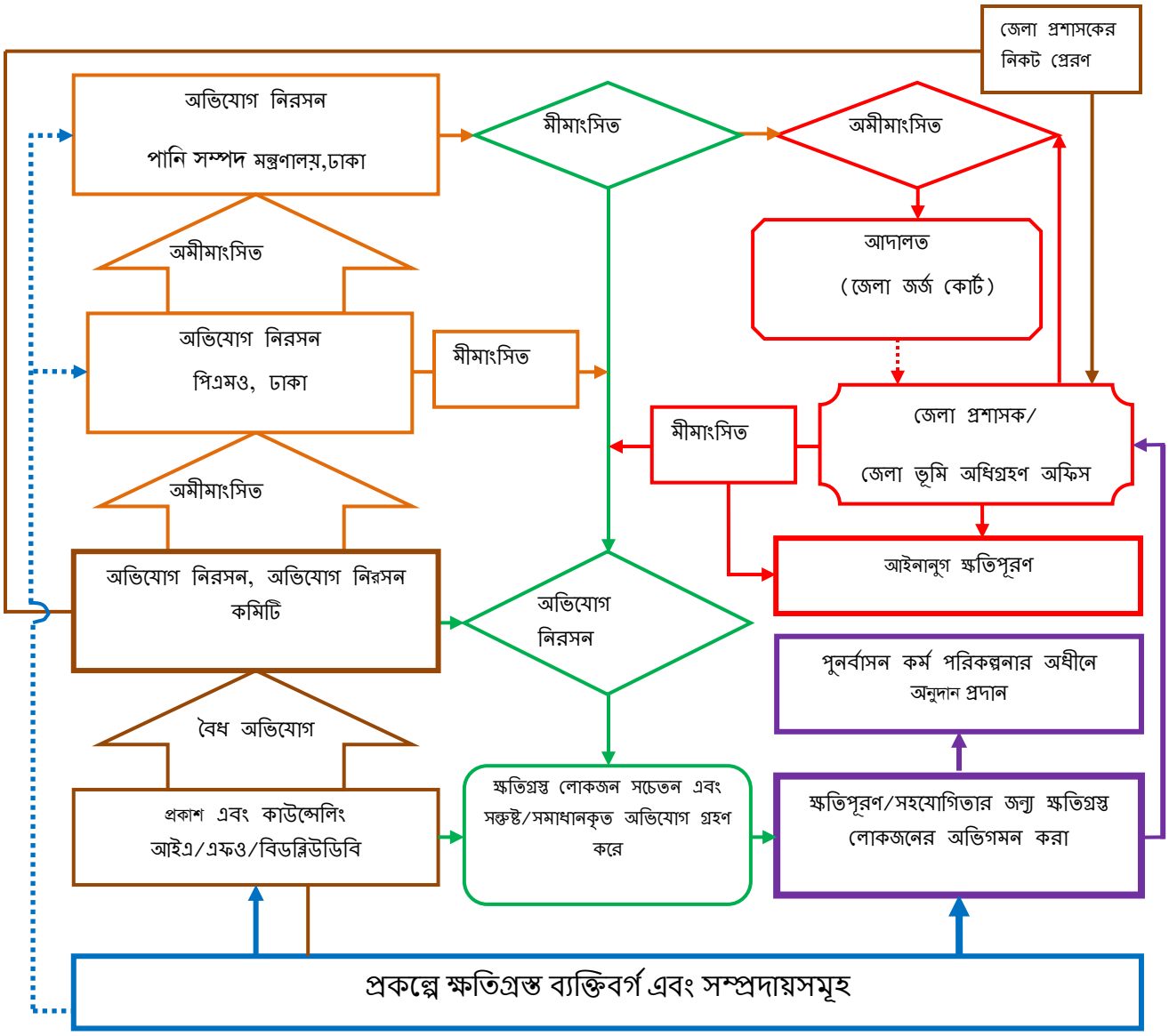

চিত্র ১০: অভিযোগ নিরসন প্রবাহ প্রক্রিয়া

(৪) অভিযোগ নিরসনের আনুষ্ঠানিক শুনানি এবং একটি স্বচ্ছ পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য আহ্বায়ক নিম্ন লিখিত নির্দেশাবলী প্রয়োগ করবে:

- GRC সদস্য বা রাজনীতিবিদ অন্য প্রভাবশালী ব্যক্তির কোনো সুপারিশসহ কোন অভিযোগ নিরসন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা।
- কোন ব্যক্তির আলাদাভাবে অভিযোগ আবেদন প্রদান করলে তার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা।
- অভিযোগ শুনানির আগেই কোন জিআরসিএর সদস্য আবেদনে সুপারিশ করেন তবে তিনি অযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে।
- সেক্ষেত্রে GRC সদস্যকে বহিস্কার করা এবং পিডির সঙ্গে পরামর্শক্রমে অন্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা যাবে।
- আহ্বায়ক আরোও এই RAP এ গৃহীত নির্দেশিকা, প্রভাব প্রশমন নীতি ও এবং প্রশমন মানদন্ড, যেমন বাজারমূল্য জরিপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ক্ষতিপূরণ হার এবং অনুষঙ্গিক বিষয় নিশ্চিত করবেন।

৭.১১.৩ উন্মোচন ও ডকুমেন্টেশন

(১) প্রকল্পের অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ এবং সম্প্রদায়কে উল্লেখযোগ্য স্থানে প্রকশ্য সভা এবং ক্ষত্রিগ্রস্তদের দলগত সভার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড সম্বন্ধে অবহিত করা হবে। RAP এবং GRM এর বঙ্গানুবাদ তথ্য পুস্তিকা আকারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। GRC পরিধি, অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি এবং অভিযোগ নিরসন কার্য পদ্ধতি সম্পর্কে প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গকে অবহিত করা হবে।

(২) নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণে জনসাধারণের জন্য অভিযোগ শুনানি উন্মুক্ত থাকবে। GRC অভিযোগের সকল বিবরণ, এর সমাধান এবং অবসান প্রক্রিয়াসহ সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া একটি রেজিস্টারে সদস্যগণ লিপিবদ্ধ করবেন। বাপাউবো নিম্নলিখিত তিনটি অভিযোগ সংক্রান্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করবে:

ক) ইনটেক রেজিস্টার: (১) মামলার নম্বর, (২) প্রাপ্তির তারিখ, (৩) অভিযোগকারীর নাম, (৪) লিঙ্গ , (৫) পিতা বা স্বামী, (৬) সম্পূর্ণ ঠিকানা, (৭) সামাজিক (জমি প্রাপ্যতা/সম্পত্তির ক্ষয়-ক্ষতি সংক্রান্ত) বা পরিবেশগত প্রধান অভিযোগ, (৮) প্রমাণ সহ অভিযোগকারীদের মামলার বিবরণী এবং প্রমানসহ প্রত্যাশা, এবং (৮) পূর্বে রেকর্ডকৃত অনুরূপ অভিযোগ।

খ) সিদ্ধান্ত প্রদান সংক্রান্ত রেজিস্টার: (১) সিরিয়াল নং, (২) মামলা নম্বর, (৩) অভিযোগকারীর নাম, (৪) অভিযোগকারীর ঘটনা/বিবরণী এবং প্রত্যাশা, (৫) শুনানির তারিখ, (৬) তদন্তের তারিখ (যদি থাকে) (৭) শুনানি ও তদন্তের ফলাফল, (৮) GRC এর সিদ্ধান্ত, (৯) অগ্রগতি (বিচারাধীন, মীমাংসিত), এবং (১০) চুক্তি বা অঙ্গীকার

গ) অবসান রেজিস্টার: (১) সিরিয়াল নং, (২) মামলা নম্বর, (৩) অভিযোগকারীর নাম, (৪) অভিযোগকারীদের সিদ্ধান্ত এবং প্রতিক্রিয়া, (৫) যোগাযোগের মাধ্যম ও ধরণ, (৬) অবসানের তারিখ, (৭) অভিযোগকারীদের সন্তুষ্টি নিশ্চিতকরণ, এবং (৮) পুনরাবৃত্তি এড়াতে ম্যানেজমেন্ট এর পদক্ষেপ।

(৩) অভিযোগ নিরসন হবে RAP বাস্তবায়নের একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পিএমইউ এবং ফিল্ড অফিস সব মীমাংসিত এবং অমীমাংসিত অভিযোগে এবং ক্ষোভ এর (প্রতিটি ক্ষেত্রে রেকর্ড করার জন্য একটি ফাইল) রেকর্ড রাখবে যেন এগুলোর পর্যালোচনা ও বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্য কোন আগ্রহী ব্যক্তির জন্য সেগুলো সহজলব্ধ হয়। এছাড়াও পিএমইউ অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং তা বাপাউবোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে। অ্যানেক্স-২ এ প্রদত্ত ফরমেটটি সময়ে সময়ে অভিযোগ প্রতিবেদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭.১২ RAP বাস্তবায়ন তফসিল

(১) প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সাথে সমন্বয় রেখে একটি সময় ভিত্তিক RAP বাস্তবায়নের সময়সূচি প্রস্তুত করা হবে। এই নীতির উপর ভিত্তি করে বাস্তবায়নের সামগ্রিক সময়সূচী প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানচ্যুতির পূর্বে তাদের পুনর্বাসন সুবিধা দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। আইএ ক্ষতিগ্রস্তদের স্থানান্তর এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সহায়তা প্রদান করবে। আইএ এর মাধ্যমে একটি পরিবারের ভিত্তিক পৃথক এনটাইটেলমেন্ট প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হবে। প্রতিটি ইপি (EP) একটি আইডি কার্ড এবং একটি এনটাইটেলমেন্ট কার্ড পাবেন। জরিপ এবং যৌথ জরিপের সময়ে সনাক্তকৃত ইপিকে বাপাউবো দ্বারা ইস্যুকৃত এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (মাঠ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড) এবং টিম লিডার এর স্বাক্ষরসহ আইডি কার্ড প্রদান করা হবে। EPs আলোকচিত্র সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এর মেয়র/ ইউপি চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে এবং তা আইডি কার্ডে সংযুক্ত থাকবে।

(২) RAP বাস্তবায়নের সময়কাল হবে মোট ৬ বছর। নির্মাণ কাজ শুরু করার অন্তত: ৯ মাস পূর্বে বাস্তবায়নকারী সংস্থার (IA) সঙ্গে চুক্তি প্রদান করা হবে যাতে তারা ফেজ অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে EPs স্থানচ্যুতির পূর্বে ক্ষতিপূরণ/ পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে। নির্মাণের সময় (৫ বছর) এবং ক্ষতিপূরণ এবং অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের বিষয়ে EPs অভিযোগ উত্থাপনের সুবিদার্থে নির্মাণ কাজের ৩ মাস পরেও RAP বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে। তবে RAP বাস্তবায়নের জন্য কিছু কার্যক্রম আরও প্রসারিত হতে পারে। প্রাথমিক বাস্তবায়নের সময়সূচি টেবিল-৩১ এ উপস্থাপন করা হলঃ

ছক ৩১: পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সূচি

ক্রমিক নং	বছর →	বছর ২০১৫				বছর ২০১৬				বছর ২০১৭				বছর ২০১৮				বছর ২০১৯				বছর ২০২০				মোট মাস
	ত্রৈমাসিক →	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	
	ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন কর্মকান্ড																									
১.	র‍্যাপ টিম সদস্যদের নিয়োগ এবং অরিয়েন্টেশন																									১
২.	তথ্য প্রচার/ইনফরমেশন ক্যাম্পিং																									৭০
৩.	ভূমি অধিগ্রহণ পরিকল্পণা প্রস্তুতকরণ এবং জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল																									৩
৪.	আলোচনাসভা এবং অভিষ্ট দলীয় আলোচনা																									৬৪
৫.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় দ্বারা কমিটি গঠন																									৩
৬.	ডিসি কর্তৃক ৩ ধারা নোটিশ জারি																									২
৭.	র‍্যাপ বাস্তবায়নের টুলস এর ডিজাইন এবং উন্নয়ন																									৩
৮	পিএভিসি কর্তৃক যৌথ ভেরিফিকেশন এবং সম্পত্তি মূল্যায়ন জরিপ সম্পাদন																									৫
৯	ডিসি কর্তৃক ৬ ধারা নোটিশ জারি																									৩
৮.	ডাটা প্রোসেসিং এবং ব্যক্তিগত প্রাপ্যতা নির্ণয়																									৪
৯.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক পুনর্বাসন বাজেট ও স্বকীয় স্বত্তাধীকার প্রস্তুতকরণ এবং																									৩

ক্রমিক নং	বছর →	বছর ২০১৫				বছর ২০১৬				বছর ২০১৭				বছর ২০১৮				বছর ২০১৯				বছর ২০২০				মোট মাস
	ত্রৈমাসিক →	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	১	২	৩	৪	
	ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন কর্মকান্ড																									
	বিডব্লিউডিবি এর কাছে প্রেরণ																									
	পুনর্বাসন এলাকার উন্নয়ন																									৯
১০.	বিডব্লিউডিবি কর্তৃক পুনর্বাসন বাজেট অনুমোদন																									১
	ডিসি কর্তৃক ৭ ধারা নোটিশ জারি																									৩
	ডিসি কর্তৃক আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদান																									৫১
১১.	বিডব্লিউডিবি কর্তৃক ইপিকে ক্ষতিপূরণ / পুনর্বাসন সুবিধাসমূহ প্রদান																									৫১
১২.	অভিযোগ নিরসন																									৫১
১৩.	অভিযোগ নিরসন কমিটির উপর ভিত্তি করে পুনর্বাসনের অন্যান্য অর্থ প্রদান																									৫১
১৪.	খানা/পরিবার ও বানিজ্যিক/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর প্রতিষ্ঠাপন																									৯
১৬.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রদান																									১
১৭.	পর্যবেক্ষন এবং মূল্যায়ন																									৩২

অধ্যায় ৮ বাজেট এবং অর্থায়ন উৎস

৮.১ বাজেট এবং অর্থায়ন পরিকল্পনা

(১) ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন খরচ অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের সম্মত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। র‍্যাপ এবং পিভিএস এর নীতিমালার উপর ভিত্তি করে প্রাক্কলিত বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। জমি, অবকাঠামো এবং গাছের উপযুক্ত মূল্য সমন্ধে প্রকল্প এলাকার আশেপাশে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাজেটে জমি ও গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ, স্থাপনার জন্য প্রতিস্থাপন ও রিলোকেশন খরচ এবং ব্যবসা, মজুরি ও অতি দরিদ্রদের জন্য অনুদান/ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়াও বাজেটে ক্ষতিগ্রস্তদের বাস্তুভূমি হারানোর জন্য বসত ভূমি উন্নয়ন ব্যয়ের বিধান রাখা হয়েছে (যদি প্রকল্প দ্বারা রিলোকেটেড না হয়ে থাকে), যদি মানুষ দলগতভাবে বাস্তুভূমি স্থানান্তরিত হতে চায় তাহলে বাস্তুভূমিতে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এবং অতি-দরিদ্র স্কোয়াটারস্/ইনক্রোচারদের জন্য অতিরিক্ত অনুদান প্রদান করা হবে।

(২) প্রকল্পের নীতিমালা অনুযায়ী বাপাউবো নগদ পুনর্বাসন সহায়তা সরাসরি প্রদান করবে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও সম্পদের আর্থিক মূল্য বের করা, পুনর্বাসনের জন্য বৈধ ব্যক্তি যাচাই এবং প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্তের জন্য পৃথকভাবে পুনর্বাসন বাজেট প্রস্তুতির জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থা বাপাউবোকে সহায়তা করবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বাজেট অনুমোদন এবং বৈধ ব্যক্তিকে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

(৩) পিএমইউ পুনর্বাসন বাজেট নিশ্চিত করবে যেন সময়মত পুনর্বাসন সুবিধা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণ করা যায়। পিএমইউ হালনাগাদ করা র‍্যাপ অনুমোদনের জন্য বিশ্বব্যাংকের নিকট জমা দেওয়া এবং ভৌতকাজ শুরুর পূর্বে ক্ষতিগ্রস্তদের র‍্যাপ অনুযায়ী পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করবে।

(৪) পুনর্বাসন বাজেট, অবকাঠামো, ব্যবসা জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তা এবং প্রতিস্থাপন খরচ বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী হিসেব করা হবে, এলাকার বাস্তবতা বিবেচনা করে ক্ষতিপূরণ আর্থিক মানদন্ডে হিসাব করা হবে। পুনর্বাসন এবং বিশেষ সহায়তা খরচ পুনর্বাসন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। পুনর্বাসন বাজেট র‍্যাপ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ প্রকল্প প্রেষণা মত বিনিময় বিভিন্ন সমীক্ষা প্রশিক্ষণ আয় পুনরুদ্ধার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৮.২ জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বাজেট

র‍্যাপ বাস্তবায়নের জন্য মোট আনুমানিক খরচ ১,৬৮৭,৪০ মিলিয়ন টাকা, যা ২১,৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমতুল্য (১ ডলার = ৭৮.৫০ টাকা)। জমি, অবকাঠামো, গাছ, মাছ মজুদ, পুনর্বাসন সুবিধা, সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন এলাকার উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও বাজেটের ১০% কনটিনজেনসি ব্যয় এবং যা জিআরসি সুপারিশ মোতাবেক অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য অন্তর্ভুক্ত আছে। এখানে উল্লেখ্য উক্ত বাজেটে র‍্যাপ সম্পাদনকারী সংস্থা এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষণ সংস্থার জন্য অপারেশন খরচ অন্তর্ভুক্ত নয়। সর্বোচ্চ বাজেট দরকার হবে পোল্ডার ৩৫/১ (৩৮.৮৭%) তে, এরপর যথাক্রমে পোল্ডার ৩৩ (২৫.৯৭%), পোল্ডার ৩২ (২৪.৯৩%) এবং পোল্ডার ৩৫/৩ (১০.২৩%)। মোট প্রাক্কলিত বাজেট টেবিল-৩২ এ দেখানো হল ।

ছক ৩২: ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাস বাজেট (মিলিয়ন টাকা)

লোকসানের ধরণ	পোল্ডার ৩২	পোল্ডার ৩৩	পোল্ডার ৩৫/১	পোল্ডার ৩৫/৩	মোট
জমির ক্ষতিপূরণ	৭১.৬৬	৩৪.৭২	৯২.৩৫	৬৬.৬১	২৬৪
অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ	২১২.৭৯	২৮৬.৪২	৩৫৮.৩৯	৫৫.৯১	৯০৪.০০
গাছের ক্ষতিপূরণ	১৭.৯৪	২৫.১৪	৬৭.৮০	২০.২৩	১৩১.০০
মৎস মজুদের জন্য ক্ষতিপূরণ	০.৯১	০.১৭	০.৪৪	০.২২	২.০০
অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধাদি	৫৭.১৩	৬১.৯৬	৭৭.৩০	১৪.৮৮	২১১.০০

লোকসানের ধরণ	পোল্ডার ৩২	পোল্ডার ৩৩	পোল্ডার ৩৫/১	পোল্ডার ৩৫/৩	মোট
দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২.০০
পুনর্বসতি সাইটের উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধা প্রদান	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০
মোট	৩৮২.৪৪	৩৯৮.৪২	৫৯৬.২৯	১৫৬.৮৫	১৫৩৪.০০
কনটিনজেন্সি ব্যয় (%)	৩৮.২৪	৩৯.৮৪	৫৯.৬৩	১৫.৬৭	১৫৩.০০
সর্বমোট	৪২০.৬৮	৪৩৮.২৬	৬৫৫.৯২	১৭২.৫৪	১৬৮৭.৪০
শতকরা (%)	২৪.৯৩	২৫.৯৭	৩৮.৮৭	১০.২৩	১০০০.০০

৮.৩ ক্ষতিপূরণের জন্য ইউনিট খরচ ধার্যকরণ

(১) সম্পত্তি মূল্য নিরূপণ জরিপ (PAVS), জীবন-যাত্রার খরচ এবং দেশে বাস্তবায়িত সম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্প অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সম্পত্তির হিসাব এবং মূল্য নিরূপণ কমিটি (পিএভিসি) ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ (বিশেষ করে অবকাঠামো এবং গাছ) নির্ধারণ করবে। যতক্ষণে ডিসি জমির দাম নির্ধারণ করবে না এবং ৬ ধারা নোটিশ জারি না করা পর্যন্ত সম্পত্তির হিসাব এবং মূল্য নিরূপণ কমিটি (পিএভিসি) জমির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে পারবেনা। ডিসি অফিসের দ্বারা জমির মূল্য নির্ধারণের পর পিএভিসি কমিটি বিষয়টি দেখবেন এবং প্রতিস্থাপন খরচ নির্ধারণ করে ডিসি অফিস দ্বারা নির্ধারিত মূল্য এবং প্রতিস্থাপন খরচের মধ্যের ব্যবধান পুরণ করবে (যদি ব্যবধান থাকে)।পিএভিসি ক্ষতিগ্রস্ত মৌজার ভূমি মূল্য নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের মধ্যে সম্পত্তি মূল্য নিরূপণ জরিপ পরিচালনা করবে যেমনঃ সম্ভাব্য ক্রেতা-বিক্রেতা, শিক্ষক, ধর্মীয়নেতা, দলিল লেখক প্রভৃতি ।জরিপ থেকে প্রাপ্ত হিসাবে প্রতিটি মৌজা অনুসারে গড় করা হবে এবং চূড়ান্ত বাজেট প্রণয়নের জন্য মৌজার গড় মূল্য আবার গড় করে পোল্ডার প্রতি গড় মূল্য নির্ধারন করা হবে। র‍্যাপ হালনাগাদ করার সময়, জমির জন্য নির্দেশক/ধারনালব্ধ বাজেট প্রস্তুত করা হয়, পূর্ববর্তী মূল্য (২০১২ সালে) মূল্যায়ন বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী ৩ বছরের জন্য(২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫) প্রতি বছর অতিরিক্ত ২০% প্রতিস্থাপন খরচ বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। পিএভিসি এই মূল্য পুনরায় মূল্যায়ন করবে এবং তাদের বিচারে-বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে সঠিক প্রতিস্থাপন খরচ সুপারিশ করবে। ডিসি এর সিইউএল (CUL) পর টপ-আপ জন্য যে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন হবে তা পিএভিসি কমিটি নির্ধারণ করবে এবং বাপাউবো অনুমোদন করার পর তা দেয়া হবে। ভূমি এবং অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের বিশদ বাজেট অ্যানেক্স -VI সংযুক্ত করা আছে। পোল্ডার অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর জমির মূল্য টেবিল-৩৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছক ৩৩: পোল্ডার অনুযায়ী ভূমি প্রতিস্থাপন খরচ

জমির প্রকারভেদ	পোল্ডার ৩২ (প্রতি হেক্টর টাকায়)	পোল্ডার ৩৩ (প্রতি হেক্টর টাকায়)	পোল্ডার ৩৫/১ (প্রতি হেক্টর টাকায়)	পোল্ডার ৩৫/৩ (প্রতি হেক্টর টাকায়)
বসত ভিটা	১,৬০০,৫৬০	২,৮৪৫,৫৮২	২,৯৮৭,৭১২	৩,৪০০,৪৪৩
ভিটা / উচ্চভূমি	১,৬০০,৫৬০	২,৮৪৫,৫৮২	২,৯৮৭,৭১২	৩,৪০০,৪৪৩
উসলী জমি	১,৩৬৫,৮১১	২,৫৬০,৮৯৬	২,৪৯৪,৩১৩	২,৬০০,১৬৩
ফলের বাগান	১,৫০২,৩৯২	২,৮১৬,৯৮৬	২,৭৩৫,৪৬৪	২,১০৫,৪৮৩
পুকুর	১,৩৬৫,৮১১	২,৫৬০,৮৯৬	১,৮৫৬,৬৫০	১,২৮৭,৭০৪
চিংড়ি চাষ	১,৩৬৫,৮১১	২,৫৬০,৮৯৬	২,৫০৭,৫৪৪	১,৭২৬,৪৭১
খাল /বিল	১,৩৬৫,৮১১	২,৫৬০,৮৯৬	১,৮৫৬,৬৫০	৯০৪,৪২৩

জমির প্রকারভেদ	পোল্ডার ৩২ (প্রতি হেক্টর টাকায়)	পোল্ডার ৩৩ (প্রতি হেক্টর টাকায়)	পোল্ডার ৩৫/১ (প্রতি হেক্টর টাকায়)	পোল্ডার ৩৫/৩ (প্রতি হেক্টর টাকায়)
বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমি	**২,৪০০,৮৪০**	**৪,২৬৮,৩৭৩**	**৪,৪৮১,৫৬৮**	**৫,১০০,৬৬৫**

(২) অবকাঠামোর ক্ষতিপূরণ মূল্য পিএভিএস জরিপের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়েছে। অকাঠামোর মূল্য নির্ধারণের জন্য অবকাঠামোর নির্মাণ উপকরণসমুহের দাম বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।অবকাঠামো মূল্য নির্ধারণের জন্য গণপূর্ত বিভাগের রেট বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। পিএভিসি চার পোল্ডারে একই অবকাঠামোর জন্য অনুরূপ ইউনিট রেট নির্ধারন করেছে। র‍্যাপ এর নীতিমালা অনুযায়ী অবকাঠামো মালিকেরা বিনা খরচে অবকাঠামোর পরিত্যক্ত উপকরণ নিয়ে যেতে পারবে। পিএভিসি নির্ধারিত অবকাঠামোর ইউনিট রেট টেবিল-৩৪ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছক ৩৪: পোল্ডার অনুযায়ী অবকাঠামো প্রতিস্থাপন খরচ

ক্রমিক	ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর ধরন	একক	প্রতি এককের দাম (টাকায়) (sft, rft, cft. no.)			
			পোল্ডার ৩২	পোল্ডার ৩৩	পোল্ডার ৩৫/১	পোল্ডার ৩৫/৩
১	পাকা	বর্গফুট	২,০০০	২,০০০	২,০০০	২,০০০
২	আধাপাকা	বর্গফুট	১,১০০	১,১০০	১,১০০	১,১০০
৩	টিনের তৈরি	বর্গফুট	৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
৪	কাঁচা	বর্গফুট	৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
৫	খড়ের তৈরি	বর্গফুট	২২০	২২০	২২০	২২০
৬	স্যানিটারী পায়খানা	টি	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০	২০,০০০
৭	স্লাব ল্যাট্রিন	টি	৩,৬৫০	৩,৬৫০	৩,৬৫০	৩,৬৫০
৮	কাঁচা পায়খানা	টি	১,৫০০	১,৫০০	১,৫০০	১,৫০০
৯	নলকূপ/পানির পাম্প	টি	৮,০০০	৮,০০০	৮,০০০	৮,০০০
১০	৫” সীমানা প্রাচীর গেট	rft	৬৩০	৬৩০	৬৩০	৬৩০
১১	পিলার(কংক্রিট)	টি	৯৩৫	৯৩৫	৯৩৫	৯৩৫
১২	সীমানা প্রাচীর/কবর/বেঞ্চ/ বিলবোর্ড/সাইনবোর্ড/ শহীদ মিনার	rft	৯৯০	৯৯০	৯৯০	৯৯০
১৩	ঘরের সিড়ি	বর্গফুট	৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
১৪	পানির ট্যাংকি/সেপটি ট্যাংকি/মেশিন ফাউন্ডেশন/ওভেন	cft	১৮০	১৮০	১৮০	১৮০

উৎসঃ পিএভিসি সুপারিশ

(৩) কাঠ ব্যবসায়ী এবং স্থানিয় মানুষেদের বাজার জরিপের মাধ্যমে গাছের দাম নির্ধারন করা হয়েছে। বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে নেওয়া দামের গড় করা হয়েছে পোল্ডার অনুযায়ী গাছের দাম নির্ধারণ করার জন্য। বেসরকারী জমি ও সরকারি জমির উপর একই আকারের প্রতিটি গাছের জন্য একই হারে ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রজাতির গাছের জন্য বন বিভাগের প্রচলিত তফসিলি হারও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সিইউএল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ডিসি একই পদ্ধতি অনুসরণ করবে। যেহেতু ডিসি বন বিভাগের মূল্য বিবেচনায় নেয় তাই গাছের জন্য ডিসি'র পেমেন্ট সর্বোচ্চ অনুমোদিত প্রতিস্থাপন খরচ (এমএআরসি) বলে গণ্য করা হয়। অতএব, গাছের জন্য ডিসি এর সিইউএল উপরে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ প্রয়োজন হবে না। গাছ মালিকেরা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার পর গাছ নিয়ে যেতে পারবে। সাম্প্রতিক অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ফসল ও মৎস্য সম্পদ মূল্য মূল্যায়ন করা হয়েছে। পোল্ডার অনুযায়ী গাছের দাম টেবিল-৩৫ উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছক ৩৫: পোল্ডার অনুযায়ী গাছের দাম

ক্রমিক নং	গাছের নাম	গাছের বাজার মূল্য (টাকায়)				পিএভিসি সুপারিশকৃত মূল্য (টাকায়)			
		বড়	মাঝারি	ক্ষুদ্র	চারা গাছ	বড়	মাঝারি	ক্ষুদ্র	চারা গাছ
০	১	২	৪	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	আম	৪৬০৭	৩৬৪০	১৯৯০	৩১৭	৫০০০	৩২৫০	২০০০	৩০০
২	কাঁঠাল	৫৯৯৩	৪৯৬৫	২৮০০	২৮	৬৫০০	৪৫০০	২৮০০	২৫
৩	জাম	৪৭৮৪	৪০১৬	২০০০	২৪	৫০০০	৩৮০০	২০০০	২০
৪	লিচু	৩৫১৯	৩৫০০	১৪৯৩	৫০৩	৪০০০	৩০০০	১৫০০	৫০০
৫	পেয়ারা	১৪৫২	১১৭০	৫০৭	২৫	১৬০০	১০০০	৫০০	২০
৬	তেঁতুল	৪৩১১	৩২২৭	১৫৩৯	২২	৪৫০০	৩০০০	১৫০০	১৫
৭	কড়ই	৫১৯৭	২৮০০	১৫০০	১৬	৫২০০	২৮০০	১৫০০	১৫
৮	সেগুন	৭৫৩৩	৩০০০	২০০০	২৭	৭৫০০	৩০০০	২০০০	২৫
৯	মেহগনি	৭৪৯৯	৩৯৬৬	১৯৭৫	২৬	৭৫০০	৪০০০	২০০০	২৫
১০	নিম	৪৬০০	২৫১৩	১৫০০	১৮	৪৬০০	২৫০০	১৫০০	২০
১১	দেবদারু	৩৪৮৬	১৪৪৪	৯০১	১৫	৩৪৫০	১৫০০	৯০০	১৫
১২	শিমুল	২৩৯৫	১১৯৪	৭১৭	১৮	২৪০০	১২০০	৭০০	১৫
১৩	রেইনট্রি	৫৫৫০	২৪১৬	১৪৯৭	২৬	৫৫০০	২৫০০	১৫০০	২৫
১৪	আকাশমনি	৩৫০০	১৫০০	৮৩৫	১৭	৩৫০০	১৫০০	৮০০	১৫
১৫	বট গাছ	৪৬৯২	১৮১৮	৯০০	১৬	৪৭৫০	১৮০০	৯০০	১৫
১৬	কৃষ্ণচূড়া	৪২১০	১৯৭৮	১২১৩	২৪	৪১২৫	২০০০	১২০০	২৫
১৭	ইউক্যালিপটাস	২৯৪৭	১৮০৩	৮০৪	১৫	২৯৫০	১৮০০	৮০০	১৫
১৮	কলা		২৯৯	১৭৬	৩০	২৫০	১৫০	৭৫	২৫
১৯	কদবেল	৩২৫৫	১৭৬৮	১০১১১	২০	৩৫০০	১৫০০	১০০০	২০
২০	আমড়া	২৩০০	১৫৩৩	৭৬৭	২৬	২৬০০	১২০০	৮০০	২৫
২১	বাঁশ	৩৫১	২০০	১০১	৪৮	৩৫০	২০০	১০০	৫০
২২	নারকেল	৩৫৮০	২২৩৩	১৩২৪	১২৫	৪০০০	১৮০০	১৩০০	১২০
২৩	সুপারি	৫১৩	৩৭৯	১৫০	১৮	৬৫০	২৫০	১৫০	৩০
২৪	পাম/তাল	৮৮৯২	৫৮৫৯	২০১২	২৩	৯০০০	৬০০০	২০০০	২৫
২৫	বাবলা/আকাসিয়া	২৫০০	১৬০০	৭০০	১৫	২৫০০	১৬০০	৭০০	১৫
২৬	কেওড়া	৩০০০	১৮০০	৮০০		৩০০০	১৮০০	৮০০	
২৭	বাইন	৩৫০০	২০০০	১০০০		৩৫০০	২০০০	১০০	
২৮	তাল	৬০০	৩০০	১০০	৫০	৬০০	৩০০	১০০	৫০
২৯	খেজুর	১৫০০	১০০	৩০০	১০	১৫০০	১০০০	৩০০	১০

উৎসঃ পিএভিসি সুপারিশ

৮.৩.১ ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের সংক্ষিপ্ত বাজেট

ক) ভূমির ক্ষতিপূরণ বাজেট

বাজার জরিপ ফলাফলের (২০১২ সাল) এর উপর ভিত্তি করে জমির জন্য ক্ষতিপূরণসহ ৩ বছরের জন্য (২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫) প্রতি বছর ২০% অতিরিক্ত ক্ষতিপূরনের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ডিসি কর্তৃক মূল্য চূড়ান্তকরণের পর পিএভিসি জমির দাম সুপারিশ করবে। পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত প্রতিস্থাপন মূল্যের উপর ভিত্তি করে জমির জন্য বাজেট চূড়ান্ত করা হবে। র‍্যাপের হালনাগাদের অংশ হিসাবে ধারণা লব্ধ বাজেট তৈরী করা হয়েছে। উক্ত বাজেটের আলোকে ১২৩.৫৩২১ হেক্টর জমির জন্য মোট ক্ষতিপূরণ ২৬৪,৩৪৯ মিলিয়ন টাকা যার মধ্যে সর্বোচ্চ ১৩০.৭০ মিলিয়ন ফসলি জমির ক্ষতিপূরণ (যেহেতু ফসল জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ) এবং বসতবাড়ির জন্য বিডিটি ৬১.১৬ মিলিয়ন ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। চারটি পোল্ডারে বাগান জমির জন্য ২১.৯১ মিলিয়ন, ভিটা/উচ্চ ভূমি জন্য ১৫.৯৯ মিলিয়ন, পুকুরের জন্য ১৪.৮৮ মিলিয়ন, চিংড়ি চাষের জন্য ৯.৭৮ মিলিয়ন, খাল/বিল এর জন্য ৫.৫১ মিলিয়ন এবং বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ভূমির জন্য ৪.৩৯ মিলিয়ন। এই ক্ষতিপূরণের অর্থ ডিসি কর্তৃক প্রদান করা হবে এবং অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ যা টপ-আপ হবে তা বাপাউবো প্রদান করবে। টেবিল-৩৬ এ জমির জন্য ক্ষতিপূরণ বাজেট উপস্থাপন করা হল।

ছক ৩৬: জমির জন্য ক্ষতিপূরণ বাজেট

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	একক/পরিমাণ (হে.)	আনুমানিক মূল্য (টাকায়)
১	ভিটেমাটি	২৩.৭৮৫০	৬১১৬২৯৫৫
২	ভিটা/উচ্চ ভূমি	৫.৫৮৭৯	১৫৯৮৮১৮২
৩	ফসলি	৬৬.০০৭৪	১৩০৭০০০৭১
৪	ফলের বাগান	৯.২৯৭৯	২১৯১১৮৫৫
৫	পুকুর	৮.৬৯৮৫	১৪৮৮৬৯২৩
৬	চিংড়ি চাষ	৫.৯১১৫	৯৭৮৩৬২৫
৭	খাল বা বিল	৩.১৫৪৭	৫৫১৯৪১৭
৮	বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত জমি	১.০৮৯৩	৪৩৯৬০৭১
	ভূমির জন্য মোট ক্ষতিপূরণ	১২৩.৫৩২১	২৬৪৩৪৯০৯৮

খ) অবকাঠামোর জন্য প্রাক্কলিত বাজেট

বেসরকারী জমি ও সরকারি জমির অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণের ইউনিট/একক হার পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য প্রদানের জন্য ৯০৩.৫১ মিলিয়ন টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রয়োজন হবে। ডিসি কর্তৃক স্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে এবং পানি উন্নয়ন বোর্ড ডিসি কর্তৃক ক্ষতিপূরণের উপরে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ (টপ-আপ) দিবে (যদি থাকে)। একই হারে পানি উন্নয়ন বোর্ড স্কোয়টারদের ক্ষতিপূরণ দিবে। তাই এই বাজেটে ডিসি কর্তৃক প্রদেয় ক্ষতিপূরণ, অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ (যেখানে প্রযোজ্য), স্কোয়াটারদের ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সুবিধা অর্ন্তভূক্ত। এটা উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক অবকাঠামোতে প্রায় ১৮ ধরণের ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো (বেড রুম, রান্নাঘর, দোকান, গোয়ালঘর, ইত্যাদি) এবং সেকেন্ডারী অবকাঠামো (টয়লেট, টিউবওয়েল, সীমানা প্রাচীর, গেট, ড্রেন, ইত্যাদি) অর্ন্তভূক্ত। অবকাঠামোর মোট ক্ষতিপূরণের জন্য, শুধুমাত্র টিনের তৈরি অবকাঠামো ৩২৪,৭৯ মিলিয়ন টাকা, কাঁচা অবকাঠামোর জন্য ১৮১,০৬ মিলিয়ন টাকা, আধা পাকার জন্য ১৫২,৭০ মিলিয়ন টাকা, পাকা অবকাঠামোর জন্য ৭৪,৫১ মিলিয়ন টাকা প্রয়োজন হবে। টেবিল-৩৭ এ অবকাঠামোর যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির মোট বাজেট উপস্থাপিত হল।

ছক ৩৭: ধরণ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর বাজেট নিম্নরূপ

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	ইউনিট / পরিমাণ- বর্গফুট / rft /cft/সংখ্যা	ইউনিট প্রতি টাকার হার	প্রাক্কলিত বাজেট (টাকায়)
১	পাকা (এস এফ টি)	৩৭২৫৭	২০০০	৭৪,৫১৪,০০০
২	আধাপাকা (এস এফ টি)	১৩৮৮২৩	১১০০	১৫২,৭০৫,৩০০
৩	টিনের (এস এফ টি)	৫৪১৩১৭	৬০০	৩২৪,৭৯০,২০০
৪	কাঁচা (এস এফ টি)	৪৫২৬৫১	৪০০	১৮১,০৬০,৪০০
৫	খড়ের ঘর (এস এফ টি)	৬৬৮৫৫১	২২০	১৪৭,০৮১,২০০
৬	স্যানিটারি ল্যাট্রিন (এস এফ টি)	১৪৩	২০০০০	২৮৬০,০০০
৭	স্লাব ল্যাট্রিন / প্রশ্রাব খানা (সংখ্যা)	১৩৫১	৩৬৫০	৪,৯৩১,১৫০
৮	কাঁচা ল্যাট্রিন (সংখ্যা)	১১১	১৫০০	১৬৬,৫০০
৯	নলকূপ / পানির পাম্প (সংখ্যা)	৭৫	৮০০০	৬০০,০০০
১০	৫ ইঞ্চি সীমানা প্রাচীর / গেট (আর এফ টি)	৭৯৫৫	৬৩০	৫,০১১,৬৫০
১১	পিলার (সংখ্যা)	৯৭৬	৯৩৫	৬৩২,০৬০
১২	১০ ইঞ্চি সীমানা প্রাচীর / কবর / বেঞ্চ / বিলবোর্ড / সাইনবোর্ড / শহীদ মিনার (আর এফ টি)	১৬১৮	৯৯০	১,৬০১,৮২০
১৩	বিলবোর্ড / সাইনবোর্ড	৫২৫	২৯৫	১৫৪,৮৭৫
১৪	সিঁড়ি (এস এফ টি)	১২৩৫	৫০০	৬১৭,৫০০
১৫	পানির ট্যাংক / সেপটিক ট্যাংক / ফিল্টার / মেশিন ফাউন্ডেশন / ওভেন (এস এফ টি)	৩৭৬৭৮	১৮০	৬,৭৮২,০৪০
১৬	বৈদ্যুতিক খুঁটি (পাকা) (সংখ্যা)	২০৮	০	
১৭	বৈদ্যুতিক খুঁটি (ইস্পাত) (সংখ্যা)	৬	০	
১৮	বৈদ্যুতিক খুঁটি (কাঠ) (সংখ্যা)	১৩৪	০	
	অবকাঠামোর জন্য মোট ক্ষতিপূরণ			৯০৩,৫০৮,৭১৫

উৎস: পিএভিসি সুপারিশ

গ) গাছের ক্ষতিপূরণ

গাছের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বাজেটে মোট ১৩১,১২২ মিলিয়ন টাকা রাখা হয়েছে। এই টাকা প্রধানত ডিসি অফিস হতে প্রদান করা হবে। কিন্তু বাপাউবো বা অন্যান্য সরকারী সংস্থার জমিতে রোপণকৃত কিছু গাছের (বাঁশ, কলা, পেয়ারা ও অন্যান্য ফলের গাছ) ক্ষতিপূরণ সাধারণত ডিসি কর্তৃক দেয়া হয় না। এসব গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ বাপাউবো সরাসরি প্রদান করবে। টেবিল-৩৮ এ গাছ বাবদ মোট বাজেট তুলে ধরা হল ।

ছক ৩৮: ক্ষতিগ্রস্ত গাছের মোট বাজেট

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	ইউনিট/নং	প্রাক্কলিত বাজেট (টাকায়)
সি	গাছের ক্ষতিপূরণ		
সি ১	ফলজ গাছ		
১	বড়	৭৫৫৪	১১৩৫৮৬৯৮
২	মধ্যম	৭৫৩৯	৭৫৮৩২৬০
৩	ছোট	১১৪৯১	৮৮৯৭৮৬৪
৪	চারা	৫১১১	৬১৬৯৮২৯
	সি ১ এর সাব-টোটাল	৩১৬৯৫	৩৪০১৫৬৫১
সি ২	বনজ		
১	বড়	৩৯৭৯	১৭৩০১৫৪৫
২	মধ্যম	১০৭৪১	২৩৫৯১৮৩৯
৩	ছোট	৩৯৬৪৫	৪৫০২৫৩৯৩

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	ইউনিট/নং	প্রাক্কলিত বাজেট (টাকায়)
৪	চারা	১৩৪৮১	৫৬৭৩২৫
	সি ২ এর সাব-টোটাল	৬৭৮৪৬	৮৬৪৮৬১০২
সি ৩	ঔষধী		
১	বড়	১৭৭	৮১৪২০০
২	মধ্যম	৯৩৭	২৩৪২৫০০
৩	ছোট	২২১২	৩৩১৮০০০
৪	চারা	৯৮০	১৯৬০০
	সি ৩ এর সাব-টোটাল	৪৬০৬	৬৪৯৪৩০০
সি ৪	কলা	২৯২২৩	৩৬৫২৮৭৫
সি ৫	বাঁশ	২৭০৮	৮৭৩৯০০
	গাছের মোট ক্ষতিপূরণ	১৩৫৭৭৮	১৩১১২২৮২৮

উৎসঃ পিএভিসি সুপারিশ

ঘ) মৎস্য সম্পদের প্রাক্কলিত বাজেট

জমি অধিগ্রহণ জরিপ অনুযায়ী চারটি পোল্ডারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৮.৬৯৮৫ হেক্টর মাছ চাষের জায়গা এবং ৫.৯১১৫ হেক্টর মাছ চাষের পুকুর (ঘের)। অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে মৎস্য সম্পদের জন্য ক্ষতিপূরণ মূল্যায়ন করা হয়েছে। এটা লক্ষনীয় যে, চিংড়ি চাষ বেশি ব্যয়বহুল এবং এর মুনাফা অন্যান্য মাছ চাষের চেয়ে বেশী। এটা লক্ষণীয় যে, চিংড়ি চাষের পুকুরের (ঘের) ক্ষতিপূরণের হার স্বাভাবিক মাছ পুকুরের (ঘের) ১.৫ গুণ বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই হার পিএভিসি দ্বারা পুন-নির্ধারিত করা হবে এবং পিএভিসি সুপারিশক্রমে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। ডিসি অফিস বেসরকারি জমির উপর ক্ষতিগ্রস্ত মাছের (পুকুরের এবং ঘের) জন্য ক্ষতিপূরণ দিবে। এই বাজেট একটি অনুমিত/ইনডিকেটিভ বাজেট যা পিএভিসি সুপারিশের উপর ভিত্তি করে পরিবর্তিত হতে পারে। পুকুর এবং ঘেরের মাছ চাষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য মোট ১.৭৩ মিলিয়ন টাকা বাজেট প্রস্তাবিত হয়েছে। টেবিল-৩৯ প্রাক্কলিত মাছ চাষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বাজেট দেয়া হল।

ছক ৩৯: আনুমানিক মাছ চাষের ক্ষতিপূরণ বাজেট

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	পরিমাণ (হে.)	হার (টাকায়) প্রতি হে.	নির্ধারিত বাজেট (টাকায়)
০১.	মাছ চাষের ক্ষতিপূরণ ৪০০ টাকা/ শতক প্রতি (৯৮,৮০০ টাকা / হেক্টর প্রতি) পুকুরের চাষের জন্য	৮.৬৯৮৫	৯৮,৮০০	৮,৫৯,৪১৬
০২.	চিংড়ি চাষের জন্য ৬০০ টাকা / শতক প্রতি (১,৪৮,২০০ / হেক্টর প্রতি) (ঘের)	৫.৯১১৫	১,৪৮,২০০	৮,৭৬,০৮৪
	মোট ক্ষতিপূরনের পরিমাণ			১৭,৩৫,৫০০

ঙ) অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধা

এছাড়া পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার প্রাপ্যতা নীতিমালার উপর ভিত্তি করে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির অংশবিশেষের জন্য কিছু পুনর্বাসন সুবিধা দেওয়া হবে । এই পুনর্বাসন সুবিধাতে ক্ষতিগ্রস্ত উৎপাদনশীল জমি, অবকাঠামোর স্থানান্তর ভাতা, ঘর পুনঃনির্মান ভাতা, ব্যবসা, মজুরি ক্ষতির জন্য ভাতা ইত্যাদির স্থানান্তর ভাতা এবং অবকাঠামো স্থানান্তর ভাতা অন্তর্ভুক্ত আছে। পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের জন্য মোট ২১১.২৭৯ মিলিয়ন টাকা প্রয়োজন হবে। টেবিল ৪০ এ পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা নীতি হিসাবে বিভিন্ন ধরণের ক্ষতির জন্য পুনর্বাসন সুবিধা উপস্থাপন করা হল:

ছক ৪০: বিভিন্ন ধরণের ক্ষতির জন্য পুনর্বাসন সুবিধা

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরণ	একক / পরিমাণ (সংখ্যা	হার (টাকায়) প্রতি হেঃ	প্রাক্কলিত বাজেট (টাকায়)
ই	**অন্যান্য পুনর্বাসন সুবিধা**			
১	কৃষি জমির মালিকদের জন্য উৎপাদনশীল ক্ষতিগ্রস্ত জমির ট্র্যানজিশন ভাতা ১০০০ টাকা /প্রতি শতক ।	৭১৫৯৫৩	১০০০	১৭,৬৮৪,০৩০
২	ভাড়াটিয়া পরিবারের এবং দোকানের ছয় মাসের জন্য প্রতিমাসে ৯৪৫ টাকা হিসেবে ভাতা	৪৪৮	৫৬৭০	২,৫৪০,১৬০
৩	স্থানান্তর যোগ্য অবকাঠামোর জন্য ঘর স্থানান্তর অনুদান (এইচ,টি,জি) প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% হারে।	৬৫২৯৩১৮২০	০.০৫	৩২,৬৪৬,৫৯১
৪	গৃহ নির্মাণ অনুদান (এইচ,সি,জি) প্রতিস্থাপন খরচের ১০% হারে	৬৫২৯৩১৮২০	০.১	৬৫,২৯৩,১৮২
৫	স্থানান্তর অযোগ্য অবকাঠামোর জন্য প্রতিস্থাপন খরচের ৫% হারে	২২৭২১৯৩০০	০.০৫	১১,৩৬০,৯৬৫
৬	ভূমিহীন ছিন্নমুল/স্কোয়াটারদের বাঁধের বাইরে স্থায়ী আবাসনের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত আবাসিক অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য প্রতি বর্গফুট মেঝের জন্য ৫০ টাকা হারে	৬০৮৮৩৯	৫০	৩০,৪৪১,৯৫০
৭	পণ্য এবং জিনিসপত্র রিলোকেশন জন্য ভাড়াটিয়া পরিবারে এবং দোকানের জন্য এক কালিন নগদ অনুদান	৪৪৮	৩০০০	১,৩৪৪,০০০
৮	সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা/আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত/ অস্থায়ী রিলোকেশন জন্য গড়ে ৪৫ দিনের আয়ের পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ।	১৫৫৬	১৫০০০	২৩,৩৪০,০০০
৯	তিন মাসের ভাড়া (৯৪৫ টাকা/মাসিক হারে) মালিককে প্রদান করা হবে যা পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত	৪৪৮	২৮৩৫	১,২৭০,০৮০
১০	ক্ষতিগ্রস্ত দিনমজুর শ্রমিকদের ৯০ দিনের টাকা দেওয়া হবে, ২৮০ টাকা/দৈনিক হারে।	২২৬	৩১৫০০	৭,১১৯,০০০
১১	হতদরিদ্র পরিবারের জন্য বিশেষ ভাতা (যাদের আয় প্রতি বছর ৮৭০০০ হাজার টাকার নিচে।)	৩২৫৪	৫০০০	১৬,২৭০,০০০
১২	মহিলা প্রধান পরিবারের জন্য এককালীন ৫০০০ টাকা অনুদান	৩৯৪	৫০০০	১,৯৭০,০০০
	মোট			**২১১,২৭৯,৯৫৮**

চ) র‍্যাপ বাস্তবায়নে সহযোগী প্রাক্কলিত বাজেট

ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন সুবিধা ছাড়াও পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কিছু সহযোগী খরচ প্রয়োজন পরবে। এগুলোর মধ্যে নির্বাহী সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ, এলাকা উন্নয়ন/স্থানান্তরিত পরিবারের জন্য নগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং কন্টিজেন্সি (১০%) খরচ অন্তর্ভূক্ত আছে। সহযোগী খরচের জন্য প্রস্তাবিত মোট ১৬৮৭.৩৯৫ মিলিয়ন টাকা ধরা হয়েছে যা র‍্যাপ বাস্তবায়নের সময়ে প্রয়োজন হবে।

ছক ৪১: র‍্যাপ বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত সহযোগী খরচ

ক্রমিক নং	বয়-ক্ষতির ধরণ	একক / পরিমাণ	দাম টাকায়	প্রাক্কলিত বাজেট (টাকায়)
এফ	নির্বাহী সংস্থার কর্মকর্তাদের জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	থোক		২,০০০,০০০
জি	পুনর্বাসন সাইটের উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান	থোক		২০,০০০,০০০
	সাব-টোটাল			২২,০০০,০০০
	মোট (এ-জি)			**১,৫৩৩,৯৯৬,১০০**
এইচ	কন্টিজেন্সি (এ- জি) এর ১০%			১৫৩,৩৯৯,৬১০
	সর্বমোট (মোট + কন্টিজেন্সি) =			**১,৬৮৭,৩৯৫,৭১০**

ছ) বিভিন্ন ধরনের ক্ষতির একক মূল্য নির্ধারণে পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ:

- ক্ষতিগ্রস্ত সকল শ্রেণীর ভূমি মৌজা/এলাকায় বিরাজমান প্রকৃত কেনাবেচার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ণ করা হয়েছে। একটি গঠনমূলক প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের পেশার মানুষের কাছে (যেমন সম্ভাব্য বিক্রেতা এবং ক্রেতা, স্কুল শিক্ষক, ধর্মীয়নেতা, দলিল লেখক, ইত্যাদি) জমির মূল্যের উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জনসাধারণের কাছ থেকে সব ধরণের জমির মূল্য সংগ্রহ করে গড় (মৌজাওয়ারী) করা হয়েছে। পরবর্তীতে মৌজা ভিত্তিক মূল্যের গড় করা হয়েছে। এভাবে পোল্ডার ভিত্তিক জমির ধরণ অনুযায়ী মানসম্মত মূল্য হার ধরা হয়েছে। এই মূল্য ২০১২ সালে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এখন প্রতি বছর ২০% যুক্ত হবে ৩ বছরের জন্য (২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫) প্রতিস্থাপন মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। ডিসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য ঘোষনা হবার পরে পিএভিসি চুড়ান্ত মূল্য নির্ধারন করবে। পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের উপর ভিত্তি করে জমির বাজেট চুড়ান্ত করা হবে।
- পিএভিসি অবকাঠামোর উপকরণ, খরচ, নির্মাণ, শ্রম পরিবহন নির্মাণ খরচের উপর ভিত্তি করে অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারন করেছে। অবচয় এবং লেনদেন খরচ বাবদ কোন কিছু কর্তন কর হবে না।
- প্রজাতি এবং পরিধির উপর ভিত্তি করে গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্থানীয় লোকদের মধ্যে প্রশ্নাবলী জরিপের মাধ্যমে গাছের দাম এবং বয়সের উপর ভিত্তি করে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়েছে। বন বিভাগের তফসিলি হার দ্বারা একক হার নির্ধারণের জন্য পিএভিসি রেট বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।
- ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধন এবং ব্যবসার বার্ষিক লেনদেনের উপর ভিত্তি করে পুনঃস্থাপন অনুদান নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের দ্বারা বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যাবসা এবং বিনিয়োগকৃত মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ব্যবসা উদ্যোগের সব শ্রেণীর জন্য সমান অনুদান বাজেটে বিবেচনা করা হয়েছে।
- হতদরিদ্র/অসহায় পরিবারের জন্য আয়ের স্তর এবং দরিদ্র মহিলা প্রধান পরিবারের আয়ের স্তরের উপর ভিত্তি করে বিশেষ সহায়তা নির্ধারন করা হয়েছে।

জ) র‍্যাপ নীতির অধীনে প্রকল্প এলাকার আয়-ব্যয়ের, জীবনযাত্রার মান, এবং শ্রম খরচের উপর ভিত্তি করে পুনর্বাসন সহায়তার প্রস্তাবিত বাজেট তৈরি করা হয়েছে। এই র‍্যাপে প্রস্তাবিত বাজেট প্রস্তুতির জন্য প্রস্তাবিত বিভিন্ন সহায়তা নিম্নরূপ:

- ভাড়া দাতা তিন মাসের ভাড়া পাবার জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রতি মাসে ৯৪৫ টাকা, যা পিএভিসি দ্বারা মূল্যায়ন করা।
- ঘর বা দোকান ভাড়াটিয়ারা ছয় (৬) মাসের ভাড়া পাবার জন্য উপযুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে প্রতি মাসে ৯৪৫ টাকা যা পিএভিসি দ্বারা মূল্যায়ন করা।
- হতদরিদ্র পরিবারের জন্য বিশেষ জীবিকা ভাতা (এসএসএ) (আয় বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৮৭,০০০ টাকা)।
- অন্যান্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা ছাড়াও মহিলা প্রধান পরিবারের জন্য ৫০০০ টাকা এককালীন বিশেষ ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা

- ভাড়াটিয়া পরিবার এবং ব্যবসায়ী তাদের সামগ্রী ও জিনিসপত্র সরিয়ে নেবার জন্য এককালীন ৩০০০ টাকা নগদ অনুদান হিসাবে পাবে।
- স্থানীয় এলাকায় অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত মজুরী ২৮০ টাকা)দুইশত আশি)/দিন।

৮.৪ বাজেটের অনুমোদন

(১) র‍্যাপে অন্তর্ভুক্ত পুনর্বাসন বাজেট ও পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা MOWR (পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়) এর অনুমোদিত হতে হবে এবং র‍্যাপও বাপাউবো দ্বারা প্রস্তুত করা হবে।

(২) বাস্তবায়নকারী সংস্থা (আইএ) বাপাউবো কে পুনর্বাসন বাজেট প্রস্তুতিতে, যৌথ যাচাই কমিটি (JVC) কর্তৃক সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির হিসেব যাচাই-বাছাই করে সঠিক মূল্যায়ন করবে এবং PAVC প্রতিস্থাপন মূল্য নির্ধারন করতে সহযোগিতা করবে। বাপাউবো যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বাজেটটি অনুমোদন করবেন। পিএমইউ অফিস উক্ত অর্থ পূণর্বাসন একাউন্টে সহজপ্রাপ্য রাখবেন।

৮.৫ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাপনা ও তহবিল প্রবাহ

(১) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের জন্য বাপাউবোর কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই। এই পরিস্থিতিতে মাঠ পর্যায়ে র‍্যাপ বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বিস্তারিত প্রশাসনিক নীতিমালার (পেমেন্ট মডালিটি) প্রয়োজন। বাস্তবায়নকারী সংস্থা (আইএ) পেমেন্ট প্রক্রিয়াসহ প্রশাসনিক গাইডলাইন প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য পিএমইউকে জমা দিয়েছে। বাপাউবো-মাঠ পর্যায়ের অফিস এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা (আইএ) উভয় পিডি থেকে অনুমোদনের পর প্রশাসনিক গাইডলাইন অনুসরণ করবে। পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার সংজ্ঞা, স্বত্বাধিকার, পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনার পুনর্বাসন যোগ্য ব্যক্তি সনাক্তকরণের বিশদ পদ্ধতি, এবং ক্ষতি ও প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত স্বত্বাধিকারী মুল্যায়ন, ক্ষতিপূরণ প্রদান প্রক্রিয়া, বিতরণ ও দলিল সম্পাদনকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(২) পিএমইউ বাস্তবায়নকারী সংস্থা (আইএ) এর সহায়তা নিয়ে স্বত্বাধিকারী ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ /পুনর্বাসন সুবিধা প্রদান করবে। আইএ ক্ষতিপূরণ পরিশোধের (ইনডেন্ট) জন্য পিএমইউকে পৃথক স্বতন্ত্র প্রাপ্যতা (Individual Entitlement), ইনডেন্ট, স্বত্ত্বাধিকারী ব্যক্তির নথি, স্বত্বাধিকারী কার্ড, ফরমায়েশপত্র এবং ডেবিট ভাউচার প্রস্তুত করে সহায়তা প্রদান করবে। পিএমইউ চাহিদা অনুযায়ী পৃথক স্বত্বাঅধিকারীর অনুস্থলে চেক প্রস্তুত করবে। ক্ষতিপূরণ প্রদানের ভাউচার চার কপি করে প্রস্তুত করা হবে। ১ কপি- মাঠ অফিসে, ১ কপি-পিএমইউ অফিসে, ১ কপি-আইএ এবং ১ কপি-ডিসিএস, সিইআইপি-১ এর জন্য পেমেন্ট ভাউচার প্রস্তুত করা হবে। পিএমইউ এর নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী পেমেন্ট করতে হবে এবং ভাউচার/রসিদ বাপাউবো প্রকল্প পরিচালক দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা স্বাক্ষরিত হবে।

অধ্যায় ৯ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

৯.১ সুপারভিশন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

- বাপাউবো নির্বাহী সংস্থা হিসেবে প্রজেক্ট ম্যানেজম্যান্ট অফিসে মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন করে RAP সংশ্লিষ্ট অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, তথ্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রদান করবে (RAP নীতিমালা অনুযায়ী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, এফও, FDS পরামর্শকদের সমন্বয়ে)। এরাই (উল্লেখিত স্টেকহোল্ডারগণ) পুনর্বাসন বিষয়ক অগ্রগতি ও আয় পুনরুদ্ধার বিষয়ক পরিবীক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

EA ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, জীবন-জীবিকা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বিশ্ব ব্যাংক প্রদান করবেন। এছাড়া বিশ্বব্যাংক বাপাউবোর কাছে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন চাইবে। অনেক সময় প্রকল্পের বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয়/অভিজ্ঞতা অন্য প্রকল্পের ভাল ফলাফল দেয়।

- এই মনিটরিং হবে অভ্যন্তরীন প্রকৃতির, পূণর্বাসন বিষয়ক কার্যাবলীর পারফরমেন্স আরো কিভাবে ভালো করা যায় বা উদ্ভুত পরিস্থিতিতে মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিষয়ক, M&E প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে BWDB এর কাছে ফিডব্যাক দেবেন।
- পুনর্বাসন কার্যক্রমের মূল্যায়ন হবে দুই সময়ে; পুনর্বাসন বাস্তবায়নের আগে ও পরে Resettlement কার্যক্রমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যথার্থ ছিল কিনা, সেগুলো অর্জিত হয়েছিল কিনা, জীবন জীবিকার মান উন্নত বা সমমানের ধরে রাখতে সম্ভব হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।
- PMU এজন্য একজন স্বাধীন/নিরপেক্ষ মনিটর/পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। তৃতীয় পক্ষের মনিটর প্রকৌশলগত, পরিবেশগত, সামাজিক Resettlement ইস্যুগুলো পরিবীক্ষণ করবেন।
- Resettlement এর দক্ষতা, কার্যকারিতা, ইম্প্যাক্ট, স্থায়ীত্ব সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষন করে কোন শিক্ষনীয় বা অনুকরনীয় বিষয় সৃষ্ট হলে তা যেন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় যুক্ত করা যায় তা বিশ্লেষণ করবে। এখানে উল্লেখ্য নিরপেক্ষ মনিটরিংয়ের জন্য যথাযথ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৯.২ অভ্যন্তরীন পরিবীক্ষণ

- PMU অফিস FO ও DSC এর মাধ্যমে মনিটরিং করিয়ে নিবেন। IA র‍্যাপ বাস্তবায়ন বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করবে সিডিউল/তফসিল মোতাবেক। জ্ঞান চার্ট (Gant chart) এ পুনর্বাসন বাস্তবায়ন বিষয়ক বিভিন্ন কার্যাবলী (Activities) টার্গেট, সমাপ্তির (কবে শেষ হবে) তথ্য উল্লেখ করে তৈরী করতে হবে। র‍্যাপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মনিটরিং রিপোর্ট এ ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত হবে।
- নির্বাহী সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক এর কাছে মনিটরিং উপর অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন করবে। এ প্রতিবেদনের মধ্যে যাযা অন্তর্ভুক্ত হবে তা হলো (i) সফল ভাবে সম্পন্ন কাজের সর্বশেষ অবস্থা (ii) কি কি লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বা হয়নি (iii) কি কি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে (iv) পরবর্তী ত্রৈমাসিক টার্গেট।
- PMU অভ্যন্তরীণ মনিটরিং প্রতিবেদনে ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন (PPR) অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্বব্যাংকে দাখিল করবেন। মনিটরিং এর বিভিন্ন বিষয় পরিমাপযোগ্য সূচক তৈরি করা ও বাস্তবসম্মত লক্ষ্যমাত্রা বিশ্বব্যাংকের সম্মতিতে নির্ধারণ করতে হবে এবং এই বিষয়গুলো (সূচক, লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি) র‍্যাপ বাস্তবায়নের শুরুতে একমত হতে হবে।
- টেবিল-৪২ এ সম্ভাব্য পরিবীক্ষণ নির্দেশক সূচক দেখানো হয়েছে। খসড়া র‍্যাপ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ফ্রেমওয়ার্ক অ্যানেক্স-৫ এ সংযুক্ত করা হয়েছে।

ছক ৪২: পরিবীক্ষণের কার্যকারীনির্দেশক সূমহ

পরিবীক্ষণের বিষয়	পরিবীক্ষণ সূচক
বাজেট ও সময়সীমা	• সকল পুনর্বাসন কর্মী কি নিয়োগ প্রাপ্ত কিনা এবং পরিকল্পনা ভিত্তিক অফিস ও মাঠের কাজ কি নিয়োজিত? • ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিকল্পনা ভিত্তিক সম্পন্ন হয়েছে কি ? • পুনর্বাসন বাস্তবায়ন কার্যক্রম কি পরিকল্পিত টার্গেট অনুযায়ী অর্জন করা হচ্ছে? • পুনর্বাসন তহবিল সময়মত পুনর্বাসন সংস্থাকে বরাদ্দ করা হচ্ছে কি? • পুনর্বাসন অফিস অনুমোদিত তহবিল পেয়েছেন কি? • র‍্যাপ অনুযায়ী তহবিল বিতরণ করা হয়েছে কি? • তৈরি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদার কাছে ঝামেলামুক্ত জমি হস্তান্তর করা হয়েছে কিনা ?
এনটাইটেলমেন্ট প্রদান	i. সকল PAP (ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি) সংখ্যা এবং ক্ষতির ক্যাটাগরী অনুযায়ী (এনটাইটেলমেন্টের ম্যাট্রিক্স অনুসারে) এনটাইটেলমেন্ট পেয়েছেন কিনা ? ii. কতগুলো ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার পূন:বসতি হয়েছে এবং নতুন অবস্থানে তাদের নতুন অবকাঠামো গড়ে তোলেন? iii. আয় ও জীবিকার পূনরুদ্ধার কার্যক্রম পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হচ্ছে কি? iv. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসা ক্ষতিপূরণ পেয়েছে কিনা? v. বাপাউবো জমির উপরস্থ স্কোটারস ও দখলদারীরা প্রকল্পের কারণে বাস্তচ্যুত হয়েছে এবং ক্ষতিপূরণ পেয়েছে কি? vi. কমিউনিটি স্থাপনা (যেমন মসজিদ, মন্দির ইত্যাদি) জন্য ক্ষতিপূরণ এবং নতুন স্থানে পুনর্নির্মিত হয়েছে কি? vii. সমস্ত প্রক্রিয়া নথিভুক্ত করা হয়েছে কি?
মত বিনিময় সংক্ষুব্ধতা ও অন্যান্য ইস্যু	• পুনর্বাসন তথ্য ইস্তাহার / লিফলেট প্রস্তুত এবং বিতরণ করা হয়েছে কি? • মত বিনিময় মিটিং সিডিউল অনুযায়ী হয়েছে কিনা? • কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (PAP) অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন কি? কি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে? কি অর্জিত হয়েছে? • বিরোধ সমাধান করা হয়েছে কি? • অভিযোগ রেজুলেশনে নথিভুক্ত করা হয়েছে কি? • কোন মামলা আদালতে গড়িয়েছে কিনা?
সুবিধাদি পরিবীক্ষন	• প্রাক প্রকল্পের অবস্থা তুলনায় মানুষের পেশার কি কি পরিবর্তন ঘটেছে? • প্রাক প্রকল্পের অবস্থার তুলনায় আয় ও ব্যয়ের কি পরিবর্তন ঘটেছে? • ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের (PAP) আয়ের এই পরিবর্তন সাথে সমান তালে চলছে কিনা? • ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর কি পরিবর্তন ঘটেছে?

৯.৩ কমপ্লাইন্স মনিটরিং

র‍্যাপ বাস্তবায়নের কমপ্লাইন্স মনিটরিং এর আওতাভুক্ত হবে (i) প্রকল্পের ক্ষতিপূরণ ও এনটাইটেলমেন্টের নীতিমালা (ii) র‍্যাপ বাস্তবায়নের জন্য সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার পর্যাপ্ততা (iii) পিএপিদের আয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, (iv) অভিযোগ ও ক্ষোভ, নিরসন/মিমাংসা এবং যথাযথ প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা (v) র‍্যাপ বাস্তবায়নের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডের থেকে পর্যাপ্ত বাজেটের বিধান। ডিএস কনসালটেন্ট পর্যবেক্ষন করবেন যদি কিনা পিএপিদের (১) যথাযথ ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন সুবিধা দেওয়া হয়েছে (২) তাদের অবকাঠামো পূন:নির্মিত হয়েছে কিনা? (৩) তাদের ব্যবসা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে; এবং (৪) প্রাক প্রকল্প স্তর থেকে তাদের আয় পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা বাড়ানো হয়েছে। ক্ষতিপূরনের জন্য প্রদেয় পেমেন্ট যা ক্ষতিগ্রস্তদের দেওয়া হয়েছে তার অ্যাকাউন্টিং নথি মূল্যায়ন করবেন।

৯.৪ মনিটরিং যাচাই বাছাইকরন

র‍্যাপ সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন, তৃতীয় পক্ষের কর্তৃক (EA) স্বাধীন পর্যবেক্ষণের জন্য, ডিজাইন তত্ত্বাবধান এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার (আইএ) জন্য একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পুনর্বাসন বাস্তবায়নের পুরো সময়ের (বিরতি সহ) জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। স্বাধীন মনিটরিং এর মাধ্যমে র‍্যাপ বাস্তবায়নের বিভিন্ন সমস্যা/সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরন, সংশোধন বা সমাধান পেমেন্ট মডালিটির সমস্যা চিহ্নিত ও উত্তরণ প্রভৃতি বিষয়ে নির্বাহী আদেশের দ্বারা সংশোধনের সুযোগ হবে। তৃতীয় অ্যানেক্সে একটি স্বাধীন মনিটর সংযুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হলঃ

- জমি অধিগ্রহণ ও পোল্ডারের মধ্যে পুনর্বাসন কার্যক্রমের সামগ্রিক পদ্ধতির মূল্যায়ন;
- অভ্যন্তরীণ মনিটরিং এ প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই করা;
- পুনর্বাসন উদ্দেশ্য পূরণ করা হয়েছে কিনা; বিশেষভাবে, জীবিকা ও জীবন যাত্রার মান পুনরদ্ধার বা উন্নত করা হয়েছে কিনা;
- পুনর্বাসন কাজের দক্ষতা (Efficiency) কার্যকারিতা, প্রভাব (Impact), টেকসই ইস্যুগুলো মূল্যায়ন করা শিক্ষনীয়/অনুকরনীয় অভিজ্ঞতা পরবর্তী পুনর্বাসন নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করন ও পরিকল্পনা করা।
- পুনর্বাসন এনটাইটেলমেন্টের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে কিনা এবং পিএপিদের জন্য তা যথাযথ ছিল কিনা তা নিধারণ করা।

অ্যানেক্স ঃ ১ বাপাউবোর কাজ এবং দায়িত্বসূমহ

প্রধান কাজসমূহ	নির্দিষ্ট কার্যক্রম	PMU, BWDB HQ (পিএমইউ, বাপাউবো হেড অফিস)	BWDB FOs (বাপাউবো ফিল্ড অফিস)	Consultant/ NGO (পরামর্শক এনজিও)
সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA)	পোল্ডার এবং অন্যান্য উপাদান নির্বাচন	পিডি, এসএসএস	পিএম, এসডিই, এসএস	টিএল, এনজিও
	প্রয়োজনীয় জমি সনাক্তকরন	পিডি, এসএসএস, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	টিএল, লারস
	সামাজিক জনমত যাচাই এবং মতবিনিময়।	পিডি, এসএসএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস,
	শুমারি ও ক্ষয়ক্ষতির তালিকা	পিডি, এসএসএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস,
	পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন	পিডি, এসএসএস, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস,
জমি অধিগ্রহণ	LAPs প্রস্তুতি	পিডি, এসএসএস, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস, আইএ
	জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি	পিডি, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	
	যৌথ যাচাই এবং মূল্য নির্ধারণে অংশগ্রহণ	পিডি, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস, আইএ
	জমি অধিগ্রহণের জন্য তহবিল প্রদান	পিডি, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	
	ডিসি দ্বারা জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সকল ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণ পাবার নিশ্চয়তা	পিডি, এসএসএস, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস, আইএ
	জমির দখল নেয়া এবং ঠিকাদারের কাছে হস্তান্তর	পিডি, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস
প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনে সহায়তার জন্য স্বত্তাধিকারী সনাক্তকরন	এসএসএস, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস, আইএ
	পুনর্বাসন বাজেট প্রস্তুতি এবং পিএমইউ এর নিকট দাবি দাখিল		পিএম, এসডিই, এসএস	লারস, আইএ
	ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন ও পুনবসতির জন্য তহবিল বরাদ্দ	পিডি		

প্রধান কাজসমূহ	**নির্দিষ্ট কার্যক্রম**	**PMU, BWDB HQ** (পিএমইউ, বাপাউবো হেড অফিস)	**BWDB FOs** (বাপাউবো ফিল্ড অফিস)	**Consultant/ NGO** (পরামর্শক এনজিও)
	ক্ষতিগ্রস্তদের টপ-আপ পুনর্বসতি অন্যান্য নগদ সহায়তা প্রদান		পিএম, এসডিই, এসএস	লারস, আইএ
	ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতিস্থাপন (রিলোকেশন)	এসএসএস, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস, আইএ
সুপারভিশন ও মনিটরিং	ভূমি অধিগ্রহণ	পিডি, এসএসএস, এসআরএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস,
	সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন (SIA)	পিডি, এসএসএস	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস,
	প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	পিডি, এসএসএস,	পিএম, এসডিই, এসএস	লারস,

পিডি = প্রকল্প পরিচালক, এসএসএস = সিনিয়র সামাজিক স্পেশালিস্ট, এসআরএস = সিনিয়র রাজস্ব স্টাফ, এসএস = সামাজিক স্পেশালিস্ট, SDE = উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী, PM = প্রজেক্ট ম্যানেজার (নির্বাহী প্রকৌশলী), লার্স = ডিএস কনসালটেন্ট ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড পুনর্বাসন স্পেশালিস্ট, টিএল = টিম লিডার (RAP/LAP)

অ্যানেক্স -২: দ্বিবার্ষিক অভিযোগ প্রতিবেদন

সময় --------থেকে-------, ২০----- প্রকল্প ফেজ:--------

কেস মামলা নং	অভিযোগকারীর নাম, লিঙ্গ এবং ঠিকানা	অভিযোগের প্রকৃতি এবং অভিযোগকারীর প্রত্যাশা	দরখাস্ত জমা দেওয়ার তারিখ	অভিযোগ নিরসনের পদ্ধতি ও তারিখ	অভিযোগকারকে সিদ্ধান্ত অবহিত ও যোগাযোগের তারিখ	অভিযোগকারীর সঙ্গে অঙ্গীকার ও চুক্তি	অগ্রগতি (মীমাংসিত/ মুলতবি)	যদি মূলতবি হয়, কারণ

অ্যানেক্স -৩: স্বতন্ত্র মনিটর এর জন্য খসড়া কর্মপরিধি

লক্ষ্যসমূহ

স্বতন্ত্র মূল্যায়ন পরামশর্ক নিযুক্তির প্রাথমিক (ক) প্রকল্পের সাফল্য, ভূমি অধিগ্রহনের ত্রুটি-বিচ্যুতি (খ) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নীতিমালার উন্নয়ন ও বিষয়ে পযালোচনা এবং ইহার ফলাফল ও মতামত পানি উন্নয়ন বোড ও বিশ্ব ব্যাংকের অবহিত করা। পরামর্শক RAP-এ উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী পুনর্বাসন বাস্তবায়ন পদ্ধতি মূল্যায়ন, জীবনমান ও জীবিকার পরিবর্তন, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের বিশেষ করে নারী ও প্রান্তিক দলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা পুনরুদ্ধার, পুনবাসনের উদ্দেশ্য অজন কার্যকারিতা, প্রভাব ও টেকসইয়ত্ব, স্বত্তাধিকারীতা, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত প্রশমন ব্যবস্থা(যদি প্রয়োজন হয়) এবং ভবিষ্যতের নীতি প্রনয়ন ও পরিকল্পনার কৌশলগত পাঠ পর্যালোচনা করা।

কাজের পরিধি

পরামর্শকের কাজের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী সমুহ নিম্নরুপঃ

- সিইআইপি-১ এর অধীনে জমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের নীতি ও পদ্ধতি পর্যালোচনা, এবং পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং এর আউট-পুট পর্যালোচনা, এবং প্রাপ্ত মনিটরিং তথ্যের উপর ভিত্তি করে ফলাফল সংক্ষেপকরণ।
- ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের পর্যাপ্ততা এবং জীবিকার সুযোগসহ, ঝুঁকিপূর্ণ নারী, TPS দের এবং প্রকল্প প্রবর্তিত পরিবর্তনে PAPs দের জীবনযাত্রার মান এবং আয়ের উপর প্রভাব মূল্যায়ন করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত এবং হোষ্ট সম্প্রদায় উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে স্থানান্তরিত স্থানের গুণগতমান এবং স্থায়ীত্ব পর্যালোচনা করা।
- অনুমোদিত নীতি সম্পর্কিত প্রভাবের ধরন চিহ্নিতকরন এবং শ্রেণী অনুযায়ী গুনগত মান মূল্যায়ন, সময়সীমা, প্রাপ্যযোগ্য ব্যক্তিদের দেয় ক্ষতিপূরণ (পরিমিত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন) এবং সুবিধা মূল্যায়ন করা। এনটাইটেলমেন্টরা তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য/চাহিদা পূরণের জন্য কিভাবে তাদের ব্যবহার করছে এর প্রভাব এবং পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন নিরুপণ করা।

- ভূমি অধিগ্রহণ/পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করা হয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে মাঠপর্যায়ের দাবিগুলো যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা এবং অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণের ফলাফল পর্যালোচনা করা। জমি অধিগ্রহণের প্রভাব নির্ধারণে ঝুঁকিপূর্ণ নারী ও TPSসহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও কমিউনিটি গ্রুপকে সনাক্ত করা।
- PAPs বিশেষভাবে ঝুঁকিপুর্ণ জনগোষ্ঠী এবং নারীর অংশগ্রহন ও আলোচনা পদ্ধতির এবং অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতির কার্যকারীতা, ক্ষতিগ্রস্তদের আইনি প্রতিকারের লভ্যতা/সুযোগ এবং এই সম্পর্কে তথ্য প্রচারে অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতির পর্যাপ্ততা ও কার্যকারীতা যাচাই।
- সংঘাত ও অভিযোগের ধরন এবং এর নিস্পত্তি প্রশমন প্রতিবেদন ও আলোচনা এবং অংশগ্রহণ পদ্ধতির সংখ্যায় মূল্যায়ন ।
- পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য বাজেট পর্যাপ্ততা নিরুপন।

- জমি অধিগ্রহণ ও অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করা (ক) RPs / TPPs অনুযায়ী, এবং (খ) নীতিমালার বিবৃতি অনুযায়ী, PAPs দের উপর আর্থ-সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করা, এবং প্রকল্পের সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা হয় তা মূল্যায়ন করা এবং বিরূপ প্রভাব এড়ানো।
- জমি অধিগ্রহণ / পুনর্বাসন নীতির শক্তিশালী এবং দূর্বল দিক চিহ্নিত করা, উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন কৌশল প্রয়োগ, এবং নীতি উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বর্ধিতকরণের সুপারিশ করা ।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

স্বতন্ত্র পরামর্শক সংস্থার সামাজিক প্রভাব নিরসন (SIA) মূল্যায়নের বিষয়ে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা রয়েছে, এছাড়াও আর্থ-সামাজিক জরিপ, স্টেকহোল্ডার আলোচনা, সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষন, জেন্ডার ইস্যু এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থ প্রতিষ্ঠান এবং পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পূনর্বাসন পরিকল্পনার সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের সাথে পরিচিত। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বিশ্লেষন এবং বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনায় উপজাতীয় লোকদের পরিকল্পনাএবং জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন ইত্যাদি অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। বিশ্বব্যাংকের নতুন সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে ।

পরামর্শক দল একজন জীবনযাত্রা সমর্থিত বিশেষজ্ঞ, একজন ভূমি অধিগ্রহণ ও রিসেটেলমেন্ট স্পেসালিষ্ট (LARS) এবং একজন কম্পিউটারে ডাটাবেজ বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিত। জীবনযাত্রা সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞের কমপক্ষে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি এবং জীবিকা সম্পর্কিত পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। LARs এর সমাজবিজ্ঞানে মাস্টার্স অথবা সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদ এবং এই ক্ষেত্রে ১০ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ডাটাবেজ বিশেষজ্ঞের বিজ্ঞানে স্নাতক এবং কম্পিউটার ভিত্তিক ডাটাবেজের উন্নয়ন এবং ব্যবস্থাপনায় ৫ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ কমপক্ষে অনৈচ্ছিক পূনর্বাসন ব্যবস্থাপনায় ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।

সময়সীমা এবং প্রতিবেদন

প্রতিটি প্যাকেজের কাজের শুরুতে পরামর্শক দাতারা যা করবেন: (ক) CEIP-1 এর জমি অধিগ্রহণ/পুনর্বাসন নীতি, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন কৌশল ও পদ্ধতি পর্যালোচনা; (খ) পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে পরামর্শে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন পদ্ধতি, উদাহরন এবং ফিল্ড জরিপ পদ্ধতি, ডিজাইন আলোচনা; এবং (গ) বেসলাইন তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ।

প্রতিটি প্যাকেজের কাজ মধ্য মেয়াদের প্রারম্ভে পরামর্শক বেসলাইন, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, মাঠ পর্যায়ে আলোচনা এবং জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত নমুনার প্রভাব মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করবেন।

প্রতিটি প্যাকেজের শেষ দিকে পরামর্শক প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত সব কাজ, ফিল্ড তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং ফিল্ড আলোচনাসহ মূল্যায়ন অধ্যয়ন সম্পন্ন করবেন ।

কাজের তিনটি পর্যায়ের প্রতিটি ধাপে পরামর্শক, বাপাউবো এবং বিশ্বব্যাংক (WB) এর পর্যালোচনার জন্য একটি খসড়া প্রতিবেদন জমা দেবেন এবং সবশেষে প্রতিবেদনের মতামত একত্রিত করে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করবেন।

অ্যানেক্স - ৪ ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের এবং বাস্তবায়ন সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব

১. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট, বাপাউবো

ক) প্রকল্প পরিচালক

সার্বিক দায়িত্ব: সময়মত জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন সমন্বয় করা।

নির্দিষ্ট দায়িত্ব:

- পোল্ডার বাছাই, সময়সূচী নিয়মিত পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা, ভৌত/পূর্ত কর্মকান্ডসহ অন্যান্য কাজের ডিজাইন প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন। জমি অধিগ্রহণ, র‍্যাপ প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার কাজগুলো সমন্বয় সাধন করা।
- পিএম ইউ এবং মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রম পর্যবেক্ষন, সমন্বয় ও মনিটরিং করা এবং পোল্ডার নির্বাচনের সকল প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা; ভূমি অধিগ্রহণসহ পূনর্বাসন কাজের ডিজাইন করা এবং সর্বশেষ অবস্থা ও ডিসির নিকট অধিগ্রহনের তহবিল যথাসময়ে স্থানান্তর।
- RAP প্রস্তুতিএবং বাস্তবায়নের জন্য শুমারি ও অন্যান্য কাজ পর্যালোচনা করাএবং PAPs দের অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে উচ্ছেদ করার পূর্বে পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ/অনুদান দেওয়া।
- পর্যালোচনার জন্য ফেজ-অনুযায়ী সময়মত RAP প্রস্তুত নিশ্চিত করা এবং আইডিএ এর অর্থ গ্রহনের লক্ষ্যে পূর্ত কাজ গৃহীত হওয়ার পূর্বে ব্যাংকের অনুমোদন গ্রহন,
- জমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম ও প্রস্তুতি বাস্তবায়নের জন্য কোন ইস্যু সমাধান করতে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় (MoWR) এর সাথে যোগাযোগ করা,
- বিভিন্ন এলাকার জমিঅধিগ্রহণ, RAP প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সকল তথ্য নিশ্চিত করতে জোন ও সার্কেল পর্যায়ে প্রেরন সহকারে এগুলো সমন্বয় করে মাসিক ভিত্তিতে আইডিএ এর কাছে রিপোর্ট করা, এবং রিপোর্ট সকল আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনার জন্য প্রস্তুত করা।

খ) সিনিয়র সামাজিক বিশেষজ্ঞ (এসএসএস)

সার্বিক দায়িত্ব: জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রস্তুতিএবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার কাজগুলো সময়মত সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান করা, পিএমইউএর দপ্তরে সংশ্লিষ্ট সব তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ করা এবং সেগুলো মাঠ পর্যায়ের অফিসে প্রেরণ করবে।

নির্দিষ্ট দায়িত্ব:

- সুশীল কাজ এবং অন্যান্য কাজগুলোর ডিজাইন ও বাস্তবায়ন, পোল্ডার নির্বাচনের জন্য সময়সূচী হালনাগাদ ও পুর্তকাজ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা এবং সমন্বয় সাধন করা এবং অন্যান্য কাজ সম্পাদন যা জমি অধিগ্রহণ, র‍্যাপ প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত।
- পুনর্বাসন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত যেমন সামাজিক জরিপ, জনগণের সাথে আলোচনা ইত্যাদি কার্যক্রম সমন্বয় করা । মাঠ পর্যায়ের সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ এর সহায়তায় প্রস্তুতকৃত LAPs ভূমি মন্ত্রনালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়/ ডিসি/ জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি (DLAC) কর্তৃক অনুমোদনের ব্যবস্থা করা এবং অধিগ্রহণের জন্য তহবিল প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- PAP শুমারি,বাজারমূল্য জরিপ এবং RAP প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে সকল প্রক্রিয়া সম্পাদন সমন্বয় করা, RAP বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের উচ্ছেদ হওয়ার পূর্বে সম্পূর্ন ক্ষতিপূরণ দেওয়া। ভূমি অধিগ্রহণ ও পূনর্বাসনের সাথে জড়িত তথ্য চিহ্নিত করা এবং প্রাথমিক ও সেকেন্ডারী উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষন করা, ফেজ অনুযায়ী RAP প্রস্তুতিতে DSC কে নির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়া। ভূমি

অধিগ্রহণ ও RAP বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা এবং এতদসংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত পিডিকে অবগত করা এবং আইডিএ পর্যালোচনা মিশনের জন্য আনুষ্ঠানিক অবস্থান প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সহায়তা ।

- প্রয়োজনে ডিসি ও জেলা পর্যায়ের অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সহজতর করা ।

২. পানি উন্নয়ন বোর্ডের জোনাল অফিস

A. প্রধান প্রকৌশলী

সার্বিক দায়িত্ব: পূর্ত নির্মান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কর্মকান্ড এবং ভূমি অধিগ্রহন ও পুনর্বাসন কর্মপরিকল্পনা সময়মত প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়করন, জোনের সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সনাক্ত বিশ্লেষন ও একত্র করে পিএম ইউ তে প্রেরন করা।

নির্দিষ্ট দায়িত্ব:

- সিইআইপি-এর আঞ্চলিক পোল্ডার বাছাই ও সময়সূচী নির্ধারন, পূর্ত কাজের ডিজাইন ও বাস্তবায়ন এবং এতদ্ব্যতিত ভূমি অধিগ্রহন (RAP) প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজ নিয়মিত পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করনসহ পিডি এর সাথে সমন্বয় সাধন।
- প্রকল্পস্থ পোল্ডারের সকল কর্মকান্ড, সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরন, জনগনের সংগে আলোচনা, পুর্ত কাজে প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহন ও এর স্থান/এলাকা নির্বাচন, সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক সহকারী পরিচালক ভূমি ও রাজস্ব এর সহায়তায় LAP প্রস্তুতি এবং ইহা পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়, জেলা প্রশাসক, জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদন এবং অধিগ্রহনের জন্য তহবিল স্থানান্তর বিষয়ক কর্মকান্ড নিয়মিত পর্যালোচনা ও সমন্বয় করন।
- RAP প্রস্তুতিএবং বাস্তবায়নের জন্য PAP বাজার মূল্য জরিপ শুমারি ও অন্যান্য কাজ সমন্বয় করা, এবং RAP বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে নিশ্চিত করা যে অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের উচ্ছেদ করার পূর্বে PAPS দের পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরুন প্রাপ্যতা দেওয়া হয়েছে মর্মে নিশ্চিত করা।
- জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত সার্কেল ও বিভাগসমূহ থেকে সংগৃহীত সব তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়, এবং ফেজ অনুযায়ী RAP প্রস্তুত করার নিমিত্তে পিএমইউ তে প্রেরন নিশ্চিত করন।
- ভূমি অধিগ্রহণ এবং RAP প্রস্তুত ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষন করা, মাসিক ভিত্তিতে পিএমইউ কে অবগত করা এবং আইডিএ পর্যালোচনা মিশনের জন্য আনুষ্ঠানিক অবস্থান প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সহায়তা করা।
- ভূমি অধিগ্রহণ কার্যাবলী সহজতর করার নিমিত্তে ডিসি ও জেলা পর্যায়ের অন্যান্য সরকারি দপ্তরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা।

B. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

সার্বিকদায়িত্ব: বিভাগীয় পর্যায়ের কাজের তত্ত্বধান অঞ্চল পর্যায়ে প্রধান প্রকৌশলী এবং বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে সমন্বয় সাধন, ভূমি ও রাজস্ব স্টাফ দ্বারা প্রস্তুতকৃত LAP তত্বাবধান করা, ভূমি অধিগ্রহন সংক্রান্ত জেলা প্রশাসক হতে ক্ষতি পূরণের প্রাক্কলন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং DLR কর্মী দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্ল্যান দেখাশোনা করা ও ডিসি থেকে জমি অধিগ্রহণের বাজেটের পর্যালোচনা, অনুমোদন এবং অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে XENs এবং DLR কর্মীদের সক্রিয়ভাবে সহায়তা করা।

নির্দিষ্ট দায়িত্বঃ

- মাঠ পর্যায়ে পুনর্বাসন ও উন্নয়ন কাজের এবং প্রকৌশল ডিজাইন সমন্বয়ে DLR কর্মীদের দ্বারা LAP প্রস্তুতির পর্যালোচনা ও তত্ত্বাবধান।
- XENs দ্বারা জেলা প্রশাসক এর দপ্তর হতে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব, বাজেটের অনুমোদন, ডিসির অনুকূলে অধিগ্রহণ তহবিল স্থানান্তর পর্যালোচনা। অতিরিক্ত অনুদান (টপ-আপ) এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণের অনুমোদন (অধিগ্রহণ আইন দ্বারা আবৃত নয় কিন্তু পুনর্বাসন নীতি কাঠামো উল্লিখিত) বাজেট পর্যালোচনা।
- XENs এবং DLR কর্মীদের সাহায্যে অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা সমাধান সহ সামগ্রিক অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সহজতর করা।

c. সহকারী পরিচালক, ভূমি ও রাজস্ব

সার্বিক দায়িত্বঃ জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরনে LAP প্রস্তুত এবং আইনানুগ অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ার অনুসরণ করা এবং CUL দাবি করার প্রয়োজনীয় অনুপস্থিত আইনি ডকুমেন্ট বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের সহায়তা করা ।

নির্দিষ্ট দায়িত্বঃ

- অধিগ্রহন কর্তৃপক্ষ (Acquiring Body) এর চাহিদা মোতাবেক প্রকল্প ব্যবস্থাপক/নির্বাহী প্রকৌশলী ও বিশেষ পরামর্শক এর সাথে নিবিড় আলোচনাপূর্বক সমস্ত দলিলাদি সহ LAP প্রস্তুত।
- অধিগ্রহন প্রক্রিয়া অনুসরনসহ ডিসি কর্তৃক CUL পেমেন্ট এর বিষয়ে জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
- NGO কার্যক্রম পর্যালোচনার সাথে ডিসির নিকট CUL দাবির ক্ষেত্রে করা প্রয়োজনীয় কোনো অনুপস্থিত আইনি নথির বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের সহায়তা করা।
- জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ডিসি অফিস থেকে CUL পেমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে মাঠ পর্যায়ের সোশাল পরামর্শক, এসএসএস (পিএমইউ) এবং অন্যদের সাহায্য করা।
- বাস্তুচ্যুত পরিবারের রিলোকেশন সহায়তার পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করা। PRAC এর সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করে এবং রিলোকেশন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সচেতন করা।
- জমি অধিগ্রহন ও পুনর্বাসন প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাজগুলো সম্পাদন করা।

৩. ফিল্ড অফিস (FO)

A. প্রজেক্ট ম্যানেজার (নির্বাহী প্রকৌশলী (XEN)

সার্বিক দায়িত্বঃ জমি অধিগ্রহণও পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রস্তুতিও বাস্তবায়ন সময়মত মনিটরিং করা, মাঠ পর্যায়ের এতদসংক্রান্ত সকল তথ্য বিশ্লেষণ, সংরক্ষন এবং পিএমইউ এর দপ্তরে প্রেরণ করা।

নির্দিষ্ট দায়িত্বঃ

- নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা এবং পোল্ডার নির্বাচন, ডিজাইন, পুর্তকাজ এবং অন্যান্য কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচী হালনাগাদ এবং জমি অধিগ্রহণ, র‍্যাপ প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার কাজগুলো সম্পাদনে সমন্বয় সাধন ।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে LAP প্রস্তুতিতে সমন্বয় করা এবং পিএমইউ তে প্রেরণ MoWR থেকে প্রশাসক অনুমোদন পাওয়ার জন্য এবং প্রয়োজনীয় অধিগ্রহণের পদ্ধতি অনুসরনে ডিসির কাছে দাখিল।

- GRC এর আহ্বায়ক হিসেবে যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন ও পরিবেশগত বিষয়ে উপযুক্ত স্থানে তাদের অভিযোগ উত্থাপনে অধিকার রক্ষার বিষয়ে সচেতন করা। GRC দ্বারা গৃহীত সকল অভিযোগ শোনা হয় মর্মে এবং RAP এ উল্লেখিত উপায়ে সেগুলো স্বচ্ছ পদ্ধতিতে সমাধান করা হয় মর্মে নিশ্চিত করা।
- PAP শুমারী, বাজার মূল্য জরিপ, RAP প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য প্রক্রিয়া কর্ম, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষন ও সমন্বয় করা। PAPs রা অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে উচ্ছেদের পূর্বে পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা ।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পূনর্বাসনে সকল তথ্য যেগুলো প্রথমিক এবং মধ্যমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয় তা বিশ্লেষণপূর্বক এর ফেজ অনুযায়ী র‍্যাপ প্রস্তুত করতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশনা ও পরামর্শ দেওয়া ।
- ভূমি অধিগ্রহণ এবং র‍্যাপ বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষন করা এবং উহা এস এস এস এবং পিডি কে প্রতি মাসে অবহিতকরণ এবং আই ডি এ এর পর্যালোচনার জন্য আনুষ্ঠানিক অবস্থান প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সহায়তা করা।
- প্রয়োজন অনুসারে ডিসি এবং জেলা পর্যায়ে অন্যান্য সরকারী বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সহজতর করা।

c. উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (SDE)

সার্বিক দায়িত্বঃ ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম সংক্রান্ত সংগ্রহীত তথ্য মনিটরিং, জমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন কার্যাবলী সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা প্রশাসক এবং এসআরএস উভয়কে অবহিত করন। এতদ্সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত নির্বাহী প্রকৌশলী ও পিএমইউতে রিপোর্ট করা।

নির্দিষ্ট দায়িত্বঃ

- নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা এবং পোল্ডার নির্বাচন, ডিজাইন ও ভৌত কাজ এবং অন্যান্য কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য সময়সূচী হালনাগাদ এবং জমি অধিগ্রহণ, র‍্যাপ প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়ার কাজগুলো সমন্বয় সাধনে এসএস কে সহায়তা।
- DSC এর পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ এবং মাঠ পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় ল্যাপ প্রস্তুতি এবং পিএমইউ এর কাছে পাঠানোর জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলী ও এসএস এর কাছে জমা দেওয়া।
- PAVC এর আহ্বায়ক হিসেবে অংশগ্রহণপূর্বক প্রস্তাবিত এলাকার সব সম্পত্তি জরিপ করা হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির প্রতিস্থাপন মূল্য স্বচ্ছ পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা।
- PAP শুমারী, বাজার মূল্য জরিপ, RAP প্রস্তুতি এবং বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য প্রক্রিয়া, কর্ম, বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, অধিগ্রহনকৃত জমি থেকে PAPs উচ্ছেদের পূর্বে পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষন করা ।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পূনর্বাসনের সকল তথ্য যেগুলো প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়। বিশ্লেষণ এবং ফেজ অনুযায়ী র‍্যাপ প্রস্তুত করতে ডিএসসিকে নির্দেশনা দেওয়া ।
- ভূমি অধিগ্রহণ এবং র‍্যাপ বাস্তবায়ন কার্যক্রম নিয়মিত ভাবে পর্যবেক্ষন করা এবং এস এস রাখা এবং পিডি কে পাক্ষিক ভিত্তিতে অবহিত করা এবং আই ডি এ এর পর্যালোচনার জন্য আনুষ্ঠানিক অবস্থান প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সহায়তা করা।
- প্রয়োজন অনুসারে ডিসি এবং জেলা পর্যায়ে অন্যান্য সরকারী বিভাগের সাথে যোগাযোগপূর্বক ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সহজতর করা।

c. সমাজ বিশেষজ্ঞ

সার্বিক দায়িত্ব: ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরনে LAPs প্রস্তুত, ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকদের CUL প্রাপ্তিতে অনুপস্থিত আইনি ডকুমেন্ট সংগ্রহের ব্যাপারে সহায়তা করা, যা আঞ্চলিক অফিসে এডি, ভূমি এবং রাজস্বের সহায়তায় সম্পাদন করা।

নির্দিষ্ট দায়িত্ব:

- XEN-দের সাথে পরামর্শ, নথিপত্র সহ অধিগ্রহণ কতৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক আনুষ্ঠানিক LAPs প্রস্তুত।
- অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া অনুসরনে জমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ডিসি দ্বারা CUL প্রদান সমন্বয় করা ।
- ডিসি থেকে CULদাবি করার জন্য PAPs দের কোন অনুপস্থিত আইনি ডকুমেন্ট প্রাপ্তির ব্যাপারে সহায়তা করা।
- ডিসির কাছ থেকে CUL এর তথ্য সংগ্রহে XENs, পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞদের সহায়তা করা যা টপ আপ পেমেন্ট নির্ধারণ করে সদস্য সচিব হিসেবে অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা এবং অভিযোগ ও শুনানির বিস্তারিত রেকর্ড করা এবং পুনর্বাসন নীতি কাঠামো প্রতিবেদন প্রনয়ন।
- ভূমি অধিগ্রহণ ও পূনর্বাসন প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কাজগুলোতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

৪. বাস্তবায়নকারী সংস্থা (IA)

সার্বিক দায়িত্ব: সাব-প্রজেক্টের/প্যাকেজের জন্য পূনর্বাসন পরিকল্পনার প্রস্তুতি ও বাস্তবায়নে বাপাউবোকে সহায়তা করবে । তাদের প্রধান কাজ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের ক্ষতির স্থানচ্যুতি হিসাব নিরুপন করা এবং তাদের স্বত্তাধিকার/প্রাপ্যতা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা ।পরবর্তী প্রধান কাজ হল স্বত্তাধিকারীর ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাপাউবোকে সহায়তা করা ।

নির্দিষ্ট দায়িত্ব:

PAPs দের পুনর্বাসন এবং জীবিকার পুনঃরূদ্ধার

- তথ্য প্রকাশ করার পরিকল্পনা এবং পরিচালনা করে ক্ষতিগ্রস্ত স্থান বা বাস্তুচ্যুত জনগণের মধ্যে তথ্য প্রকাশ করা এবং তাদের মতামত সংগ্রহ করা ।
- জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ডিসি অফিসের সঙ্গে যৌথযাচাই করণ, নোটিফিকেশন এবং নগদ ক্ষতিপূরণ প্রদান সহ যোগাযোগ রক্ষা করা।
- DSC এর পূনর্বাসন বিশেষজ্ঞ এবং মাঠ পর্যায়ে সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে সামাজিক সমীক্ষা এবং আলোচনা করা।
- PAKs শুমারী, বাজারমূল্য জরিপ এবং RAP প্রস্তুতি অথবা হালনাগাদের জন্য PAVC এর নির্দেশনায় অন্যান্য কাজ বাস্তবায়ন এবং PAP রা অধিগ্রহনকৃত জমি থেকে উচ্ছেদের পূর্বে সম্পূর্ন ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করন ।
- LAP প্রস্তুতিতে বাপাউবো এবং ডিসি দ্বারা জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা
- অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহন এবং ক্ষুব্ধ PAPs কে সহায়তা করা এবং অভিযোগ নিরসন ফোকাল পয়েন্ট অভিযোগ পিটিশন তুলে ধরেন এবং GRC এর সিদ্ধান্ত নিয়ে PAPs দের সাথে আলোচনা করা এবং ক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্মতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন।
- CUL, PAPs শুমারী এবং PAVC দ্বারা ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব নিরূপণ করা এবং যোগ্য PAPs নির্ণয় এবং এনটাইটেলমেন্টের অর্থ প্রদানের জন্য স্বয়ংক্রিয় ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) এবং এমই অগ্রগতির রিপোর্ট প্রণয়ন।

- GRC এর সিদ্ধান্ত, ক্ষতির ধরন, ডিসির পেমেন্ট তথ্যের উপর ভিত্তি করে এনটাইটেলমেন্ট ও তাদের ক্ষতি নির্দিষ্ট করা এবং যোগ্য PAPs চিহ্নিত করা । । পিএমইউ এর MIS কর্মীকে পুনর্বাসন বাজেটের ক্রস পরীক্ষণের জন্য তথ্য প্রক্রিয়া সাহায্য করা, যা ফেজ- অনুযায়ী RAP প্রস্তুতিএবং বাস্তবায়ন করা সহজ হয় ।
- RAPs এবং SMRPF অনুযায়ী প্রকল্প সহায়তায় শুল্ক অথবা দলগত পূনর্বাসনের জন্য যোগ্য PAPs খুজে বের করা এবং পূনর্বাসন স্থান নির্দিষ্ট করা।
- পৃথক EPs এর জন্য এনটাইটেল পার্সনস ফাইল (ইপি ফাইল) এবং এনটাইটেলমেন্ট কার্ড (ইসি) প্রস্তুত করা এবং বাপাউবো বিভাগ অফিসের অধীনে এনটাইটেলমেন্টের নগদ প্রদান প্রক্রিয়া প্রস্তুত করা।
- আইডি রেজিস্টার, পেমেন্ট রেজিস্টার, পেমেন্ট ভাউচার এবং পরামর্শ নোটসহ ফটো আইডি কার্ডের নথি ইস্যু এবং এনটাইটেলমেন্টেদের অর্থ প্রদানে বাপাউবোর বিভাগ অফিসকে সহায়তা।
- এনটাইটেলমেন্টের পেমেন্ট পাওয়ার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার যোগ্য paps কে সহায়তা।
- নিজ নিজ জেলা প্রশাসকদের 'অফিস থেকে CUL প্রাপ্তির জন্য আইনি কাগজপত্র প্রস্তুতিতে বৈধ paps কে সহায়তা।
- সমস্যা চিহ্নিত করা ও বাপাউবোর পুনর্বাসন কর্মকর্তাদের কাছে সেগুলো দেওয়া এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য DSC এর পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞদের জানানো।
- ভূমি অধিগ্রহণের নথি হালনাগাদ, CUL প্রদান, EPs সনাক্তকরণ, এনটাইটেলমেন্টদের অর্থ প্রদান, অভিযোগ নিরসন এবং স্থানান্তর ইত্যাদি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা, পিএমইউ এবং SMOs তে জমা দেওয়া।
- যেকোনো প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বাপাউবোকে সহায়তা এবং সময়মত রিপোর্ট দেওয়া ।

অ্যানেক্স ৫: ভূমি অধিগ্রহণ মনিটরিং এবং প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন

ভূমিঅধিগ্রহণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম ও প্রস্তুতি বাস্তবায়নের অবস্থা পর্যবেক্ষণে নিম্নলিখিত সূচকগুলো ব্যবহার করা হবে ।

A. ভূমি অধিগ্রহণ: প্রকৌশল ডিজাইন হল জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম শুর করার জন্য একটি পূর্বশর্ত । ডিজাইন সিদ্ধান্ত অধিগ্রহণ চাহিদা এবং তাদের সর্বশেষ অবস্থান অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হয়, নিম্নলিখিত কর্ম ভূমি অধিগ্রহণ অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য পর্যবেক্ষন করা হবে:

- ভূমি অধিগ্রহণ কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী মান সম্মত ফরমেট ব্যবহার করে ভূমি অধিগ্রহন প্রস্তাব (LAPs) প্রস্তুতি।
- প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য MoWR নিকট LAPs জমার তারিখগুলি পেশ।
- ডিসির নিকট LAPs দাখিলের তারিখ।
- জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি (DLACs) কর্তৃক LAPs অনুমোদনের তারিখ এবং ভূমি মন্ত্রনালয়ের অনুমোদনের তারিখ থেকে প্রয়োজন হয়।
- প্রকল্প জেলার ডিসি ধারা-৩ এর নোটিশ জারির তারিখ (এই তারিখ গুলি কাট-অফ-ডেটস হিসেবে অধিগ্রহণের আওতায় জমি আইনি মালিকদের জন্য দেয়)।
- পৃথক প্রকল্প জেলায় অধিগ্রহণ আকসিয়ালস ও বাপাউবো দ্বারা যৌথ যাচাই/(JVC) সম্পন্ন করার তারিখ।

- প্রকল্প জেলার ডিসি দ্বারা ধারা-৬ মতে নোটিশ জারী।
- জেলা প্রশাসক কর্তৃক পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিকট ক্ষতিপূরণ দাবি করার তারিখগুলি প্রাক্কলন প্রেরণ।
- বাপাউবো কর্তৃক ডিসির অনুকুলে ক্ষতিপূরণ তহবিল স্থানান্তরের তারিখ।
- প্রকল্প জেলায় ডিসি কর্তৃক ধারা-৭ অনুযায়ী নোটিশ তারিখ জারি ।
- ডিসির প্রকল্প জেলায় CUL পেমেন্ট প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ।
- ডিসি দ্বারা CUL পেমেন্ট অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রাখা।

B. প্রশমন পরিকল্পনার প্রস্তুতি ও বাস্তবায়ন: প্রভাব প্রশমন পরিকল্পনা প্রস্তুতি শুরু হয় যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়এবং অধিগ্রহণের সর্বশেষ অবস্থান মাঠ পর্যায়ে এলাকা শনাক্ত করা হয়। নিম্নলিখিত প্রধান কাজগুলো যা প্রস্তুতিএবং বাস্তবায়নের সময় পর্যালোচনা করা হয়:

- PAPs এবং সম্পদের শুমারি, এবং স্কোয়াটারস / এনক্রোচারদের জন্য কাট-অফ-ডেটস নির্ধারণ।
- ক্ষতিগ্রস্ত জমি ও অন্যান্য সম্পদের প্রতিস্থাপন খরচ এবং বাজারমূল্য জরিপ ।
- ক্ষতিপূরণ প্রদানের পদ্ধতি এবং ডিসির (অব্যাহত কার্যকলাপ) নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য ডকুমেন্ট দরকার, ইহা ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে আলোচনা ও তথ্য প্রচার (একটি চলমান কাজ), অভিযোগ নিরসন কমিটি (GRCS) গঠন।
- স্কোয়াটারস / এনক্রোচার এর জন্য ক্ষতিপূরণ এবং অন্যরা যারা অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ দ্বারা আবৃত নয়এবং টাইটেল হোল্ডারদের জন্য অতিরিক্ত অনুদান টপ-আপ প্রদানের বাজেট প্রনয়ন।
- বিশ্বব্যাংকের পর্যালোচনা এবং অনাপত্তি/ক্লিয়ারেন্সের জন্য RAP/ TPP প্রস্তুতি ও দাখিল।
- সমস্ত প্রযোজ্য এনটাইটেলমেন্টেসহ বিভিন্ন PAPs দলের জন্য পৃথক এনটাইটেলমেন্ট ফাইল প্রণয়ন ।
- বাপাউবো দ্বারা ক্ষতিপূরণ বাজেট অনুমোদন
- CUL প্রদান, টপ-আপএবং টাইটেলহোল্ডারস এর জন্য প্রযোজ্য বৈধ এনটাইটেলমেন্ট এবং স্কোয়াটারস / এনক্রোচার এবং বৈধ মালিক/টাইটেল হোল্ডার স্কোয়াটার/অবৈধ অনুঃপ্রবেশকারী এবং অনুরুপ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আইনানুগ ক্ষতিপূরন, অতিরিক্ত অনুদান (টপ আপ) এবং অন্যান্য গ্রহণযোগ্য প্রাপ্যতা এবং অনুরূপ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের (PAPs) বাস্তুচ্যুতদের স্থানান্তর , স্থানচ্যুত ব্যবসা এবং অন্যান্য কার্যক্রম পর্যবেক্ষন ও প্রতিবেদন অব্যাহত রাখা। নিম্নলিখিত সূচকে উল্লিখিত তথ্য মূলত ক্রমাগত পর্যবেক্ষণএবং প্রতিবেদনের জন্য জরুরী ভাবে সংগ্রহ করা হবে:

- ভূমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরুর পূর্বে PAPs রা তাদের প্রাপ্যতা ও গ্রহন পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন ও অবহিত হওয়া।
- Paps রা সঠিকভাবে প্রকল্পের সনাক্তকরন, ডিজাইন এবং জমি অধিগ্রহনসহ বাস্তবায়ন প্রাসঙ্গিক সব বিষয়ের উপর আলোচনা করে সন্তুষ্ট।
- PAPs রা GRM এর ব্যাপারে সচেতন এবং তাদের সমস্যাগুলো সন্তোষজনকভাবে মীমাংসা করা হয়;
- এনটাইটেলমেন্ট ম্যাট্রিক্স মোতাবেক PAPs সব সম্পদের জন্য সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপন খরচ পাবে
- প্রতিস্থাপন খরচ নিশ্চিত করার জন্য ভূমি ও অন্যান্য সম্পদের মূল্যায়ন একটি অংশগ্রহণ মূলক পদ্ধতিতে করা হয়।
- প্রকল্প পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য জমিগ্রহণ করার পূর্বে PAPs প্রাপ্যতা (CUL, টপ-আপ, ও অন্যান্য ভাতা) অনুযায়ী পাওনা পেয়েছেন এবং
- PAPs দের জীবিকার সম্পূর্নরূপে পুনঃরূদ্ধার করা হয়

অন্য কোন কাজ যেগুলো অজ্ঞাত হতে পারে তা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের অগ্রগতি যথাযথ ফরমেটে প্রতিবেদন করা হবে। ভূমি অধিগ্রহণের অবস্থার উপর ভিত্তি করে ফরমেটটি হালনাগাদ করতে হবে, যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ভূমি অধিগ্রহণ (LAP) প্রস্তুতি, প্রশাসনিক অনুমোদন, ডিসির কাছে ভূমি অধিগ্রহন পরিকল্পনা জমা, আইনের অধীন নোটিফিকেশন, মূল্যায়ন, মূল্য নির্ধারণ, এবং তহবিল স্থানান্তর এবং আইনি ক্ষতিপূরন (CUL) বিতরণ তথ্যাদি। পুনর্বাসন ফরমেটে পুনর্বাসন সহায়তার বিষয়ে আপডেট করবে, যেখানে CUL, প্রতিস্থাপন মূল্যের উপর টপআপ, রিলোকেশন সহায়তা, জীবিকার ব্যবস্থা ও পথ পদ্ধতি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

অ্যানেক্স -৬: ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির স্ব-স্থানান্তর (Self Relocation) এর ঘোষণাপত্র

ঘোষনাকারী: নাম: বয়স: বছর:

লিঙ্গ: পুরুষ/মহিলা পিতা/ স্বামীর নাম:

আইডি নং :

ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর অবস্থান:

বাঁধের চেইনএজ : _____ মি গ্রাম: _____

ইউনিয়ন: _____উপজেলা: _____

পোল্ডার নং : _____ বাপাউবো বিভাগ: _____

অবকাঠামোর বর্ণনা: ব্যবহার: [১] আবাসিক / [২] কমার্শিয়াল / [৩] কমিউনিটি

মাত্রা: দৈর্ঘ্য: _____ ফুট প্রস্থ: _____ ফুট

মেঝের আয়তন: _____ বর্গফুট

নির্মাণ সামগ্রী: বেড়া: _____ ছাদ:: _____

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী, এতদ্দ্বারা ঘোষনা করছি যে আমি বাঁধ ব্যবহার করছিএবং বাধের উন্নয়নের জন্য আমার নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে স্ব-রিলোকেশন জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করছি। আমি ইতোমধ্যে আমার অবকাঠামো (গুলি) পুনর্গঠনের জন্য বিকল্প স্থায়ী জায়গার ব্যবস্থা করেছি।

স্বাক্ষর: _____ তারিখ _____

সাক্ষী (তারিখ সহ স্বাক্ষর):

উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী,

চেয়ারম্যান / মেয়র / সদস্য / কাউন্সিলর বাপাউবো, উপ-বিভাগ

ইউনিয়ন পরিষদ / পৌরসভা

অ্যানেক্স -৭: জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন এর বিস্তারিত বাজেট

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./ sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
A.	জমির জন্য ক্ষতিপূরণ (Ha)			
১	বসতবাড়ী	২৩.৭৮৫০		৬১,১৬২,৯৫৫
২	ভিটা / উচু জমি	৫.৫৮৭৯		১৫,৯৮৮,১৮২
৩	ফসলি জমি	৬৬.০০৭৪		১৩০,৭০০,০৭১
৫	বাগান	৯.২৯৭৯		২১,৯১১,৮৫৫
৬	পুকুর	৮.৬৯৮৫		১৪,৮৮৬,৯২৩
৭	চিংড়ি চাষ	৫.৯১১৫		৯,৭৮৩,৬২৫
৮	খাল / বিল	৩.১৫৪৭		৫,৫১৯,৪১৭
৯	ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহার	১.০৮৯৩		৪,৩৯৬,০৭১
	মোট- A (land in Ha)	১২৩.৫৩২১		**২৬৪,৩৪৯,০৯৮**
B	**অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ**			
	প্রধান অবকাঠামো			
১	পাকা (এস.এফ.টি)	৩৭২৫৭	২০০০	৭৪,৫১৪,০০০
২	সেমি পাকা (এস.এফ.টি)	১৩৮৮২৩	১১০০	১৫২,৭০৫,৩০০
৩	টিন (এস.এফ.টি)	৫৪১৩১৭	৬০০	৩২৪,৭৯০,২০০
৪	কাচা (এস.এফ.টি)	৪৫২৬৫১	৪০০	১৮১,০৬০,৪০০
৫	কুড়ে ঘর (এস.এফ.টি)	৬৬৮৫৫১	২২০	১৪৭,০৮১,২২০
	সাব-টোটাল (প্রধান অবকাঠামো)	**১৮৩৮৫৯৯**		**৮৮০,১৫১,১২০**
	সেকেন্ডারী অবকাঠামো			
১	সেনেটারী ল্যাট্রিন (নং)	১৪৩	২০০০০	২,৮৬০,০০০
২	স্লাব ল্যাট্রিন/প্রসাব খানা (No.)	১৩৫১	৩৬৫০	৪,৯৩১,১৫০
৩	কাচা পায়খানা (নং)	১১১	১৫০০	১৬৬,৫০০
৪	টিউবওয়েল/ পানির মটর (নং)	৭৫	৮০০০	৬০০,০০০
৫	৫ ইঞ্চি বাউন্ডারি ওয়াল/গেইট (আর.এফ.টি)	৭৯৫৫	৬৩০	৫,০১১,৬৫০
৬	পিলার (নং)	৬৭৬	৯৩৫	৬৩২,০৬০
৭	১০ ইঞ্চি বাউন্ডারি ওয়াল/ কবর/ বসার বেঞ্চ/ বিল বোর্ড/ সাইন বোর্ড/ শহীদ মিনার (আর.এফ.টি)	১৬১৮	৯৯০	১,৬০১,৮২০
৮	বিল বোর্ড/ সাইন বোড	৫২৫	২৯৫	১৫৪,৮৭৫
৯	ঘরের সিড়ি (এস.এফ.টি)	১২৩৫	৫০০	৬১৭,৫০০
১০	পানির ট্যাংক / সেফটি ট্যাংক/ পানির ফিল্টার/ মেশিন ফাউন্ডেশন/ চুলা (সি.এফ.টি)	৩৭৬৭৮	১৮০	৬,৭৮২,০৪০
১১	বৈদ্যুতিক খুটি (পাকা) (নং)	২০৮	০	-
১২	বৈদ্যুতিক খুটি (স্টিল) (নং)	৬	০	-
১৩	বৈদ্যুতিক খুটি (কাঠ) (নং)	১৩৪	০	-
	সাব-টোটাল(সেকেন্ডারী অবকাঠামো)			**২৩,৩৫৭,৫৯৫**
	টোটাল-B (অবকাঠামো)			**৯০৩,৫০৮,৭১৫**
C	**গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ**			
C1	**ফলের গাছ**			

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./ sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
১	বড়	৭৫৫৪	১৫০৪	১১,৩৫৮,৬৯৮
২	মাঝারি	৭৫৩৯	১০০৭	৭,৫৮৯,২৬০
৩	ছোট	১১৪৯১	৭৭৪	৮,৮৯৭,৮৬৪
৪	চারা	৫১১১	১২০৭	৬,১৬৯,৮২৯
	সাব-টোটাল-C1	৩১৬৯৫		**৩৪,০১৫,৬৫১**
C2	**বনজ**			
১	বড়	৩৯৭৯	৪৩৪৮	১৭,৩০১,৫৪৫
২	মাঝারি	১০৭৪১	২১৯৬	২৩,৫৯১,৮৩৯
৩	ছোট	৩৯৬৪৫	১১৩৬	৪৫,০২৫,৩৯৩
৪	চারা	১৩৪৮১	৪২	৫৬৭,৩২৫
	সাব-টোটাল-C2	৬৭৮৪৬		**৮৬,৪৮৬,১০২**
C3	**ঔষধি**			
১	বড়	১৭৭	৪৬০০	৮১৪,২০০
২	মাঝারি	৯৩৭	২৫০০	২,৩৪২,৫০০
৩	ছোট	২২১২	১৫০০	৩,৩১৮,০০০
৪	চারা	৯৮০	২০	১৯,৬০০
	সাব-টোটাল-C3	৪৩০৬		**৬,৪৯৪,৩০০**
C4	কলা	২৯২২৩	১২৫	৩,৬৫২,৮৭৫
C5	বাশঁ	২৭০৮	১৭৫	৪৭৩,৯০০
	মোট-C (গাছ)	**১৩৫,৭৭৮**		**১৩১,১২২,৮২৮**
D	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ**			
১	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রতি শতাংশ ৪০০ টাকা হারে পুকুর/ঘেরের ক্ষেত্রে**	৮.৭০	৪০০	৮৫৯,৪১৬
২	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রতি শতাংশ ৬০০ টাকা হারে চিংড়ি চাষেরক্ষেত্রে**	৫.৯১	৬০০	৮৭৬,০৮৪
	মজুদকৃত মাছের জন্য সম্পূর্ন ক্ষতিপূরণ			১,৭৩৫,৫০০
E	**অন্যান্য পূনর্বাসন সুবিধা**			
১	চাষীদের জন্য শতক প্রতি ১০০০ টাকা হারে উৎপাদনশীল জমি হারানোর জন্য	৭১.৫৯৫৩	১০০০	১৭,৬৮৪,০৩০
২	প্রতিটি ভাড়াটিয়া ও দোকানের জন্য প্রতি মাসে ১০০০ টাকা হারে ৬ মাসের জন্য	৪৪৮	৫৬৭০	২,৫৪০,১৬০
৩	অবকাঠামো স্থানান্তরের জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% অনুদান	৬৫২,৯৩১,৮২০	০.০৫	৩২,৬৪৬,৫৯১
৪	গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% অনুদান	৬৫২,৯৩১,৮২০	০.১	৬৫,২৯৩,১৮২
৫	অবকাঠামো অস্থানান্তরযোগ্য জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% অনুদান দেওয়া	২২৭,২১৯,৩০০	০.০৫	১১,৩৬০,৯৬৫
৬	ভূমিহীন স্কোয়াটার ব্যক্তিকে স্থায়ী পূনর্বাসনের জন্য আবাসিক ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি এসএফটি তে ৫০ টাকা হারে অনুদান	৬০৮৮৩৯	৫০	৩০,৪৪১,৯৫০
৭	ভাড়াটেদের পন্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র সরানোর জন্য এককালীন অনুদান	৪৪৮	৩০০০	১,৩৪৪,০০০

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./ sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
৮	পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত ৪৫ দিনের জন্য দৈনিক গড় নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণরূপে বাস্তুচ্যুত প্রাঙ্গনে / আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত/ অস্থায়ী রিলোকেশন জন্য ব্যবসা আয়ের ক্ষতিপূরণ	১৫৫৬	১৫০০০	২৩,৩৪০,০০০
৯	পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিগত জমির ভাড়া মালিককে তিন মাসের ভাড়া	৪৪৮	২৮৩৫	১,২৭০,০৮০
১০	কাজের দিন হারানো বাবদ ৯০ দিনের জন্য অনুদান বাস্তুচ্যুত পরিবারের ৯০ দিনের জন্য মজুরি টাকায় ২৫০/ হারে অনুদান	২২৬	৩১৫০০	৭,১১৯,০০০
১১	ঝুকিপূর্ন পরিবারের জন্য বিশেষ অস্তিত্ব ভাতা (এসএসএ) (বাৎসরিক আয় অনুর্ধ ৮৭,০০০/- টাকা)	৩২৫৪	৫০০০	১৬,২৭০,০০০
১২	অন্যান্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা ছাড়া মহিলা নেতৃত্ব পরিবারের জন্য ৫০০০ টাকা বিশেষ সহায়তা	৩৯৪	৫০০০	১,৯৭০,০০০
	সাব-টোটাল-E			**২১১,২৭৯,৯৫৮**
	সাব-টোটাল- (A-E)			**১,৫১১,৯৯৬,১০০**
F	নির্বাহ এজেন্সির কর্মকর্তাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	LS		২,০০০,০০০
G	নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে পুনর্বাসন সাইটের উন্নয়ন	**LS**		২০,০০০,০০০
	সাব-টোটাল (F-I)			২২,০০০,০০০
	মোট (A-I)			**১,৫৩৩,৯৯৬,১০০**
J	মোট ১০% A-I এর সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ (Contingency)			১৫৩,৩৯৯,৬১০
	সর্বমোট (মোট + সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ)=			**১,৬৮৭,৩৯৫,৭১০**

পোল্ডার নংঃ ৩২

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
A.	**জমির জন্য ক্ষতিপূরণ (Ha)**			
১	বসতবাড়ী	৭.৫২৮৬		১২,০৫০,০১৪
২	ভিটা / উচু জমি	০.৮৭০৪		১,৩৯৩,২০০
৩	ফসলি জমি	৩২.০২৬৬		৪৩,৭৪২,৩৪৩
৫	বাগান	১.৯৮৮৬		২,৯৮৭,৬৩২
৬	পুকুর	৩.৫৩৫১		৪,৮২৮,৩৩৬
৭	চিংড়ি চাষ	৩.৭৯৪৩		৫,১৮২,২৮৬
৮	খাল / বিল	০.৬৮৮৩		৯৪০,০৩২
৯	ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহার	০.২২৩০		৫৩৫,৩৭৮
	মোট-A (land in Ha)	**৫০.৬৫৫০**		**৭১,৬৫৯,২২০**
B	**অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ**			
	প্রধান অবকাঠামো			
১	পাকা (এস.এফ.টি)	৮৫১০	২০০০	১৭,০২০,০০০
২	সেমি পাকা (এস.এফ.টি)	৩২৬৬২	১১০০	৩৫,৯২৮,২০০
৩	টিন (এস.এফ.টি)	৬৯৯২৮	৬০০	৪১,৯৫৬,৮০০
৪	কাচা (এস.এফ.টি)	১২৯৭৭০	৪০০	৫১,৯০৮,০০০
৫	কুড়ে ঘর (এস.এফ.টি)	২৭৮২০১	২২০	৬১,২০৪,২২০
	সাব-টোটাল (প্রধান অবকাঠামো)	**৫১৯০৭১**		**২০৮,০১৭,২২০**
	সেকেন্ডারী অবকাঠামো			
১	সেনেটারী ল্যাট্রিন (নং)	২৮	২০,০০০	৫৬০,০০০
২	স্লাব ল্যাট্রিন/প্রসাব খানা (No.)	২৫৩	৩,৬৫০	৯২৩,৪৫০
৩	কাচা পায়খানা (নং)	৫০	১,৫০০	৭৫,০০০
৪	টিউবওয়েল/ পানির মটর (নং)	১৩	৮,০০০	১০৪,০০০
৫	৫ ইঞ্চি বাউন্ডারি ওয়াল/গেইট (আর.এফ.টি)	৩৬৪	৬৩০	২২৯,৩২০
৬	পিলার (নং)	২৮	৯৩৫	২৬,১৮০
৭	১০ ইঞ্চি বাউন্ডারি ওয়াল/ কবর/ বসার বেঞ্চ/ বিল বোর্ড/ সাইন বোর্ড/ শহীদ মিনার (আর.এফ.টি)	৩১২	৯৯০	৩০৮,৮৮০
৮	বিল বোর্ড/ সাইন বোড		২৯৫	-
৯	ঘরের সিড়ি (এস.এফ.টি)	৫৯	৫০০	২৯,৫০০
১০	পানির ট্যাংক / সেফটি ট্যাংক/ পানির ফিল্টার/ মেশিন ফাউন্ডেশন/ চুলা (সি.এফ.টি)	১৩৯৯৫	১৮০	২,৫১৯,১০০
১১	বৈদ্যুতিক খুটি (পাকা) (নং)	২৩	-	-
১২	বৈদ্যুতিক খুটি (স্টিল) (নং)		-	-
১৩	বৈদ্যুতিক খুটি (কাঠ) (নং)		-	-
	সাব-টোটাল(সেকেন্ডারী অবকাঠামো)			**৪,৭৭৫,৪৩০**
	টোটাল-B (অবকাঠামো)			**২১২,৭৯২,৬৫০**
C	**গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ**			

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
C1	**ফলের গাছ**			
১	বড়	৯৬৮	১৫০৪	১,৪৫৫,৫৪৯
২	মাঝারি	১৪০১	১০০৭	১,৪১০,৩৪০
৩	ছোট	২৫৬৩	৭৭৪	১,৯৮৪,৬১৬
৪	চারা	১৪০২	১২০৭	১,৬৯২,৪৪৮
	সাব-টোটাল- C1	**৬৩৩৪**		**৬,৫৪২,৯৫৩**
C2	**বনজ**			
১	বড়	৭২৫	৪৩৪৮	৩,১৫২,৪৫৫
২	মাঝারি	১২৩৭	২১৯৬	২,৭১৬,৯৮২
৩	ছোট	৩৭৩৯	১১৩৬	৪,২৪৬,৪৩৬
৪	চারা	৩০৩৮	৪২	১২৭,৮৪৯
	সাব-টোটাল- C2	**৮৭৩৯**		**১০,২৪৩,৭২২**
C3	**ঔষধি**			
১	বড়	১৩	৪৬০০	৫৯,৮০০
২	মাঝারি	৮১	২৫০০	২০২,৫০০
৩	ছোট	৪৬১	১৫০০	৬৯১,৫০০
৪	চারা	২৫৫	২০	৫,১০০
	সাব-টোটাল- C3	**৮১০**		**৯৫৮,৯০০**
C4	কলা	১৩৮০	১২৫	১৭২,৫০০
C5	বাঁশ	১৪৯	১৭৫	২৬,০৭৫
	মোট- C (গাছ)	**১৭,৪১২**		**১৭,৯৪৪,১৫১**
D	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ**			
১	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রতি শতাংশ ৪০০ টাকা হারে পুকুর/ঘেরের ক্ষেত্রে**	৩.৫৪	৪০০	৩৪৯,২৭২
২	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রতি শতাংশ ৬০০ টাকা হারে চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে**	৩.৭৯	৬০০	৫৬২,৩১৪
	মজুদকৃত মাছের জন্য সম্পূর্ন ক্ষতিপূরণ			৯১১,৫৮৬
E	**অন্যান্য পূনর্বাসন সুবিধা**			
১	চাষীদের জন্য শতক প্রতি ১০০০ টাকা উৎপাদনশীল জমি হারানোর জন্য	৩২.৮৯৭১	১০০০	৮,১২৫,৫৮০
২	প্রতিটি ভাড়াটিয়া ও দোকানের জন্য প্রতি মাসে ৯৪৫ টাকা হারে ৬ মাসের জন্য	৮৬	৫৬৭০	৪৮৭,৬২০
৩	অবকাঠামো স্থানান্তরের জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% অনুদান	১৫৫,০৬৯,০২০	৫%	৭,৭৫৩,৪৫১
৪	গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% অনুদান	১৫৫,০৬৯,০২০	১০%	১৫,৫০৬,৯০২
৫	অবকাঠামো অস্থানান্তর জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% অনুদান	৫২,৯৪৮,২০০	৫%	২,৬৪৭,৪১০

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
৬	ভূমিহীন স্কোয়াটার ব্যক্তিকে স্থায়ী পূনর্বাসনের জন্য আবাসিক ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি এসএফটি তে ৫০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়	১৮৫,৫২০	৫০	৯,২৭৬,০০০
৭	ভাড়াটেদের পন্য ও অন্যাণ্য জিনিসপত্র সরানোর জন্য এককালীন অনুদান	৮৬	৩০০০	২৫৮,০০০
৮	পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত ৪৫ দিনের জন্য দৈনিক গড় নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণরূপে বাস্তুচ্যুত প্রাঙ্গনে / আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত/ অস্থায়ী রিলোকেশন জন্য ব্যবসা আয়ের ক্ষতিপূরণ	৩৭৯	১৫০০০	৫,৬৮৫,০০০
৯	পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত ব্যক্তিগত জমির উপর প্রাঙ্গনে ভাড়া মালিককে তিন মাসের ভাড়া	৮৬	২৮৩৫	২৪৩,৮১০
১০	প্রতি দিন এবং কাজের দিনের হারানো বাবদ ৯০ দিনের জন্য বাস্তুচ্যুত পরিবারের ৯০ দিনের জন্য মজুরি প্রতিদিন ২৫০ টাকা হারে অনুদান	২৩	৩১৫০০	৭২৪,৫০০
১১	ঝুকিপূর্ন পরিবারের জন্য বিশেষ অস্তিত্ব ভাতা (এসএসএ) (বাৎসরিক আয় অনুর্ধ ৮৭,০০০/- টাকা)	১১৭২	৫০০০	৫,৮৬০,০০০
১২	অন্যান্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা ছাড়াওমহিলা নেতৃত্ব পরিবারের জন্য ৫০০০ টাকা বিশেষ সহায়তা	১১৩	৫০০০	৫৬৫,০০০
	সাব-টোটাল - E			**৫৭,১৩৩,২৭৩**
	সাব-টোটাল - (A-E)			**৩৬০,৪৪০,৮৮০**
F	নির্বাহ এজেন্সির কর্মকর্তাদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ	LS		২,০০০,০০০
G	নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে পুনর্বাসন সাইটের উন্নয়ন ও প্রদানের সুবিধা	**LS**		২০,০০০,০০০
	সাব-টোটাল - (F-I)			২২,০০০,০০০
	মোট (A-I)			**৩৮২,৪৪০,৮৮০**
J	মোট ১০% A-I এর সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ (Contingency)			৩৮,২৪৪,০৮৮
	সর্বমোট (মোট + সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ)=			৪২০,৬৮৪,৯৬৮

পোল্ডার নং-৩৩

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
A.	**জমির জন্য ক্ষতিপূরণ (Ha)**			
১	বসতবাড়ি	৪.২৬২২		১২,১২৮,৪০২
২	ভিটা / উচু ভূমি	০.৪৫৩১		১,২৮৯,৩৮৩
৩	ফসলি জমি	৫.৫০১০		১৪,০৮৭,৫২০
৫	বাগান	০.৯৮৪৬		২,৭৭৩,৫৩৩
৬	পুকুর	১.৩১৪২		৩,৩৬৫,৫৫৬
৭	চিংড়ি চাষ	০.২৫২৪		৬৪৬,৪৪৫
৮	খাল / বিল	০.০০০০		-
৯	ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত জমি	০.১০১২		৪৩২,০২২
	মোট (হেঃ)	**১২.৮৬৮৭**		**৩৪,৭২২,৮৬১**
B	**অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ**			
	প্রধান অবকাঠামো			
১	পাকা (এস.এফ.টি)	১৩৮৪২	২০০০	২৭,৬৮৪,০০০
২	আধা পাকা (এস.এফ.টি)	৪৫০৮৯	১১০০	৪৯,৫৯৭,৯০০
৩	টিন (এস.এফ.টি)	১৪১৭৬২	৬০০	৮৫,০৫৭,২০০
৪	কাঁচা (এস.এফ.টি)	১৪৯৭৪১	৪০০	৫৯,৮৯৬,৪০০
৫	ছন/কুড়ে ঘর (এস.এফ.টি)	২২৩৭০৭	২২০	৪৯,২১৫,৫৪০
	সাব-টোটাল (প্রধান অবকাঠামো)	**৫৭৪১৪১**		**২৭১,৪৫১,০৪০**
	সেকেন্ডারী অবকাঠামো			
১	সেনেটারি টয়লেট (নং)	৫৪	২০০০০	১,০৮০,০০০
২	স্লাব ল্যাট্রিন/প্রসাব খানা	২৭৫	৩৬৫০	১,০০৩,৭৫০
৩	কাঁচা পায়খানা (নং)	৩১	১৫০০	৪৬,৫০০
৪	টিউবওয়েল/ পানির মটর (নং)	২২	৮০০০	১৭৬,০০০
৫	৫ ইঞ্চি বাউন্ডারি ওয়াল/গেইট (আর.এফ.টি)	৮৪৯	৬৩০	৫৩৪,৮৭০
৬	পিলার (নং)	৫৩৩	৯৩৫	৪৯৮,৩৫৫
৭	১০ ইঞ্চি বাউন্ডারি ওয়াল/ কবর/ বসার বেঞ্চ/ বিল বোর্ড/ সাইন বোর্ড/ শহীদ মিনার (আর.এফ.টি)	৫০৫	৯৯০	৪৯৯,৯৫০
৮	বিল বোর্ড/ সাইন বোর্ড	১৯৫	২৯৫	৫৭,৫২৫
৯	ঘরের সিড়ি (এস.এফ.টি)	১৯৫	৫০০	৯৭,৫০০
১০	পানির ট্যাংকি / সেফটি ট্যাংক/ পানির ফিল্টার/ মেশিন ফাউন্ডেশন/ চুলা (সি.এফ.টি)	৫৪১৯	১৮০	৯৭৫,৪২০

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
১১	বৈদ্যুতিক খুটি (পাকা) (নং)	৯০	০	-
১২	বৈদ্যুতিক খুটি (স্টিল) (নং)	৬	০	-
১৩	বৈদ্যুতিক খুটি (কাঠ) (নং)	১৩৪	০	-
	সাব-টোটাল (সেকেন্ডারী অবকাঠামো)			**৪,৯৬৯,৮৭০**
	টোটাল-B (অবকাঠামো)			**২৭৬,৪২০,৯১০.০০**
C	**গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ**			
C1	**ফলের গাছ**			
১	বড়	৯৮৭	১৫০৪	১,৪৮৪,১১৯
২	মাঝারি	১০৪৮	১০০৭	১,০৫৪,৯৮৭
৩	ছোট	২৫০০	৭৭৪	১,৯৩৫,৮৩৩
৪	চারা	১০৪৩	১২০৭	১,২৫৯,০৭৫
	সাব-টোটাল- C1	**৫৫৭৮**		**৫,৭৩৪,০১৪**
C2	**বনজ**			
১	বড়	৭৮৮	৪৩৪৮	৩,৪২৬,৩৯৩
২	মাঝারি	১৯০৯	২১৯৬	৪,১৯২,৯৮২
৩	ছোট	৮১৯০	১১৩৬	৯,৩০১,৫০০
৪	চারা	৫৬৫৯	৪২	২৩৮,১৫০
	সাব-টোটাল- C2	**১৬৫৪৬**		**১৭,১৫৯,০২৫**
C3	**ঔষধি**			
১	বড়	৩৯	৪৬০০	১৭৯,৪০০
২	মাঝারি	১৮১	২৫০০	৪৫২,৫০০
৩	ছোট	৯৩৬	১৫০০	১,৪০৪,০০০
৪	চারা	৬৫০	২০	১৩,০০০
	সাব-টোটাল- C3	**১৮০৬**		**২,০৪৮,৯০০**
C4	কলা	১৪২১	১২৫	১৭৭,৬২৫
C5	বাশঁ	১২০	১৭৫	২১,০০০
	মোট-C (গাছ)	**২৫,৪৭১**		**২৫,১৪০,৫৬৩**
D	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ**			
১	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রতি শতাংশে ৪০০ টাকা হারে পুকুর/ঘেরের ক্ষেত্রে**	১.৩১	৪০০	১২৯,৮৪৪
২	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রতি শতাংশে ৬০০ টাকা হারে চিংড়ি চাষেরক্ষেত্রে**	০.২৫	৬০০	৩৭,৪১০
	মজুদকৃত মাছের জন্য সম্পূর্ন ক্ষতিপূরণ			১৬৭,২৫৪
E	**অন্যান্য পূনর্বাসন সুবিধা**			
১	চাষীদের জন্য শতক প্রতি ১০০০ টাকা হারে উৎপাদনশীল জমি হারানোর জন্য	৫.৯৫৪১	১০০০	১,৪৭০,৬৭০
২	প্রতিটি ভাড়াটিয়া ও দোকানের জন্য প্রতি মাসে ১০০০ টাকা হারে ৬ মাসের জন্য	১৫৭	৫৬৭০	৮৯০,১৯০

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
৩	স্থানান্তর যোগ্য অবকাঠামোর জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% হারে গৃহ অপসারন অনুদান **(HTG)**	১৯৪,১৬৯,১৪০	০.০৫	৯,৭০৮,৪৫৭
৪	গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% অনুদান	১৯৪,১৬৯,১৪০	০.১	১৯,৪১৬,৯১৪
৫	অবকাঠামো স্থানান্তর অযোগ্য জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% অনুদান	৭৭,২৮১,৯০০	০.০৫	৩,৮৬৪,০৯৫
৬	ভূমিহীন স্কোয়াটারদের বাঁধের বাইরে ব্যক্তিকে স্থায়ী পূনর্বাসনের জন্য প্রতি বর্গফুটে ৫০ টাকা হাওে বসতভিটা উন্নয়ন ভাতা/অনুদান	১৯১,৭৯০	৫০	৯,৫৮৯,৫০০
৭	ভাড়াটেদের পন্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র সরানোর জন্য এককালীন অনুদান	১৫৭	৩০০০	৪৭১,০০০
৮	যেমন পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত ৪৫ দিনের জন্য দৈনিক গড় নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে বানিজ্যিক অবকাঠামোর সম্পূর্ন / আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত/ অস্থায়ী রিলোকেশন জন্য ব্যবসায়িক আয়ের ক্ষতিপূরণ	৫৩৯	১৫০০০	৮,০৮৫,০০০
৯	পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত বেসরকারী জমির উপর অবকাঠামোর জন্য তিন মাসের ভাড়া পাবেন মালিক	১৫৭	২৮৩৫	৪৪৫,০৯৫
১০	স্থানচ্যুত পরিবার তাদের কর্মদিবস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারনে দৈনিক ৩৫০ টাকা হবে ৯০ দিনের অনুদান	৭৫	৩১৫০০	২,৩৬২,৫০০
১১	ভালনারেবল পরিবারের জন্য বিশেষ অস্তিত্ব ভাতা (এসএসএ) (সর্বোচ্চ বাৎসরিক আয় ৮৭০০ টাকা)	১০১৪	৫০০০	৫,০৭০,০০০
১২	অন্যান্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা ছাড়া ও মহিলা খানা প্রধান পরিবারের জন্য ৫০০০ টাকা বিশেষ সহায়তা	১১৮	৫০০০	৫৯০,০০০
	সাব-টোটাল -E			**৬১,৯৬৩,৪২১**
	সাব-টোটাল (A-E)			**৩৯৮,৪১৫,০০৯**
F	নির্বাহ এজেন্সির কর্মকর্তাদের জন্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ			
G	পুনর্বাসন সাইটের উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান	**থোক**		
	সাব-টোটাল (F-I)			-
	মোট (A-I)			**৩৯৮,৪১৫,০০৯**
J	মোট ১০% A-I এর সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ (Contingency)			৩৯,৮৪১,৫০১
	সর্বমোট (মোট + সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ)=			৪৩৮,২৫৬,৫১০

পোল্ডার-৩৫/১

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
A.	**জমির জন্য ক্ষতিপূরণ (Ha)**			
১	বসতভিটা	৯.২০৯৩		২৭,৫১৪,৬৫০
২	ভিটা / উচু জমি	২.৮৯৫১		৮,৬৪৯,৬০৮
৩	ফসলি জমি	১১.১৬৪৯		২৭,৮৪৮,৬৪৮
৫	ডোবা	৪.৪৯৮৮		১২,৩০৬,২৬৪
৬	পুকুর	৩.০৫২০		৫,৬৬৬,৪৬৫
৭	চিংড়ি চাষ	০.৯৪১৫		২,৩৬০,৯৪৯
৮	খাল / বিল	২.৪৬৬৫		৪,৫৭৯,৩৮৫
৯	ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত জমি	০.৭৬৫১		৩,৪২৮,৬৭২
	মোট -A (land in Ha)	**৩৪.৯৯৩০**		**৯২,৩৫৪,৬৪০**
B	**অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ**			
	প্রধান অবকাঠামো			
১	পাকা (এস.এফ.টি)	১০৮৪১	২০০০	২১,৬৮২,০০০
২	আধা পাকা (এস.এফ.টি)	৫৪৫৩৬	১১০০	৫৯,৯৮৯,৬০০
৩	টিন (এস.এফ.টি)	৩০৬২১৮	৬০০	১৮৩,৭৩০,৮০০
৪	ছন/কাচা (এস.এফ.টি)	১৩৫০০০	৪০০	৫৪,০০০,০০০
৫	ছন/কুড়ে ঘর (এস.এফ.টি)	১২১২১৬	২২০	২৬,৬৬৭,৫২০
	সাব-টোটাল (প্রধান অবকাঠামো)	**৬২৭৮১১**		**৩৪৬,০৬৯,৯২০**
	সেকেন্ডারী অবকাঠামো			
১	সেনেটারি/টয়লেট (নং)	৪৯	২০০০০	৯৮০,০০০
২	স্লাব ল্যাট্রিন/প্রসাব খানা	৭৬৭	৩৬৫০	২,৭৯৯,৫৫০
৩	কাচা পায়খানা (নং)	২১	১৫০০	৩১,৫০০
৪	টিউবওয়েল/ পানির মটর (নং)	৩২	৮০০০	২৫৬,০০০
৫	৫ ইঞ্চি বাউন্ডারি ওয়াল/গেইট (আর.এফ.টি)	৬৩৬০	৬৩০	৪,০০৬,৮০০
৬	পিলার (নং)	৯৯	৯৩৫	৯২,৫৬৫
৭	১০ ইঞ্চি বাউন্ডারি ওয়াল/ কবর/ বসার বেঞ্চ/ বিল বোর্ড/ সাইন বোর্ড/ শহীদ মিনার (আর.এফ.টি)	৭৫৫	৯৯০	৭৪৭,৪৫০
৮	বিল বোর্ড/ সাইন বোর্ড	৩৩০	২৯৫	৯৭,৩৫০
৯	ঘরের সিড়ি (এস.এফ.টি)	৮৯১	৫০০	৪৪৫,৫০০
১০	পানির ট্যাংক / সেফটি ট্যাংক/ পানির ফিল্টার/ মেশিন ফাউন্ডেশন/ চুলা (সি.এফ.টি)	১৫৮৮৪	১৮০	২,৮৫৯,১২০
১১	বৈদ্যুতিক খুটি (পাকা) (নং)	৯৫	০	-
১২	বৈদ্যুতিক খুটি (স্টিল) (নং)		০	-
১৩	বৈদ্যুতিক খুটি (কাঠ) (নং)		০	-
	সাব-টোটাল(সেকেন্ডারী অবকাঠামো)			**১২,৩১৫,৮৩৫**
	টোটাল-B (অবকাঠামো)			**৩৫৮,৩৮৫,৭৫৫**
C	**গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ**			
C1	**ফলের গাছ**			

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
১	বড়	৪৪৪০	১৫০৪	৬,৬৭৬,২৮০
২	মাঝারি	৪৩৪৬	১০০৭	৪,৩৭৪,৯৭৩
৩	ছোট	৫৮৪৮	৭৭৪	৪,৫২৮,৩০১
৪	চারা	২২০৪	১২০৭	২,৬৬০,৫৯৫
	সাব-টোটাল- C1	**১৬৮৩৮**		**১৮,২৪০,১৫০**
C2	**বনজ**			
১	বড়	১২৪৪	৪৩৪৮	৫,৪০৯,১৭৯
২	মাঝারি	৪৫৯১	২১৯৬	১০,০৮৩,৮০৪
৩	ছোট	২৪৬৩৯	১১৩৬	২৭,৯৮২,৮৬৪
৪	চারা	৪৫১৪	৪২	১৮৯,৯৬৪
	সাব-টোটাল- C2	**৩৪৯৮৮**		**৪৩,৬৬৫,৮১১**
C3	**ঔষধি**			
১	বড়	৭২	৪৬০০	৩৩১,২০০
২	মাঝারি	৪৭৬	২৫০০	১,১৯০,০০০
৩	ছোট	৬১৭	১৫০০	৯২৫,৫০০
৪	চারা	৭১	২০	১,৪২০
	সাব-টোটাল- C3	**১২৩৬**		**২,৪৪৮,১২০**
C4	কলা	২৪২০২	১২৫	৩,০২৫,২৫০
C5	বাশঁ	২৪২৯	১৭৫	৪২৫,০৭৫
	মোট C (গাছ)	**৭৯,৬৯৩**		**৬৭,৮০৪,৪০৬**
D	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ**			
১	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ পুকুর/ঘেরের ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশ ৪০০ টাকা হারে**	৩.০৫	৪০০	৩০১,৫৩৬
২	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ, চাষের ক্ষেত্রে প্রতি শতাংশ ৬০০ টাকা হারে**	০.৯৪	৬০০	১৩৯,৫৩৬
	মজুদকৃত মাছের জন্য সম্পূর্ন ক্ষতিপূরণ			৪৪১,০৭২
E	**অন্যান্য পূনর্বাসন সুবিধা**			
১	চাষীদের উৎপাদনশীল জমি হারানোর জন্য শতক প্রতি ১০০০ টাকা	১৪.০৫৯৯	১০০০	৩,৪৭২,৮০০
২	প্রতিটি ভাড়াটিয়া ও দোকানের জন্য প্রতি মাসে ৯৪৫ টাকা হারে ৬ মাসের ক্ষতিপূরন	১৯৬	৫৬৭০	১,১১১,৩২০
৩	স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% হারে গৃহ অপসারন অন্তদান **(HTG)**	২৬৪,৩৯৮,৩২০	০.০৫	১৩,২১৯,৯১৬
৪	গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% অনুদান দেওয়া	২৬৪,৩৯৮,৩২০	০.১	২৬,৪৩৯,৮৩২
৫	অবকাঠামো স্থানান্তর অযোগ্য জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% অনুদান দেওয়া	৮১,৬৭১,৬০০	০.০৫	৪,০৮৩,৫৮০
৬	ভূমিহীন স্কোয়াটারদের বাঁধের বাইরে ব্যক্তিকে স্থায়ী পূনর্বাসনের জন্য প্রতি বর্গফুট ৫০ টাকা হাওে বসতভিটা উন্নয়ন ভাতা/অনুদান	২১০,০১২	৫০	১০,৫০০,৬০০

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	হার (টাকা)	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
৭	ভাড়াটেদের পন্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র সরানোর জন্য এককালীন অনুদান	১৯৬	৩০০০	৫৮৮,০০০
৮	পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত ৪৫ দিনের জন্য দৈনিক গড় নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে বানিজ্যিক অবকাঠামোর সম্পূর্ণ / আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত/ অস্থায়ী রিলোকেশন জন্য আয়ের ক্ষতিপূরণ	৫৪৩	১৫০০০	৮,১৪৫,০০০
৯	পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত বেসরকারী জমির উপর অবকাঠামোর তিন মাসের ভাড়া পাবেন মালিক।	১৯৬	২৮৩৫	৫৫৫,৬৬০
১০	স্থানচ্যুত পরিবার তাদের কর্মদিবস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারনে দৈনিক ৩৫০ টাকা হারে ৯০ দিনের অনুদান।	১১৭	৩১৫০০	৩,৬৮৫,৫০০
১১	ভালনারেবল পরিবারের জন্য বিশেষ অস্তিত্ব ভাতা (এসএসএ) সর্বোচ্চ বাৎসরিক আয় ৮৭০০০ টাকা	৯৬৫	৫০০০	৪,৮২৫,০০০
১২	অন্যান্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা ছাড়া ও মহিলা খানা প্রধান পরিবারের জন্য ৫০০০ টাকা বিশেষ সহায়তা	১৩৫	৫০০০	৬৭৫,০০০
	সাব-টোটাল- **E**			**৭৭,৩০২,২০৮**
	সাব-টোটাল **-(A-E)**			**৫৯৬,২৮৮,০৮১**
F	নির্বাহ এজেন্সির কর্মকর্তাদের জন্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ			
G	পুনর্বাসন সাইটের উন্নয়ন ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সুবিধা	**LS**		
	সাব-টোটাল **(F-I)**			-
	মোট (A-I)			**৫৯৬,২৮৮,০৮১**
J	মোট ১০% A-I এর সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ (Contingency)			৫৯,৬২৮,৮০৮
	সর্বমোট (মোট + সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ)=			৬৫৫,৯১৬,৮৮৯

পোল্ডার-৩৫/৩

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	টাকার পরিমাণ	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
A.	**জমির জন্য ক্ষতিপূরণ (Ha)**			
১	বসতভিটা	২.৭৮৪৯		৯,৪৬৯,৮৯০
২	ভিটা / উচুঁ জমি	১.৩৬৯২		৪,৬৫৫,৯৯১
৩	শস্য	১৭.৩১৪৯		৪৫,০২১,৫৬০
৫	ডোবা	১.৮২৫৯		৩,৮৪৪,৪২৫
৬	পুকুর	০.৭৯৭২		১,০২৬,৫৬৬
৭	চিংড়ি চাষ	০.৯২৩২		১,৫৯৩,৯৪৫
৮	খাল / বিল	০.০০০০		-
৯	ব্যবসায়ের জন্য ব্যবহৃত জমি	০.০০০০		-
	মোট A (land in Ha)	**২৫.০১৫৪**		**৬৫,৬১২,৩৭৭**
B	**অবকাঠামোর জন্য ক্ষতিপূরণ**			
	প্রধান অবকাঠামো			
১	পাকা (এস.এফ.টি)	৪০৬৪	২০০০	৮,১২৮,০০০
২	আধা পাকা (এস.এফ.টি)	৬৫৩৬	১১০০	৭,১৮৯,৬০০
৩	টিন (এস.এফ.টি)	২৩৪০৯	৬০০	১৪,০৪৫,৪০০
৪	ছন/কাচা (এস.এফ.টি)	৩৮১৪০	৪০০	১৫,২৫৬,০০০
৫	ছন/কুড়ে ঘর (এস.এফ.টি)	৪৫৪২৭	২২০	৯,৯৯৩,৯৪০
	সাব-টোটাল (প্রধান অবকাঠামো)	**১১৭৫৭৬**		**৫৪,৬১২,৯৪০**
	সেকেন্ডারী অবকাঠামো			
১	সেনিটারী টয়লেট (নং)	১২	২০০০০	২৪০,০০০
২	স্লাব ল্যাট্রিন /প্রস্রাব খানা Urinal Place (No.)	৫৬	৩৬৫০	২০৪,৪০০
৩	কাচা পায়খানা (নং)	৯	১৫০০	১৩,৫০০
৪	টিউবওয়েল/ পানির মটর (নং)	৮	৮০০০	৬৪,০০০
৫	৫ ইঞ্চি বাউন্ডারি ওয়াল/গেইট (আর.এফ.টি)	৩৮২	৬৩০	২৪০,৬৬০
৬	পিলার (নং)	১৬	৯৩৫	১৪,৯৬০
৭	১০ ইঞ্চি বাউন্ডারি ওয়াল/ কবর/ বসার বেঞ্চ/ বিল বোর্ড/ সাইন বোর্ড/ শহীদ মিনার (আর.এফ.টি)	৪৬	৯৯০	৪৫,৫৪০
৮	বিল বোর্ড/ সাইন বোর্ড		২৯৫	-
৯	ঘরের সিড়িঁ (এস.এফ.টি)	৯০	৫০০	৪৫,০০০
১০	পানির ট্যাংক / সেফটি ট্যাংক/ পানির ফিল্টার/ মেশিন ফাউন্ডেশন/ চুলা (সি.এফ.টি)	২৩৮০	১৮০	৪২৮,৪০০
১১	বৈদ্যুতিক খুটি (পাকা) (নং)		০	-
১২	বৈদ্যুতিক খুটি (স্টিল) (নং)		০	-
১৩	বৈদ্যুতিক খুটি (কাঠ) (নং)		০	-
	সাব-টোটাল(সেকেন্ডারী অবকাঠামো)			**১,২৯৬,৪৬০**
	টোটাল-B (অবকাঠামো)			**৫৫,৯০৯,৪০০**
C	**গাছের জন্য ক্ষতিপূরণ**			
C1	**ফলের গাছ**			

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	টাকার পরিমাণ	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
১	বড়	১১৫৯	১৫০৪	১,৭৪২,৭৫০
২	মাঝারি	৭৪৪	১০০৭	৭৪৮,৯৬০
৩	ছোট	৫৮০	৭৭৪	৪৪৯,১১৩
৪	চারা	৪৬২	১২০৭	৫৫৭,৭১১
	সাব-টোটাল- C1	**২৯৪৫**		**৩,৪৯৮,৫৩৪**
C2	**বনজ**			
১	বড়	১২২২	৪৩৪৮	৫,৩১৩,৫১৮
২	মাঝারি	৩০০৪	২১৯৬	৬,৫৯৮,০৭১
৩	ছোট	৩০৭৭	১১৩৬	৩,৪৯৪,৫৯৩
৪	চারা	২৭০	৪২	১১,৩৬৩
	সাব-টোটাল- C2	**৭৫৭৩**		**১৫,৪১৭,৫৪৫**
C3	**ঔষধি**			
১	বড়	৫৩	৪৬০০	২৪৩,৮০০
২	মাঝারি	১৯৯	২৫০০	৪৯৭,৫০০
৩	ছোট	১৯৮	১৫০০	২৯৭,০০০
৪	চারা	৪	২০	৮০
	সাব-টোটাল- C3	**৪৫৪**		**১,০৩৮,৩৮০**
C4	কলা	২২২০	১২৫	২৭৭,৫০০
C5	বাশঁ	১০	১৭৫	১,৭৫০
	মোট-সি (গাছ)	**১৩,২০২**		**২০,২৩৩,৭০৯**
D	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ**			
১	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ/প্রতি শতাংশ ৪০০/- হারে পুকুর/ঘেরের ক্ষেত্রে**	০.৮০	৪০০	৭৮,৭৬৪
২	**মজুদকৃত মাছের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রতি শতাংশ ৬০০/- হারে চিংড়ি চাষেরক্ষেত্রে**	০.৯২	৬০০	১৩৬,৮২৪
	মজুদকৃত মাছের জন্য সম্পূনক্ষতিপূরণ			২১৫,৫৮৮
E	**অন্যান্য পূনর্বাসন সুবিধা**			
১	চাষীদের উৎপাদনশীল জমি হারানোর জন্য শতক প্রতি ১০০০ টাকা	১৮.৬৮৪১	১০০০	৪,৬১৪,৯৮০
২	প্রতিটি ভাড়াটিয়া ও দোকানের জন্যপ্রতি মাসে ৯৪৫ টাকা হারে ৬ মাসের জন্য	৯	৫৬৭০	৫১,০৩০
৩	স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামোর জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% হারে	৩৯,২৯৫,৩৪০	০.০৫	১,৯৬৪,৭৬৭
৪	গৃহ নির্মাণের জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ১০% অনুদান দেওয়া	৩৯,২৯৫,৩৪০	০.১	৩,৯২৯,৫৩৪
৫	স্থানান্তর অযোগ্য অবকাঠামোর জন্য প্রতিস্থাপন মূল্যের ৫% অনুদান	১৫,৩১৭,৬০০	০.০৫	৭৬৫,৮৮০
৬	ভূমিহীন স্কোয়াটারদের বাঁধের বাহিরে স্থায়ী পুনর্বাসনের জন্য প্রতি বর্গফুট ৫০ টাকা হারে বসতভিটা উন্নয়ন ভাতা/অনুদান	২১,৫১৭	৫০	১,০৭৫,৮৫০
৭	ভাড়াটেদের পন্য ও অন্যাণ্য জিনিসপত্র সরানোর জন্য	৯	৩০০০	২৭,০০০

ক্রমিক নং	ক্ষতির ধরন	পরিমাণ (Ha./sft/No.)	টাকার পরিমাণ	ক্ষতির আনুমানিক পরিমাণ (টাকায়)
	এককালীন অনুদান			
৮	পিএভিসি কর্তৃক নির্ধারিত ৪৫ দিনের জন্য দৈনিক গড় নিট আয়ের উপর ভিত্তি করে ব্যবসায়ীক অবকাঠামোর সম্পূর্ণ /আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত/ অস্থায়ী রিলোকেশন জন্য ব্যবসায়ীক আয়ের ক্ষতিপূরণ	৯৫	১৫০০০	১,৪২৫,০০০
৯	পিএভিসি দ্বারা নির্ধারিত (বেসরকারী) জমির উপর অবকাঠামোর জন্য তিন মাসের ভাড়া পাবেন মালিক	৯	২৮৩৫	২৫,৫১৫
১০	স্থানচ্যুত পরিবার তাদের কর্মদিবস ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে দৈনিক ৩৫০ টাকা হারে ৯০ দিনের অনুদান	১১	৩১৫০০	৩৪৬,৫০০
১১	ভালনারেবল পরিবারের জন্য বিশেষ অস্তিত্ব ভাতা (এসএসএ) (সর্বোচ্চ বাৎসরিক আয় ৮৭০০০ টাকা)	১০৩	৫০০০	৫১৫,০০০
১২	অন্যান্য ক্ষতিপূরণ এবং সহায়তা ছাড়া ও খানা প্রধান পরিবারের জন্য ৫০০০ টাকা বিশেষ সহায়তা	২৮	৫০০০	১৪০,০০০
	সাব-টোটাল of E			**১৪,৮৮১,০৫৬**
	সাব-টোটাল (A-E)			**১৫৬,৮৫২,১৩০**
F	নির্বাহ এজেন্সির কর্মকর্তাদের জন্য ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রশিক্ষণ			
G	পুনর্বাসন সাইটের উন্নয়ন ওনাগরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের সুবিধা	**LS**		
	সাব-টোটাল (F-I)			
	টোটাল (A-I)			**১৫৬,৮৫২,১৩০**
J	মোট ১০% A-I এর সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ (Contingency)			১৫,৬৮৫,২১৩
	সর্বমোট (মোট + সম্ভাব্য অন্যান্য খরচ)=			১৭২,৫৩৭,৩৪৩